Contents

তাফহীমুস সুন্নাহ সিরিজ-৪

সলাতের মাসায়েল

মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী
হারূন আযীযী নাদভী

সলাতের মাসায়েল

মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী

قال رسول الله ﷺ:

مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه البخاري

রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(সহীহ আল্-বুখারী।)

Contents

তাফহীমুস্-সুন্নাহ সিরিজ- ৪

كتاب الصلاة

باللغة البنغالية

সলাতের মাসায়েল

প্রনেতা

মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

সলাতের মাসায়েল

মূলঃ মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

বাংলাদেশ সংস্করণ

প্রথম প্রকাশঃ জুন ২০১২

প্রকাশনায়ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোনঃ ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬

ওয়েবঃ www.tawheedpublications.com

ইমেলঃ tawheedpp(@)gmail.com

প্রচ্ছদঃ আল-মাসরুর

মূল্যঃ ১৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-8766-98-8

মুদ্রণঃ

হেরা প্রিন্টার্স

৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أمابعد:

সলাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বড় মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাতকে নয়নমণি আখ্যা দিয়েছেন। সলাতের সময় হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেলাল (رضي الله عنه) কে এই ভাষায় আযান দেয়ার আদেশ দিতেন - "হে বেলাল! আমাকে সলাত দ্বারা শান্তি দাও"। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাতকে বেহেস্তে প্রবেশ হওয়ার জন্য জামিনস্বরূপ বলেছেন। রবীআ'া ইবন কাআ'ব আসলামী (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন তাঁর ওযুর পানি ইত্যাদি প্রস্তুত করে দিতেন। একদা তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "রবীআ'! যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও।" রবীআ'া বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতে আপনার সাথে থাকতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ "তাহলে বেশী বেশী সলাত পড়ে আমাকে সাহায্য কর।" অর্থাৎ তোমার আমলনামায় সলাত বেশী থাকলে আমার পক্ষে তোমার জন্য সুপারিশ করা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে সফলকাম ব্যক্তিদের নিদর্শন বর্ণনা করেছেন এই যে, "তাঁরা সলাতের পাবন্ধী করে থাকেন।" (সূরা আল-মুমিনূন-৯)। এবং "তাঁদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, সলাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।" (সূরা আন-নূর-৩৭)। সলাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "তাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সলাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।" (সূরা হজ্ব-৪১)।

দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সংকটের সময় সলাতই মুমিনের বড় সহায়ক। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর"। (সূরা আল বাকারা-১৫৩)। ইব্রাহীম (عليه السلام) যখন আল্লাহর আদেশে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে 'বায়তুল হারাম' এর পার্শ্ববর্তী মরুভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন আল্লাহর দরবারে এ বলে ফরিয়াদ করেছিলেন, "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে সলাত কায়েমকারী করুন।" (সূরা ইবরাহীম-৪০)। ইসমাঈল (عليه السلام) এর যে সকল গুণাবলীর কথা কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একটি হল, "তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সলাত ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিতেন।" (সূরা মারইয়াম- ৫৫)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কেও এই আদেশ দেয়া হয়েছে- "হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সলাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন।" (সূরা ত্বোয়া-হা-১৩২)। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা 'ক্বলবে সলীমের সাথে হেদায়ত লাভকারী ভাগ্যবান বান্দাদের যে সকল গুণের উল্লেখ করেছেন এগুলোর একটি হল "তাঁরা সলাত কায়েম করেন।" (সূরা আল-বাকারা-৩)। সলাতে অন্যমনস্কতা

এবং অলসতাকে আল্লাহ তাআ'লা মুনাফিকের নিদর্শন বলেছেন। আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন-"তাঁরা যখন সলাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য।" (সূরা আন্-নিসা-১৪২)। সূরা মাউনে আল্লাহ তাআ'লা সেসব মুসল্লীর জন্য দুর্ভোগ ও ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা সলাতে বেখবর থাকেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা সলাত ছেড়ে দেয়াকে বংশগুলোর দূর্ভোগ এবং ধ্বংসের মূল কারণ বলে গণ্য করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সলাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।" (সূরা মারইয়াম-৫৯)। কিয়ামত দিবসে জাহান্নামবাসীদের একদল তাঁদের দোযখে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করবে এই যে- "আমরা সলাত পড়তাম না।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির-৪৩)।

নিরাপত্তার অবস্থায় হোক বা শংকায়, গরমের মৌসুমে হোক বা ঠাণ্ডায়, সুস্থতায় হোক বা অসুস্থতায়, এমনকি জিহাদ এবং যুদ্ধের সময়ে রণক্ষেত্রে পর্যন্তও এ ফরয রহিত হয় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঁচ ফরয ব্যতীত, তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশ্‌ত, তাহিয়্যাতুল ওযু এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদের সলাতও গুরুত্ব সহকারে আদায় করতেন। এছাড়া বিশেষ বিশেষ সময়ে নিজ প্রতিপালকের কাছে তাওবা-ইস্তেগফারের জন্যও সলাতকেই মাধ্যম বানাতেন। চন্দ্রগ্রহন বা সূর্যগ্রহন হলে মসজিদে তাশরীফ আনতেন। ভূমিকম্প বা তুফান হলে বা ঝড়-বাতাস হলে মসজিদে তাশরীফ আনতেন। ক্ষুধা, উপবাস বা অন্য কোন দুঃখ-কষ্ট হলে মসজিদে তাশরীফ আনতেন। সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে যেতেন।

নবী জীবনের শেষ দিনগুলোতে অসুস্থ অবস্থাতেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে বস্তুটির জন্য সবচেয়ে বেশী চিন্তিত ছিলেন, তা ছিল সলাত। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তাঁর উপর অজ্ঞান অবস্থা বিরাজ করছিল। এশার সময় যখন চোখ খুললেন সর্বপ্রথম প্রশ্ন করলেন, "লোকেরা কি সলাত পড়ে নিয়েছে?" উত্তর দেয়া হল, না। সবাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। তখন তিনি উঠার ইচ্ছা করলেন কিন্তু পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুললেন, পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে?" উত্তরে বলা হল, না। আপনার অপেক্ষায় আছেন"। তিনি তৃতীয়বারও উঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এবং পূর্বের ন্যায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। পরে যখন হুঁশ ফিরে আসল, তখন বললেনঃ "আবুবকর কে সলাত পড়াতে বল।"

মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে মহানবী (ﷺ) উম্মতকে যে শেষ ওছিয়ত করেছিলেন, তা ছিল- "হে মুসলিম সকল! সলাত এবং দাস-দাসীর ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকো।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উত্তম আদর্শ দ্বারা সলাতের গুরুত্ব একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়।

সলাত নিজে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তদুপরী তার নিয়মও অধিক গুরুত্বের অধিকারী। সলাতের ব্যাপারে শুধু আদায় করার আদেশ দেয়া হয়নি বরং বলা হয়েছে- "আমাকে যেভাবে সলাত পড়তে দেখ, ঠিক সেভাবেই সলাত পড়।" (বুখারী)। তাই সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সলাতের নিয়ম সংক্রান্ত যে সকল মাসায়েল জানা গেছে, তা এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছি। বিশেষ কোন ফেকহী মাযহাবকে

সামনে রাখা হয়নি। পক্ষান্তরে কোন 'ফেকহী মাসলাক'কে শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ প্রমাণ করার নিছক উদ্দেশ্য নিয়েও হাদীসের এই পাণ্ডুলিপি তৈরী করা হয়নি। আমার একান্ত লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) এর 'মাসলাক'। যেখানে রয়েছে- হুযায়ফা (رضي الله عنه) এক ব্যক্তিকে সলাত পড়তে দেখলেন যে, সে রুকু-সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করছেনা। যখন সে সলাত শেষ করল, তখন হুযায়ফা (رضي الله عنه) তাকে ডেকে বললেনঃ তুমি সলাত পড়নি। এভাবে সারা জীবন সলাত পড়ে মরে গেলেও ইসলামের বিরুদ্ধ পন্থায় তোমার মৃত্যু হবে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) এক ব্যক্তিকে ঈদের পূর্বে নফল সলাত পড়তে দেখে তাকে বাধা দিলেন। লোকটি বললঃ "আল্লাহ তাআ'লা আমাকে সলাতের জন্য শাস্তি দিবেন না।" তখন ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) বললেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর বিরোধিতার কারণে অবশ্যই শাস্তি দিবেন।" উমারা ইবনু রুওয়াইবা (رضي الله عنه) একদা সমকালিন শাসককে জুমু'আহর খুতবায় হাত উঠাতে দেখে বললেন, "আল্লাহ তাআ'লা এ হাতকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে এর চেয়ে বেশী উঠাতে কখনো দেখেনি।" এ বলে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণ আমাদের মাসলাক। সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আসক্তি ও আগ্রহই আমাদের 'মাযহাব'। সেই আসক্তির বশবর্তী হয়ে আমার এই রচনা।

সাহাবায়ে কেরামের (رضي الله عنهم) উক্ত কার্যধারা থেকে বুঝা গেল যে, যে সকল মাসআলা শাখা পর্যায়ের কিংবা মতবিরোধপূর্ণ বলে আমরা গুরুত্বহীন মনে করে থাকি, সাহাবায়ে কেরামের কাছে সে সবের কত মূল্যায়ন ও গুরুত্ব। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর একথা স্মরণ রাখবে- "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে দুরে সরে গেছে, সে আমার উম্মত নয়।" সে কোন সুন্নাতকে সাধারণ এবং গুরুত্বহীন মনে করতে পারে না।

হাদীস সমূহের শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া অনর্থক হবে বলে মনে করি না যে, 'কিতাবুসসলাত' এর যে পাণ্ডুলিপি প্রথমে তৈরী করেছিলাম তার অন্ত তঃ এক চতুর্থাংশকে এ কারণেই বাদ দিতে হয়েছে যে, সে হাদীসগুলি 'সহীহ' এবং 'হাসান' স্তরের ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (জ্ঞাতসারে) আমার প্রতি এমন কোন কথার নেসবত করবে, যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা তালাশ করে নেয়।" (তিরমিযী)। যে সকল হাদীস কোন কারণে 'যঈফ' বা দুর্বল প্রমাণিত হয়, সে সব হাদীসকে কোন মাযহাবের নিছক পক্ষপাতিত্ব বা বিরোধিতার মানসে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব মাথায় বহন করার সাহস আমি পায়নি। সর্বতোভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরেও পাঠক মহলের প্রতি আমার এই আন্তরিক আবেদন থাকবে যে, যদি কোন হাদীস 'সহীহ' এবং 'হাসান' এর স্তরের না হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে জানাতে মর্জি করবেন। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে পরের সংস্করণে তা ঠিক করে দেব।

এই পুস্তিকার সৌন্দর্য্যের যা দিক রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার রহমত ব্যতীত কিছু নয়, আর ভুল-ত্রুটি যা আছে সব আমার দুর্বলতার ফল। আল্লাহ তাআ'লা নিজের ফজলে পুস্তিকাটিকে গ্রহণযোগ্য করুন। আমীন!

আমি নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করছি যে, এই পুস্তিকা 'ইল্‌মী ভাণ্ডারে' কোন সংযোজনের কারণ হবে না। তবে আমাদের কাছে অনেক সাধরণ শিক্ষিত লোকেরা আছেন, যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতের প্রতি অধিক আসক্ত এবং তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উস্‌ওয়ায়ে হাসনা থেকে উপকৃত হতে চান। কিন্তু তারা বড় বড় আরবী পুস্তক বা লম্বা-চওড়া উর্দু অনুবাদ থেকে জ্ঞান আহরণে সক্ষম নন। তাঁদের জন্য এই পুস্তিকাটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে।

পরিশেষে আমি সে সব সম্মানিত আলেমের শুকরিয়া জ্ঞাপন অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি, যাঁরা নিজ নিজ অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও খুশী মনে এই পুস্তিকাটি পুনরায় গভীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। উলামায়ে কেরাম ব্যতীত আমার অন্যান্য বন্ধুরাও পুস্তিকাটি তৈরীর ক্ষেত্রে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এবং সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ সবাইকে ইহজগত ও পরজগতে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

বিনীত

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

বাদশাহ সাউদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব।

২৭ ই রজব ১৪০৬ হিজরী।

Contents

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক এবং দরূদ ও সালাম মহানবী (ﷺ) ও তাঁর বংশধর এবং ছাহাবাগণের প্রতিও।

ছালাত বা সলাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। কিয়ামাতের দিন মানুষের প্রথম হিবাস-নিকাশ হবে সলাত সম্বন্ধে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সঠিকভাবে প্রিয় নবীর তরীকা অনুযায়ী সলাত আদায় করা ফরয। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কিভাবে সলাত আদায় করেছেন তা জানার একমাত্র পন্থা, সহীহ হাদীসের অনুসরণ করা।

সৌদি আরব, রিয়াদে অবস্থিত বিশিষ্ট আলেম জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী সাহেব কেবলমাত্র বিশ্বস্ত হাদীসসমূহের আলোকে 'কিতাবুচ্ছালাত' (সলাতের মাসায়েল) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যাতে সলাতের যাবতীয় রীতি-নীতি বিশুদ্ধভাবে আলোচিত হয়েছে।

সত্যিকার অর্থে যারা রাসূল (ﷺ) এর তরীকানুযায়ী সলাত আদায় করতে চান, তাঁদের জন্য পুস্তকটি অত্যন্ত সহায়ক হবে- এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে 'কিতাবুচ্ছালাত' বাংলায় অনূদিত হল।

বাহরাইনে অবস্থিত বন্ধুবর জনাব ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান সাহেব পুস্তকটি অনুবাদের প্রেরণা এবং অনুবাদ ও তাহকীকের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন।

বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশনা কেন্দ্র **'দারুস সালাম'** ঢাকা এর মালিক বন্ধুবর জনাব ওলী উল্লাহ মাসরুর সাহেব বইটি বাংলাদেশে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করছেন জেনে অত্যন্ত খুশী হলাম এবং তাঁকে এব্যাপারে অনুমতি প্রদান সহ সব ধরণের প্রদানের ইচ্ছা করলাম। আশা করি দেশীয় ভাই-বোনেরা এই বই দ্বারা অনেক উপকৃত হবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে দুআ' করি যেন পুস্তকটিকে লেখক, অনুবাদক, পাঠক, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আর্থিক সহযোগী ও প্রচারকারী এবং এতে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী সলাত আদায়কারী সকলের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের উসীলা করুন, আমীন!

বাহরাইন
০৬/০৭/১৪১৯ হিজরী
২৮/১০/১৯৯৮ ইংরেজী

বিনীত-
কুরআন ও সুন্নাহর খাদেম
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী
ইমাম ও খতীব আব্দুল্লাহ ইয়াতীম মসজিদ
পোঃ বক্স নং ১২৮, মানামা, বাহরাইন। মোবাইল: +৯৭৩৩৯৮০৫৯২৬

হাদীসের পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাদীসঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় নবী কারীম (ﷺ) এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণ।

মারফূঃ কোন সাহাবী নবী কারীম (ﷺ) এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে 'মারফু' বলে।

মাওকুফঃ কোন সাহাবী নবী কারীম (ﷺ) এর নাম নেয়া ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে 'মাওকুফ' বলে।

আহাদঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয় তাকে 'আহাদ' বলে। আহাদ তিন প্রকার। যথা- মাশহুর, আযীয, গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়।

আযীযঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে দু'য়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

গরীবঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে গিয়ে দাঁড়ায়।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্থরে এত বেশী হয় যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুলঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা এবং তাকওয়া, আদালত সর্বজন স্বীকৃতি হয়, তাকে 'মাকবুল' বলে। হাদীসে মাকবুল দু' প্রকার। যথা– সহীহ, হাসান।

সহীহঃ যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষণ দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সূত্র) বর্ণিত আছে এবং এতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী থাকে না তাকে 'সহীহ' বলে।

হাসানঃ যে হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই হাদীসকে 'হাসান' বলে।

সহীহ হাদীসের স্তরসমূহঃ

সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস বুখারী, মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী, মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবুল তথা যঈফঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীসে 'যঈফ' বলে।

মুআল্লাকঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায়, তাকে 'মু'আল্লাক' বলে।

মুনকাতিঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেয়ীর পরে সাহাবীর নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দালঃ যে হাদীসের দু' অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে পড়ে যায়, তাকে 'মু'দাল' বলে।

মাওযুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো নবী কারীম (ﷺ) এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাকে 'মাওজু' বলে।

মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধরণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদাতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণিবিভাগ

আস্ সিত্তাঃ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা- এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'কুতুবেসিত্তা' বলে।

জামিঃ যে হাদীস গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে, তাকে 'জামি' বলা হয়। যেমনঃ জামি তিরমিযী।

সুনানঃ যে হাদীস গ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'সুনান' বলা হয় যেমনঃ সুনানে

মুসনাদঃ যে হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে হাদীসসমূহ

তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদে ইমাম আহমদ।

মুসতাখরাজঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ অন্যসূত্রে বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজুল ইসমাঈলী আলাল বুখারী।

মুসতাদরাকঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে 'মসতাদরাক' বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে হাকেম।

আরবায়ীনঃ যে হাদীস গ্রন্থে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। যেমন: আরবায়ীনে নব্বী।

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

مَسَائِلُ النِّيَّةِ

নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা- ১: সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে।

عن عمر بْن الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ:" إِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". رواه البخاري

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি লাভ উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে।[1]

মাসআলা- ২: লোক দেখানো সলাত দাজ্জালের চেয়েও বড় ফিৎনা।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক সময় আমরা মসীহ দাজ্জালের সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম। সে সময় আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হলেন এবং আমাদের কথা শুনিয়া তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর একটি ফিৎনা সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন, তখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, গুপ্ত শির্ক দাজ্জালের ফিৎনার চেয়েও বেশী ভয়ংকর। আর তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি সলাতের জন্য দাঁড়াবে এবং অন্য কেউ তার সলাতের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে দেখে সে সলাতকে লম্বা করবে।[2]

---

[1] বুখারী ১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩; মুসলিম ১৯০৭, তিরমিযী ১৬৪৭, নাসায়ী ৭৫, ৩৪৩৭, ৩৭৯৪, আবূ দাউদ ২২০১, ইবনু মাজাহ ৪২২৭, আহমাদ ১৬৯, ৩০২

[2] ইবনু মাজাহ- ৪২০৪, আহমাদ ১০৮৫৯, সহীহু সুনানি ইবনে মাজা-তাহ্‌কীক শায়খ আলবানীঃ দ্বিতীয় খণ্ড, হাঃ-৩৩৮৯, মেশকাত - মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীঃ ৯/৬৯, হাঃ ৫১০১।

মাসআলা- ৩: লোক দেখানো উদ্দেশ্যে সলাত পড়া শির্ক।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ. رواه أحمد (حسن)

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে সলাত পড়ল সে শির্ক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোযা রাখল সে শির্ক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে ছদকা করল সেও শির্ক করল।[৩]

فرضية الصلاة

সলাত ফরয হওয়া

মাসআলা- ৪: সলাত ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ ما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ".

رواه البخاري.

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। (২) সলাত কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্ব করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।[৪]

মাসআলা- ৫: হিজরতের পূর্বে দু' দু' রাক'য়াত সলাত ফরয ছিল কিন্তু হিজরতের পর চার চার রাক'য়াত ফরয হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضي الله عنها قَالَتْ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِيْ صَلَاةِ الْحَضَرِ. متفق عليه

'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আবাসে ও প্রবাসে দু'রাক'য়াত করে ফরয করেছিলেন। পরে প্রবাসের সলাত ঠিক রাখা হল এবং আবসের সলাত বৃদ্ধি করা হল।"[৫]

---

[৩] মুসনাদু আহমদ ১৬৬৯০, আত তারগীব ওয়াত তারহীব- প্রথম খণ্ড, হা/নং ৪৩, মেশকাত ঃ ৯/২৬৮, নং ৫০৯৯।

[৪] বুখারী ৮, ৪৫১৪; মুসলিম ১/৫ হাঃ ১৬, তিরমিযী ২৬০৯, নাসাঈ ৫০০১, আহমাদ ৪৭৮৩, ৫৬৩৯, ৫৯৭৯, ৬২৬৫

[৫] বুখারী ৩৫০, ১০৯০, ৩৯৩৫; নাসায়ী ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, আবূ দাউদ ১১৯৮, আহমাদ ২৫৪৩৬, ২৫৫১১, ২৫৭৫০, ২৫৮০৬, মুসলিম ৬/১, হাঃ ৬৮৫, মুওয়াত্তা মালেক ৩৩৭, দারেমী ১৫০৭

فضل الصلاة

সলাতের ফযিলত

মাসআলা- ৬: নিয়মিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করলে সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ شيئ ؟ قَالُوْا لَا يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِن الْخَطَايَا. متفق عليه

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা বললেন, আচ্ছা বল দেখি, যদি তোমাদের কারো ঘরের সামনে নদী প্রবাহিত হয় এবং সে ব্যক্তি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে তার শরীরে কোন ধরণের ময়লা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, না, কোন ময়লা তার শরীরে থাকবেনা। অতঃপর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর দ্বারা বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।"[৬]

মাসআলা- ৭: সলাত গুনাহসমূহের আগুনকে ঠাণ্ডা করে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالى' مَلَكًا يُنَادِيْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يَا بَنِيْ آدَمَ قُوْمُوْا إِلى' نِيْرَانَكُمْ الَّتِيْ أَوْقِدْتُمُوْهَا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ فَأَطْفِئُوْهَا. رواه الطبراني في الأوسط. (حسن)

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রত্যেক সলাতের সময় আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট ফেরেশতা আহবান করতে থাকে। হে লোক সকল! সেই আগুন নিভার জন্য তৈরী হয়ে যাও, যা তোমরা (নিজ নিজ গুনাহ দিয়ে) প্রজ্জ্বলিত করেছ।"[৭]

মাসআলা-৮: পাঁচ ওয়াক্ত সলাত নিয়মিত আদায়কারী কিয়ামতের দিন সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে থাকবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيْ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيْ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتَ الْخَمس وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ فَمِمَّنْ أَنَا ؟ قَالَ: **مِنَ الصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.** رواه ابن حبان. (صحيح)

---

[৬] বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৫/৫১, হাঃ ৬৬৭, তিরমিযী ২৮৬৮, নাসাঈ ৪৬২, আহমাদ ৮৭০৫, দারেমী ১১৮৩, মেশকাত ঃ ২/২০৮, হাঃ ৫১৯, মুখতাছারু সহীহ বুখারী নং ৩৩০।

[৭] তাবারানী মু'জামুল আওসাত ৯৪৫২, মু'জামুস সগীর ১১৩৫, সহীহুত তারগীব ওয়াততারহীব শায়খ আলবানী-প্রথম খণ্ড, হাঃ-৩৫৫।

আমর ইবনে মুররাহ আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি এ সাক্ষ্য প্রদান করি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি এবং রমজান মাসের সিয়াম পালন করি ও তার রাত্রিতে তারাবীহ পড়ি। তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভূক্ত হব? নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তখন তুমি সিদ্দীক এবং শহীদগণের অন্তর্ভূক্ত হবে।"।[৮]

মাসআলা-৯: অন্ধকার রজনীতে মসজিদে আগমণকারী সলাতীদের জন্য কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ আছে।

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَشِّرُوا الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبوداؤد والترمذي

বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ"যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।"[৯]

মাসআলা-১০: মসজিদে আগমনকারী সলাতী আল্লাহর সাক্ষাৎকার, আল্লাহ তাঁদের সম্মান করেন।

عَنْ سَلْمَانَ ﷺ: اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوَضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرُ اللهِ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ. رواه الطبراني (حسن)

সালমান ফারেশী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে মসজিদে আসল সে আল্লাহর সাক্ষাৎকার। আর সাক্ষাৎকারীর সম্মান করা মেজবানের অধিকার।[১০]

---

[৮] ইবনে হিব্বান, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ ৩৫৮।

[৯] আবূ দাউদ হাঃ ৫৬১, তিরমিযী ২২৩, ইবনু মাজাহ ৭৮১, হাকিম ৭৬৮, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১৪৯৮, সহীহু সুনানি আবি দাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৫২৫।

[১০] তাবারানী মু'জামুল কাবীর ৬১৩৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ ৩৪৬১৭, সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- ১ম খণ্ড, হাঃ ৩২০, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ - ৩২০।

أهمية الصلاة

সলাতের গুরুত্ব

মাসআলা-১১: সলাত পরিত্যাগকারীর হাশর হবে কারূন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাফের সাথে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا: فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. رواه ابن حبان. (حسن)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত সম্পর্কে বলতে বলতে বলেছেন, যে ব্যক্তি রীতিমত সলাত আদায় করবে কিয়ামত দিবসে সে সলাত তার জন্য আলো, প্রমাণ এবং মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত সলাত পড়বে না তার জন্য কোন আলো, প্রমাণ এবং মুক্তি হবেনা। বরং কিয়ামত দিবসে সে কারূন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাপের সাথেই হবে।[১১]

মাসআলা- ১২: ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার সীমা হচ্ছে সলাত।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, মুসলমান বান্দা এবং কুফরের মধ্যকার সীমা হচ্ছে সলাত ছেড়ে দেয়া।[১২]

মাসআলা-১৩: দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা সলাতে অব্যস্ত না হলে তাদেরকে প্রয়োজনে মারধর করে সলাত পড়াতে হবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رواه أبو داؤد (صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের ছেলেমেয়েরা সাত বৎসরের হবে তখন তাদেরকে

---

[১১] ইবনে হিব্বান, সহীহু ইবনে হিব্বান আরনাউতঃ চতুর্থ খণ্ড, হাঃ-১৪৬৭, মেশকাত ঃ ২/২১৫, হাঃ-৫৩১

[১২] মুসলিম ৮২, আবূ দাউদ ৪৬৭৮, তিরমিযী ২৬১৮, ২৬২০, নাসায়ী ১০৭৮, ইবনু মাজাহ, আহমাদ ১৪৫৬১, ১৪৭৬২, দারেমী ১২৩৩, মুখতাছারু সহীহি মুসলিম-শায়খ আলবানী ঃ হাঃ-২০৪, মেশকাত ঃ ২/২১১, হাঃ- ৫২৩।

Contents

সলাতের আদেশ কর। আর যখন দশ বৎসরে উপণীত হবে অথচ সলাত আদায় করে না তখন তদেরকে মারধর করে হলেও সলাতের জন্য বাধ্যকর। আর দশ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে আলাদা আলাদা শোয়ার ব্যবস্থা কর।[১৩]

মাসআলা-১৪: শুধু আসরের সলাত পড়তে না পারা পরিবারবর্গ ও সমস্ত ধন সম্পদ লুটে যাওয়ার নামান্তর।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عنهما قال قال رسول الله ﷺ: الَّذِيْ تَفُوْتُـهُ صَـلَاةُ الْعَـصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. متفق عليه

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির আসরের সলাত ছুটে গেল তার যেন পরিবারবর্গ ও সমস্ত ধন সম্পদ লুটে গেল।"[১৪]

মাসআলা- ১৫: সলাতে অবহেলার শাস্তি।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا قَـالَ: أَمَّـا الَّذِيْ يُثْلَـغُ رَأْسُـهُ بِـالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ. رواه البخارى

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে পরে ভুলে ফেলেছে, আর যে ব্যক্তি ফরয সলাত আদায় না করে শুয়ে পড়েছে কিয়ামত দিবসে উভয়কে পাথর ছুড়ে মাথা ভেঙ্গে দেয়া হবে।"[১৫]

মাসআলা- ১৬: এশা এবং ফজরের সলাতে মসজিদে না আসা মুনাফিকের আলামত।

মাসআলা- ১৭: যারা জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করে না, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: لَيْسَ صَـلَاةٌ أَثْقَـلَ عَلَى الْمُنَـافِقِيْنَ مِـنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَـدْ هَمَمْـتُ أَنْ آمُـرَ الْمُـؤَذِّنَ

[১৩] আবূ দাঊদ ৪৯৫; আহমাদ ৬৬৫০, হাকিম ৭০৮, দারাকুতনী ২, ১ম খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠা, বাইহাকী ৩০৫০, মিশকাত- ৫২৬, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৪৬৫, মেশকাত নং-৫২৬।

[১৪] বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৫/৩৫, হাঃ ৬২৬, তিরমিযী ১৭৫, নাসাঈ ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৫১২, আবূ দাউদ ৪১৪, ইবনু মাজাহ ৬৮৫, আহমাদ ৪৫৩১, ৪৭৯০, ৫০৬৫, ৫১৩৯, ৫২৯১, ৫৪৩২, ৫৭৪৬, ৬০২৯, ৬১৪২, ৬২৮৪, ৬৩২২, মুওয়াত্তা ২১, দারিমী ১২৩০, ১২৩১, মুখতাছারু সহীহি বুখারী- যবীদি ঃ হাদীস নং- ৩৪০, মেশকাত নং ৫৪৬।

[১৫] বুখারী ১১৪৩, ৭০৪৭, মুসলিস ২২৭৫, তিরমিযী ২২৯৪, আহমাদ ১৯৫৯০, ১৯৫৯৫, ১৯৬৫২, সহীহ আল-বুখারীঃ ১/৪৬৮, হাঃ ১০৭২।

فَيُقِيْمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ. متفق عليه

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের সলাতের চেয়ে ভারী কোন সলাত নেই। তারা যদি এই দু' সলাতের কি মর্যাদা আছে, জানতে পারতো, তবে হামাগুড়ি দিয়েও এই দু' সলাতে উপস্থিত হতো। আমি মনস্থ করেছিলাম যে, মুয়াজ্জিনকে আদেশ করব, সে ইকামত বলবে, একজনকে আদেশ করব, সে লোকদের ইমামত করবে, তারপর আমি অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে সেই সকল লোকদের ঘর জ্বালিয়ে দিই যারা আযান-ইকামতের পরেও মসজিদে আসল না।"[১৬]

মাসআলা- ১৮: সুন্নাতের বিপরীত আদায়কৃত সলাত কেয়ামতের দিন অসফলতার কারণ হবে।

মাসআলা-১৯: কেয়ামতের দিন আল্লাহর হকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম সলাতের হিসাব হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. رواه الترمذى (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম সলাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সলাত ঠিক হয় তাহলে সে সফলকাম। আর যদি সলাত ঠিক না হয়, তাহলে সে অসফলকাম। যদি বান্দার ফরয ইবাদতে ঘাটতি থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ আমার বান্দার আমলনামায় কোন নফল ইবাদত আছ কিনা দেখ। যদি থাকে তাহলে নফল দিয়ে ফরয পূর্ণ করে দেয়া হবে। তারপর বাকী আমল সমূহের হিসাবও এভাবে করা হবে।"[১৭]

---

[১৬] বুখারী ৬৫৭, ৬৪৪, মুসলিম ৬৫১, তিরমিযী ২১৭, নাসাঈ ৮৪৮, আবূ দাউদ ৫৪৮, ইবনু মাজাহ ৭৯১, আহমাদ ৭২৬০, মুওয়াত্তা ২৯২, দারিমী ১২৭৪, আল লু'লুউ ওয়ার মারজানঃ প্রথমঃ খণ্ড, হাঃ - ৩৮৩।

[১৭] তিরমিযী ৪১৩, আবূ দাউদ ৮৬৪, নাসঈ ৪৬৫, ইবনু মাজাহ ১৪২৬, আহমাদ ৯২১০, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ ৩৩৭।

مسائل الطهارة

ত্বাহারত বা পবিত্রতার মাসায়েল

মাসআলা- ২০: স্ত্রীসহবাসের পর গোসল করা ফরয।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ. متفق عليه

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হয় তখন কোন বীর্য নির্গত হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় তার উপর গোসল ফরয হয়ে যায়।[১৮]

মাসআলা- ২১: স্বপ্নদোষ হলে গোসল ফরয। এব্যাপারে হাদীসের জন্য 'ওযু ও তায়াম্মুম' অধ্যায়ের মাসআলা নং ৪৭ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২২: জনাবত তথা ফরয গোসলের মাসনূন নিয়ম হল এইঃ

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ لِيَغْسِلَ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. متفق عليه

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনাবত তথা ফরয গোসল করতেন। তখন প্রথমে (কব্জি পর্যন্ত) দু হাত ধুঁয়ে ফেলতেন। অতঃপর ডানে বামে পানি দিয়ে লজ্জাস্থান পরিস্কার করতেন। তারপর ওযু করতেন। তারপর আঙ্গুলের সাহায্যে মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতেন। তারপর তিনবার মাথায় পানি দিতেন। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢালতেন। পরিশেষে আবার হাত পা ধৌত করতেন।[১৯]

মাসআলা- ২৩: মজি বের হলে গোসল ফরয হয় না।

---

[১৮] বুখারী ২৯১, মুসলিম ৩৪৮, নাসাঈ ১৯১, ইবনু মাজাহ ৬১০, আহমাদ ৭১৫৭, দারিমী ৭৬১, আললু'লুউ ওয়াল মারজান ঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ ১৯৯, মেশকাত , নং ৩৯৬।

[১৯] বুখারী পর্ব ৫: /১ হাঃ ২৪৮, মুসলিম ৩/৯, হাঃ ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, তিরমিযী ১৩২, ১৭৫৫, ২৪৬৮, নাসায়ী ২৩১, ২৩২, ২৩৩, আবূ দাউদ ৭৭, ২৪২, ২৪৩, ২৬৮, আহমাদ ২৩৪৯৪, ২৩৫৬১, ২৩৬৪০, মুওয়াত্তা মালেক ১০০, ১২৮, ১৩৫, ৬৯৩, ৮৪৮, ১০৩৩, ১০৩৭, ১০৫৮

মাসআলা- ২৪: অসুস্থতার কারণে সম্পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব না হলে তখন সে অবস্থাতেই সলাত আদায় করতে হবে। তবে প্রত্যেক সলাতের জন্য নতুন নতুন ওযু করতে হবে।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺقَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحْيِيْ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الاَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. متفق عليه

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি মজি রোগে আক্রান্ত ছিলাম অর্থাঃ বেশী আকারে মজি বের হত। এব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আমার ভীষণ লজ্জা হত। কারণ তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমার আকদে ছিল, অতএব আমি মিকদাদকে বললাম যেন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে উক্ত বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করে। তিনি জিজ্ঞেস করলে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, লজ্জাস্থানকে ধৌত করবে এবং ওযু করবে।[২০]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ رضي الله عنها كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّي. رواه أبو داؤد والنسائى. (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ এস্তেহাজা রোগী ছিল। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, হায়েজের রক্ত কাল রং দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং হায়েজের রক্ত দেখা দিলে সলাত পড়িও না। হায়েজ ব্যতীত অন্য রক্ত হলে তখন ওযু করে সলাত পড়তে হবে।[২১]

মাসআলা- ২৫: ঋতুবতী মহিলা এবং জুনুবী মসজিদ অতিক্রম করতে পারবে কিন্তু মসজিদে দাঁড়াতে পারবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ. (رواه مسلم)

---

[২০] বুখারী ৪৩২, ৪৭৮, ২৬৯, মুসলিম ৩০৩, তিরমিযী ১১৪, নাসায়ী ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৯৩, ১৯৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, আবূ দাউদ ২০৬, ২০৭, ইবনু মাজাহ ৫০৪, ৫০৫, আহমাদ ৬০৭, ৬১৯, ৬৬৪, ৮১৩, ৮২৫, ৮৪৯, ৮৫৮, ৮৭০, ৮৮২, ৮৯২, ৯৮০, ১০১২, ১০২৯, ১০৩৮, ১০৭৪, ১১৮৬, ১২৪২, মালেক ৮৬

[২১] নাসায়ী ২১৬, ইবনু মাজাহ ২৮৬, আবূ দাউদ ২৮০, ইবনু মাজাহ ২৮৬, ৬২০, আহমাদ ২৬৮১৪, ২৭০৮৩, ২৭০৮৪, সহীহু সুনানি নাসাঈ-তাহকীকঃ শয়খ আলবানীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-২৬৪।

Contents

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার জায়নামাযটি নিয়ে এস! আমি বললাম, 'আমিতো ঋতুবতী'। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তোমার হায়েজ তো তোমার হাতে নয়।'[২২]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مجتازا. رواه سعيد بن منصور.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "আমরা জানাবত অবস্থায় মসজিদ অতিক্রম করে যেতাম"।[২৩]

মাসআলা- ২৬: প্রস্রাব পায়খানার হাজত সারার জন্য পর্দা করা জরুরী।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ. (رواه الترمذى وأبوداؤد والدارمى) . (صحيح)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন প্রয়োজন সারার জন্য বসতেন, তখন জমির নিকটে গিয়ে কাপড় উঠাতেন"।[২৪]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হাজত সারার ইচ্ছা করতেন তখন বসতি থেকে অনেক দূরে যেতেন যেন কেউ না দেখে।[২৫]

মাসআলা- ২৭: প্রস্রাব থেকে অসতর্কতা কবরে আযাবের কারণ হয়ে থাকে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ فَاسْتَنْزِهُوْا من البول. رواه البزار والطبراني والحاكم والدارقطني. (صحيح)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রস্রাবের কারণেই বেশীর ভাগ কবরে আযাব হবে, সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকো।"[২৬]

মাসআলা- ২৮: ডান হাত দ্বারা শৌচ করা নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ. (رواه مسلم)

---

[২২] মুসলিম ২৯৮, তিরমিযী ১২৪, নাসায়ী ২৭১, ২৮৪, আবূ দাউদ ২৬১, ইবনু মাজাহ ৬৩২, আহমাদ ২৩৬৬৪, ২৪১৭৪, ২৪২২৬, ২৪২৭৩, ২৪২৮৬, ২৪৩১১, ২৪৮৭৬, ২৪৯৩২, ২৫২৬৮, ২৫৩৮৮, ২৫৫৫৩, দারেমী ৭৭১, ১০৬৫, ১০৭১

[২৩] সাঈদ ইবনে মনছুর, মুনতাকাল আখবার ঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৩৯১।

[২৪] তিরমিযী- ১৪; আবূ দাউদ ১৪, সহীহু সুনানিত তিরমিজীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-১৩।

[২৫] আহমাদ, আবূ দাউদ- ২, ইবনু মাজাহ ৩৩৫, দারেমী ১৭, সহীহু সুনানি আবীদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ২।

[২৬] বাযযার, তাবরানী, সহীহুত্ তারগীব ওয়াত তারহীব- শাযখ আলবানী, প্রথম খণ্ড, হাঃ- ১৫২।

আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পেশাব করার সময় কেউ ডান হাত দিয়ে স্বীয় মূত্রাঙ্গ স্পর্শ করবে না এবং ডান হাত দ্বারা শৌচও করবেনা, আর (কোন কিছু পান করার সময়) পাত্রে শ্বাস নিবেনা।[২৭]

মাসআলা-২৯: শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ . متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন এই দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনালখুবুছি ওয়াল খাবায়িছি" হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"[২৮]

মাসআলা- ৩০: শৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় غفرانك (গোফরানাকা) বলা সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

(رواه أحمد وأبوداؤد والنسائی والترمذی وابن ماجه) . (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন বলতেন, "গোফরানাকা" হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[২৯]

الوضوء والتيمم

ওযু ও তায়াম্মুমের মাসায়েল

মাসআলা- ৩১: ওযু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়া জরুরী।

عن سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

رواه الترمذی وابن ماجة) (حسن)

---

[২৭] বুখারী ১৫৩, ১৫৪, ৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭, তিরমিযী ১৫, ১৮৮৯, নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, আবূ দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯২৭, ২২০১৬, ২২০২৮, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, ২২১৪৯, দারেমী ৬৭৩

[২৮] বুখারী ১৪২, মুসলিম ৩৭৫, নাসায়ী ১৯, আবূ দাউদ ৪, ইবনু মাজাহ ২৯৬, দারেমী ৬৬৯, আল লু'লুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-২১১,

[২৯] আবূ দাউদ ৩০, ইবনু মাজাহ ৩০০, তিরমিযী ৭, আহমাদ ২৪৬৯৪, দারেমী ৬৮০, সহীহু সুনানি আবীদাউদঃ প্রথম খণ্ড, নং-২৩, মেশকাত , নং-৩৩২।

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়েনি তার ওযু হবে না।"[৩০]

মাসআলা- ৩২: ওযুর পূর্বে নিয়তের প্রচলিত শব্দ (نويت أن أتوضا) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ৩৩: ওযুর মসনূন তরীকা নিম্নরূপ।

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَـرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَـدَهُ الْيُمْـنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُـمَّ غَـسَلَ رِجْلَـهُ الْيُمْـنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْـتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّـأَ نَحْـوَ وُضُوئِيْ هَذَا. (متفق عليه)

হুমরান বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ওযুর জন্য পানি নিলেন এবং প্রথমে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত তিন বার ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন। এরপর নাকে পানি দিলেন এবং ভাল মতে পরিস্কার করলেন। তারপর তিনবার মুখ ধৌত করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত ধৌত করলেন। তারপর মাথা মাসাহ্ করলেন। তারপর টাখনু তথা ছোট গিরাসহ প্রথমে ডান পরে বাম পা তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এভাবেই ওযু করতে দেখেছি।[৩১]

মাসআলা- ৩৪: ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক থেকে তিনবার পর্যন্ত ধোয়া জায়েয। এর চেয়ে বেশী ধুইলে গুনাহ হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. (رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبودؤد والنسائى والترمذى وابن ماجة)

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করার সময় ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক একবার ধৌত করেছিলেন।[৩২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. (رواه أحمد والبخارى)

---

[৩০] তিরমিযী ২৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৮, সহীহু সুনানিত তিরমিজী, প্রথম খণ্ড, হাঃ-২৪,

[৩১] বুখারী ১৬৪, মুসলিম ২২৬, ২২৯ নাসায়ী ৮৪, ৮৫, আবূ দাউদ ১০৬, ১০৮, ইবনু মাজাহ ২৮৫, আহমাদ ৪০৮, দারেমী ৬৯৩

[৩২] বুখারী ১৫৭, তিরমিযী ৩৬, ৪২, আবূ দাউদ ১৩৭, ১৩৮, নাসাঈ ৮০, ১০১, ১০২, ইবনু মাজাহ ৪০৩, ৪১১, ৪৩৯, আহমাদ ১৮৯২, ২০৭৩, দারেমী ৬৯৬, ৬৯৭

Contents

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দু' দু'বার ধৌত করেছেন।[৩৩]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوْءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ. (رواه أحمد والنسائى و ابو داؤد وابن ماجة)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ওযুর নিয়ম জানতে চাইল। তখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে তিন তিন বার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ে ওযু করে দেখালেন। তারপর বললেন, এই হল ওযু। যে ব্যক্তি এর চেয়ে অতিরিক্ত করবে সে অনিয়ম, সীমালংঘন ও অন্যায় করবে।[৩৪]

মাসআলা- ৩৫: সওম না হলে ওযু করার সময় ভালভাবে নাকে পানি পৌঁছাতে হবে।

মাসআলা- ৩৬: উভয় হাত ও উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং দাঁড়িতে খেলাল করা সুন্নাত।

عن لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَسْبِغْ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا. (رواه أبوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة). (صحيح)

লাকীত্ব ইবনে সাবেরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ভালভাবে ওযু কর, হাত পায়ের আঙ্গুল সমূহে খেলাল কর। আর যদি সওম না হয় তাহলে ভালভাবে নাকে পানি পৌঁছাও।"[৩৫]

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوْءِ. رواه الترمذى (صحيح)

উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করার সময় দাঁড়ি মোবারকে খেলাল করতেন।"[৩৬]

---

[৩৩] আহমাদ ১৫৯৯৬, ১৬০০৩, ১৬০১৭, বুখারী ১৫৮, দারেমী ৬৯৪ মিশকাত ৩৮৩

[৩৪] আহমাদ ৬৬৪৬, নাসাঈ ১৪০, ইবনু মাজাহ ৪২২, আবূ দাউদ ১৩৫, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৩৩৯, মেশকাত নং- ৩৮৩।

[৩৫] আবূ দাউদ ১৪২, ২৩৬৬, তিরমিযী ৩৭, ৭৮৮, নাসাঈ ৮৭, ইবনু মাজাহ ৪০৭, ৪৪৮ আহমাদ ১৫৯৪৫, ১৫৯৪৬, দারেমী ৭০৫, সহীহু সুনানি আবিদাউদপ্রথম খণ্ড, হাঃ-১২৯।

[৩৬] তিরমিযী ২৯, ইবনু মাজাহ ৪২৯, সহীহু সুনানিত তিরমিযী, প্রথম খণ্ড, হাঃ-২৮, ইবনে খুযায়মা।

মাসআলা- ৩৭: শুধু চতুর্থাংশ মাথা মাসাহ্ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ৩৮: গর্দান মাসাহ্ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ৩৯: মাথা মাসাহ্ এর মাসনূন তরীকা এইঃ

عن عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ: مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ. (رواه البخارى)

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ওযুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'হাত দিয়ে মাথা মাসাহ্ করলেন, উভয় হাত অগ্র-পশ্চাত টেনে। শুরু করলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে এবং নিয়ে গেলেন ঘাড় পর্যন্ত। তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে আনলেন।"[৩৭]

মাসআলা- ৪০: মাথার সাথে কানের মসেই করা জরুরী।

মাসআলা- ৪১: কানের মাসাহ্ এর মসনুন তরীকা এইঃ

عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ. رواه النسائي. حسن

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ওযুর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা মাসাহ্ করলেন এবং শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে কানের ভিতর ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাহির মাসাহ্ করলেন।"[৩৮]

মাসআলা- ৪২: ওযুর অঙ্গগুলোর মধ্যে কোন অংশ যেন শুকনো না থাকা।

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ قال: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وفى قَدَمِهِ مِثْلَ الظُّفُر لم يصيبه الماء فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ. (رواه أبوداؤد والنسائى)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে ওযু করার সময় তাঁর পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা রয়ে গেছে। তখন তাকে বললেন, যাও পুনরায় ওযু করে আস।[৩৯]

মাসআলা- ৪৩: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করার উৎসাহ প্রদান করেছেন।

---

[৩৭] বুখারী ১৮৫, মুসলিম ২৩৫, তিরমিযী ৩২, নাসায়ী ৯৭, ৯৮, আবু দাউদ ১১৮, ইবনু মাজাহ ৪৩৪, আহমাদ ১৫৯৯৬, ১৬০০৩, মুওয়াত্তা মালেক ৩২, দারেমী ৬৯৪

[৩৮] নাসায়ী ১০২ 'হাসান', ইবনু মাজাহ ৪৩৯, তিরমিযী ৩৬; সহীহু সুনান আন-নাসায়ী- ১ম খণ্ড, হাঃ ৯৯, সহীহু সুনান আল নাসাঈ, প্রথম খণ্ড, হাদীস ন- ৯৯।

[৩৯] আবূ দাউদ ১৭৩, আহমাদ ১২০৭৮, সহীহু সুনানি আবি দাউদ- ১ম খণ্ড, হাঃ ১৫৮, সহীহু নুনানি আবি দাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-১৫৮।

মাসআলা- ৪৪: মিসওয়াকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ. (أخرجه مالك وأحمد والنسائى وصححه إبن خزيمة) . (صحيح)

আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টের কারণ না হত তাহলে আমি প্রত্যেক সলাতের সাথে মিওয়াকের আদেশ দিতাম।"[৪০]

মাসআলা- ৪৫: ওযুর সাথে পরিহিত জুতা, মোজা এবং জেওরাবের উপর মাসাহ্ করা জায়েজ।

মাসআলা-৪৬: মাসাহ্ এর সময় মুকীমের জন্য একদিন এক রাত, আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত।

মাসআলা- ৪৭: জুনুবী তথা শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে মাসাহ্ এর সময় শেষ হয়ে যায়।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ:تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. (رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد وابن ماجة) . (صحيح)

মুগীরা ইবনে শোবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আনাস বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করার সময় মৌজা এবং জুতায় মাসাহ্ করেছিলেন।"[৪১]

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. (رواه الترمذى والنسائى) (حسن)

ছফওয়ান ইবনে আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা সফরে থাকতাম তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তিনদিন তিন রাত মৌজা পরিধান করে রাখার আদেশ দিতেন। পায়খানা প্রস্রাব বা তন্দ্রায় এই হুকুমে পরিবর্তন হত না। তবে জনাবত তথা স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি কোন কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে তখন মৌজা খুলে ফেলার আদেশ দিতেন।[৪২]

---

[৪০] বুখারী ৮৮৭, মুসলিম ২৫২, তিরমিযী ২২, আবূ দাউদ ৪৬, ইবনু মাজাহ ২৮৭, মালিক ১৪৮, আহমাদ ৭৭৯৪, নাসায়ী ৭, দারেমী ৬৮৩, ইবনু খুযাইমাহ; সহীহ সুনান আন-নাসায়ী- ১ম খণ্ড, হাঃ ৭, সহীহ সুনান আন্ নাসায়ীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৭।

[৪১] বুখারী ১৮২, ২০৩, ২০৬, আহমাদ ১৭৭৪১, তিরমিযী ৯৮, ৯৯, আবূ দাউদ ১৫৯, নাসায়ী ৮২, ১০৯, ইবনু মাজাহ ৫৫৯, মুওয়াত্তা মালেক ৮৩, দারেমী ৭১২, ১৩৩৫, সহীহ সুনান আন্ নাসায়ীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ১২১, মেশকাত-৪৮৮।

[৪২] তিরমিযী ৯৬, ৩৫৩৫, নাসায়ী ১২৬, ইবনু মাজাহ ৪৭৮, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৮৩, মেশকাত-৪৮৫।

عن علي بن أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً، يعني في الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. رواه مسلم)

আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাতের অনুমতি দিয়েছিলেন, আর মুকীমের জন্য এক রাতের অনুমতি দিলেন।[৪৩]

মাসআলা- ৪৮: এক ওযু দ্বারা কয়েক সলাত পড়া যায়।

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ.

বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিবসে এক ওযু দ্বারা কয়েক সলাত পড়েছেন।[৪৪]

মাসআলা- ৪৯: পানি পাওয়া না গেলে ওযুর বদলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা চাই।

মাসআলা- ৫০: ওযু বা গোসল অথবা একসাথে উভয়ের জন্য একবার তায়াম্মুম যথেষ্ট।

মাসআলা- ৫১: স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা ফরয।

মাসআলা- ৫২: তায়াম্মুমের মসনুন তরীকা এইঃ

عَنْ عَمَّارٍ ياسر ﷺ قال بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الاَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. (متفق عليه و اللفظ لمسلم)

আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন, তথায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আমি পানি পাচ্ছিলাম না। তখন আমি গোসলের জন্য তায়াম্মুমের নিয়তে চতুস্পাদ জন্তুর মত কয়েকবার এদিক সেদিক মাটিতে গড়াগড়ি করলাম। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ঘটনা বললাম, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে যেত যে, পবিত্র মাটিতে একবার হাত মারিয়া উভয় হাত এবং মুখমণ্ডলকে মাসাহ্ করে ফেলতে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করে দেখালেন।[৪৫]

---

[৪৩] মুসলিম ২৭৬, নাসায়ী ১২৮, ১২৯, ইবনু মাজাহ ৫৫২, আহমাদ ৭৮২, ৯০৮, ১২৮০, দারেমী ৭১৪, মুসলিম , ২/৪৮, হাঃ-৫৩০।

[৪৪] মুসলিম ২৭৭, তিরমিযী ৬১, নাসায়ী ১৩৩, আবূ দাউদ ১৭২, ইবনু মাজাহ ৫১০, আহমাদ ২২৪৫৭, ২২৪৬৪, দারেমী ৬৫৯

[৪৫] বুখারী ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, মুসলিম ৩৬৮, তিরমিযী ১৪৪, নাসায়ী ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ইবনু মাজাহ ৫৬৫, ৫৬৬, আহমাদ ১৭৮৬৪, ১৭৮৬৫, দারেমী ৭৪৫

মাসআলা- ৫৩: ওযুর শেষে নিম্নলিখিত দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن عُمَرَ بن الخطاب ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. (رواه أحمد ومسلم وأبوداؤد والترمذى) صحيح

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযু করে এই দোয়া পড়বে, "আশ্‌হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু" (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তার কোন শরীক নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।) সে ব্যক্তির জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খোলা থাকবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা হয় প্রবেশ করতে পারবে।[৪৬]

মাসআলা- ৫৪: ওযুর বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করা বা কালিমা শাহাদাত পাঠ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৫৫: ওযু করার পর অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বা বেহুদা কার্যাদি থেকে বিরত থাকা চাই।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِيْ صَلَاةٍ. (رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى والدارمى) (صحيح)

কা'আব ইবনে উজরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ওযু করে মসজিদের দিকে যাত্রা করবে, তখন রাস্তায় আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়ে চলবেনা। কারণ ওযুর পর সে সলাতরত অবস্থায় থাকে।[৪৭]

মাসআলা- ৫৬: হেলান দেয়া ছাড়া অন্য অবস্থায় ঘুম আসলে তাতে ওযু বা তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّئُوْنَ. (رواه أبوداؤد وصححه الدارى) (صحيح)

---

[৪৬] আহমাদ ১৬৯১২, ১৬৯৪২, ১৬৯৯৫, মুসলিম ২৩৪, আবূ দাউদ ১৬৯, ৯০৬, তিরমিযী ৫৫, নাসায়ী ১৪৮, ১৫১, ইবনু মাজাহ ৪৭০, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৪৮।

[৪৭] আহমাদ ১৭৬৩৭, ১৭৬৪৬, তিরমিযী ৩৮৬, ইবনু মাজাহ ৯৭৬, আবূ দাউদ ৫৬২, দারিমী ১৪০৪, ১৪০৬, সহীহু সুনানি আবিদাউদ , প্রথম খণ্ড, হাঃ-৫২৬। মেশকাত নং- ৯২৯।

আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এশার সলাতের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাঁদের ঘুম চলে আসত। তখন তারা দ্বিতীয়বার ওযু করা ব্যতীত সলাত পড়ে ফেলতেন।[৪৮]

মাসআলা-৫৭: মজি বের হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحْيِيْ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. (رواه مسلم)

আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমার বেশী বেশী মজি বের হত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে আমার লজ্জা হত কেননা, তাঁর কন্যা আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তাই আমি মেকদাদকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে এবং ওযু করবে।"[৪৯]

মাসআলা- ৫৮: বাতকর্ম হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا وُضُوْءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ. (رواه الترمذى) (صَحِيْحٌ)

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যতক্ষণ শব্দ হবে না বা গন্ধ হবে না ততক্ষণ ওযু করতে হয় না।[৫০]

মাসআলা- ৫৯: কাপড়ের আড়াল ব্যতীত পুরুষাঙ্গে হাত লাগালে ওযু ভেঙ্গে যায়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُوْنَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ. (رواه أحمد) (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাপড়ের আড়াল ব্যতীত স্বীয় পুরুষাঙ্গে হাত লাগাবে তার জন্য ওযু ওয়াজিব।"[৫১]

---

[৪৮] মুসলিম ৩৭৬, তিরমিযী ৭৮, আবূ দাউদ ২০০, আহমাদ ১৩৫২৯, সহীহু সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খণ্ড, হাঃ-১৮৩, মেশতাত নং-২৯৪।

[৪৯] বুখারী ১৩২, ১৭৮, ২৬৯, মুসলিম ৩০৩, তিরমিযী ১১৪, নাসায়ী ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, আবূ দাউদ ২০৬, ২০৭, ইবনু মাজাহ ৫০৪, ৫০৫, আহমাদ ৬০৭, ৬১৯, মুওয়াত্তা মালেক ৮৬, মুখতাছারু মুসলিম আলবানীঃ হাঃ- ১৪৪, মেশকাত নং-২৮২।

[৫০] মুসলিম ৩৬২, আবূ দাউদ ১৭৭, ইবনু মাজাহ ৫১৫, তিরমিযী ৭৪, আহমাদ ৭০৫৭, দারেমী ৭২১, সহীহু সুনানিত তিরমিযী ঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৬৪, মেশকাত নং-২৮৯।

[৫১] আহমাদ ৮১৯৯, নায়লুল আউতারঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-২৫৫।

Contents

মাসআলা- ৬০: শুধু সন্দেহের কারণে ওযু ভাঙ্গে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. (رواه مسلم)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ পেটে কোন অসুবিধা বোধকরে বা বাতাস বের হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে যতক্ষণ দুর্গন্ধ না পাবে বা কোন শব্দ না শুনবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওযুর জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না।"[৫২]

মাসআলা- ৬১: আগুন তাপে প্রস্তুতকৃত খাদ্যা আহার করলে ওযু যাবে না। তবে উটের গোস্ত খাওয়ার পর ওযু করা উত্তম।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺأَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ قَالَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ. (رواه أحمد ومسلم)

জাবের ইবনে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ছাগলের গোস্ত খেলে আমাদেরকে ওযু করতে হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, করতেও পার এবং নাও করতে পার। তারপর জিজ্ঞেস করল, তাহলে উটের গোস্ত খেলে কি ওযু করতে হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, উটের গোস্ত খেয়ে ওযু কর।[৫৩]

মাসআলা- ৬২: কোন মুক্তাদীর ওযু ভেঙ্গে গেলে তাকে নাকে হাত দিয়ে মসজিদ থেকে বের হতে হবে এবং নতুনভাবে ওযু করে নামজ পড়তে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ. (رواه أبوداؤد) (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি সলাতাবস্থায় তোমাদের কারো ওযু চলে যায় তাহলে তাকে নাকে হাত দিয়ে বের হতে হবে এবং নতুন ওযু করে আসতে হবে"।[৫৪]

---

[৫২] মুসলিম ৩৬২, তিরমিযী ৭৫, আবূ দাউদ ১৭৭, আহমাদ ৮১৬৯, দারেমী ৭২১, মুখতাছারু মুসলিম-আলবানীঃ হাঃ-১৫০, মেশকাত নং-২৮৫।

[৫৩] আহমাদ ২০২৮৭, ইবনু মাজাহ ৪৯৫, মুসলিম ৩৬০, মুখতাছারু মুসলিম- আলবানীঃ হাঃ-১৪৬, মেশকাত নং- ২৮৪।

[৫৪] আবূ দাউদ ১১১৪, ইবনু মাজাহ ১২২২, সহীহু সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খণ্ড, হাঃ-৯৮৫।

বিঃদ্রঃ যে সকল কারণে ওযু ভেঙ্গে যায়, সেগুলো দ্বারা তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যায়। এছাড়া পানি পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহার করার শক্তি হলেও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

মাসআলা- ৬৩: ওযুর পর দু' রাক'য়াত নফল সলাত আদায় করা মুস্তাহাব।

মাসআলা- ৬৪: তাহিয়্যাতুল ওযু বেহেশতে প্রবেশকারী আমল। হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ৪৯৯ দেখুন।

السـتر

সতরের মাসায়েল

মাসআলা- ৬৫: শুধু একটি কাপড় দ্বারা ও সলাত পড়তে পারবে। তবে কাঁধ ঢাকা থাকা আবশ্যক।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ এক কাপড়ে সলাত পড়বে না, যদি কাঁধ ঢাকা না থাকে।"[৫৫]

মাসআলা- ৬৬: সলাতে মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ।

মাসআলা- ৬৭: সলাতাবস্থায় দু কোণ খোলা রেখে কাঁধের উপর দিয়ে চাদর ঝুলানো নিষেধ। এইটাকে আরবীতে 'সদল' বলা হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رواه أبوداؤد. والترمذى. (حسن)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাতে 'সদল' করা এবং মুখ ঢেকে রাখা থেকে নিষেধ করেছেন।[৫৬]

মাসআলা- ৬৮: পায়জামা, সালোয়ার, কুরতা, লুঙ্গী ইত্যাদি গোড়ালির নীচে যাওয়া নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ. رواه البخارى.

---

[৫৫] বুখারী ৩৫৯, মুসলিম ৫১৬, নাসায়ী ৭৬৯, আবূ দাউদ ৬২৬, আহমাদ ৭২৬৫, ৭৪১৬, দারেমী ১৩৭১

[৫৬] আবূ দাউদ ৬৪৩, তিরমিযী ৩৭৮, আহমাদ ৭৮৭৫, দারেমী ১৩৭৯, সহীহু সুনানি আবিদাউদ, ১ম খণ্ড, হাঃ-৫৯৭, মেশকাত ২/৩১৭, হাঃ-৭০৮।

Contents

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লুঙ্গীর যে অংশ গোড়ালীর নীচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে।"[৫৭]

মাসআলা- ৬৯: মাথায় চাদর বা মোটা উড়না না রাখলে মহিলাদের সলাত হয় না।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.رواه أبوداؤد والترمذي (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যুবতী বা প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার সলাত উড়না ব্যতীত হবে না।"[৫৮]

مساجد وموضع الصلاة

মসজিদ এবং সলাতের স্থানসমূহের মাসায়েল

মাসআলা- ৭০: যে ব্যক্তি মসজিদ বানায় তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে ঘর তৈরী করে রাখেন।

عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ بَنَي لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.متفق عليه

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ বানাবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করে রাখবেন।"[৫৯]

মাসআলা- ৭১: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমজিদ প্রতিষ্ঠা করা, তাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধীময় রাখার জন্য জোর ব্যক্ত করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رواه أحمد وأبوداؤد.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জায়গায় জায়গায় মসজিদ তৈরী করা এবং তাকে পরিস্কার ও সুগন্ধিময় রাখার আদেশ দিয়েছেন।[৬০]

---

[৫৭] বুখারী ৫৭৮৭, নাসায়ী ৫৩৩০, ৫৩৩১, আহমাদ ৭৪১৭, ৭০৬৪

[৫৮] আবূ দাউদ ৬৪১, তিরমিযী ৩৭৭, আহমাদ ২৪৬৪১, ২৫৩০৫, ইবনু মাজাহ ৬৫৪, ৬৫৫, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৫৯৬।

[৫৯] বুখারী ৪৫০, মুসলিম ৫৩৩, তিরমিযী ৩১৮, ইবনু মাজাহ ৭৩৬, আহমাদ ৪৩৬, ৫০৮, দারেমী ১৩৯২,

Contents

মাসআলা- ৭২: মসজিদ তৈরীর সময় তাকে বিভিন্ন রংয়ের নকশা ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা অপছন্দনীয় কাজ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ. رواه أبوداؤد. (صحيح)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "আমাকে রঙ - বেরঙের নকশা দিয়ে মসজিদ সজ্জিত করার আদেশ দেয়া হয়নি।"[৬১]

মাসআলা- ৭৩: বিভিন্ন রকমের কারুকার্যকৃত এবং নকশাযুক্ত জায়সলাতে সলাত পড়া ভাল নয়।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هَذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِيْ جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا عَنْ صَلَاتِيْ. رواه البخارى.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা একটি নকশাকৃত চাদরে সলাত পড়েন। সলাতের মধ্যে নকশার দিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দৃষ্টি পড়ল। সলাত শেষ হওয়ার পর খাদেমকে ডেকে বললেন, এই চাদরটি আবু জাহামের কাছে নিয়ে যাও এবং তার কাছে যে সাধারণ চাদরটি আছে তা নিয়ে আস। কেননা, এ চাদরটি আমাকে সলাত থেকে ফিরিয়ে রেখেছে।[৬২]

মাসআলা- ৭৪: মসজিদকে পরিস্কার রাখা এবং ঠিকমত দেখা-শুনা করা সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ. رواه مسلم.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মসজিদে সামনের দেয়ালে থুথু অথবা শিকনি দেখলেন, তখন তিনি তা ঘষে পরিস্কার করে দিলেন।[৬৩]

মাসআলা- ৭৫: আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মসজিদ এবং সর্বনিকৃষ্ট স্থান বাজার।

---

[৬০] তিরমিযী ৫৯৪, আবূ দাউদ ৪৫৫, ইবনু মাজাহ ৭৫৯, ৭৫৮, আহমাদ ২৫৮৫৪, সহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ১ম খণ্ড, হাঃ - ৪৩৬।

[৬১] আবূ দাউদ ৪৪৮, ইবনু মাজাহ ৭৪০, সহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৪৩১।

[৬২] বুখারী ৩৭৩, মুসলিম ৫৫৬, নাসায়ী ৭৭১, আবূ দাউদ ৯১৪, আহমাদ ২৩৫৬৭, ২৬৭০, মুওয়াত্তা মালেক ২২০

[৬৩] বুখারী ৪০৭, মুসলিম ৪৫৯, ইবনু মাজাহ ৭৬৪, আহমাদ ২৪৬৩০, ২৫৪০৬, মুওয়াত্তা মালেক ৪৫৭

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.رواه مسلم

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হচ্ছে মসজিদ আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হচ্ছে বাজার।"[৬৪]

মাসআলা- ৭৬: মসজিদে আসার পূর্বে কাঁচা রসুন অথবা পিঁয়াজ খাওয়া উচিত নয়।

عن جَابِرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ. متفق عليه.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, "কেউ রসুন এবং পিঁয়াজ খেলে আমাদের থেকে যেন দূরে থাকে অথবা সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে কিংবা বাড়ীতে অবস্থান করে।"[৬৫]

মাসআলা- ৭৭: মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু' রাক'য়াত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা মুস্তাহাব। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৫০০ দেখুন।

মাসআলা- ৭৮: মসজিদে ব্যবসাভিত্তিক বা অন্যান্য দুনিয়াবী আলাপ আলোচনা নিষিদ্ধ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا (لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ) وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا (لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ)

. رواه الترمذى والدارى. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে মসজিদে কেনাকাটা করতে দেখবা তখন বল, 'আল্লাহ তা'আলা তোমার ব্যবসাকে লাভবান না করুন'। আর যখন কাউকে কোন হারানো বস্তুর কথা মসজিদে ঘোষণা করতে শুনবা তখন বল, 'আল্লাহ তোমার বস্তু ফিরিয়ে না দিন।"[৬৬]

মাসআলা- ৭৯: সমগ্র ভূমি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মসজিদ স্বরূপ।

عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ صَلَّى حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ. متفق عليه.

---

[৬৪] মুসলিম ৬৭১

[৬৫] বুখারী ঃ ১/৩৬৪, হাঃ- ৮০৬।

[৬৬] বুখারী ৮৫৪, মুসলিম ৫৬৪, তিরমিযী ১৮০৬, নাসায়ী ৭০৭, ১৮০৬, আবূ দাউদ ৩৮২২, আহমাদ ১৪৫৯৬, ১৪৬৫১, ১৪৮৭৫, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ ২য় খণ্ড, হাঃ-১০৬৬।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার জন্য মাটিকে পবিত্র এবং মসজিদ বানানো হয়েছে। সুতরাং যেখানেই ওয়াক্ত হবে সলাত আদায় করে নিও।"[৬৭]

মাসআলা- ৮০: মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা মসজিদে নববীতে সলাত পড়া হাজার গুণ উত্তম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার মসজিদে সলাতের সাওয়াব মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী।"[৬৮]

মাসআলা- ৮১: মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববীতে সলাত আদায় করার সাওয়াব অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা অনেক বেশী।

মাসআলা- ৮২: জিয়ারত করা বা বেশী পরিমাণে সলাতের সাওয়াব অর্জন উদ্দেশ্যে মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা জায়েয নেই।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الاَقْصَى وَمَسْجِدِيْ هَذَا. متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তিনটি মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় সফর করিও না।"[৬৯]

মাসআলা- ৮৩: মসজিদে কুবায় সলাত পড়ার সাওয়াব 'উমারার সমান।

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُظَيْرِ الاَنْصَارِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ. رواه ابن ماجة. (صحيح)

উসাইদ ইবনে হুযাইর আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মসজিদে কুবায় সলাত পড়ার সাওয়াব 'উমারার সমান।"[৭০]

---

[৬৭] বুখারী ৩৩৫, ৪৩৮, মুসলিম ৫২১, নাসায়ী ৪৩২, ৭৩৬, আহমাদ ১৩৮৫২, দারেমী ১৩৮৯

[৬৮] বুখারী ১১৯০, মুসলিম ১৩৯৪, তিরমিযী ৩২৫, নাসায়ী, ৬৯৪, ২৮৯৯, ইবনু মাজাহ ১৪০৪, আহমাদ ৭২১২, ৭৩৬৭, মুওয়াত্তা মালেক ৪৬১

[৬৯] বুখারী ১১৮৯, মুসলিম ৮২৭, নাসায়ী ৫৬৬, ৫৬৭, মাজাহ ১২৪৯, ১৪১০, আহমাদ ১০৬৩৯, ১০৯৫৫, দারেমী ১৭৫৩, আল্লু'লুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৮৮২।

মাসআলা- ৮৪: শৌচাগার এবং কবরস্থানে সলাত পড়া নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى والدارى . (صحيح)

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কবরস্থান এবং শৌচাগার ব্যতীত সকল জায়গা মসজিদ।"[৭১]

মাসআলা- ৮৫: উটের গোয়ালে সলাত পড়া নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانِ الْإِبِلِ. رواه الترمذى.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ছাগলের খোয়াড়ে সলাত পড়তে পার, কিন্তু উটের গোয়ালে সলাত পড়িও না।"[৭২]

মাসআলা- ৮৫/১: কবরস্থানে সলাত পড়া নিষেধ।

মাসআলা- ৮৬: কবরের দিকে মুখ দিয়ে সলাত পড়া নিষেধ।

মাসআলা- ৮৭: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ।

মাসআলা- ৮৮: মসজিদে কবর দেওয়া নিষেধ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا.متفق عليه.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুসজ্জায় বলেছেন, "ইহুদী খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, তারা স্বীয় নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।"[৭৩]

عَنْ أَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا. رواه مسلم.

আবু মারছাদ গণবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কবরের দিকে মুখ করে সলাত পড়িও না এবং কবরে (মাস্তান সেজে) বসিওনা।"[৭৪]

মাসআলা- ৮৯: মসজিদে প্রবেশ করা এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার মাসনূন দোয়া।

---

[৭০] তিরমিযী ৩২৪, ইবনু মাজাহ ১৪১১, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ প্রথম খণ্ড, হাঃ-১১৫৯।

[৭১] আহমাদ ১১৭৩৯, আবূ দাঊদ ৪৯২, তিরমিযী ৩১৭, দারেমী ১৩৯০, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৪৬৩।

[৭২] তিরমিযী ৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৭৬৮, দারেমী ১৩৯১, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-২৮৫।

[৭৩] বুখারী ১৩৩০, মুসলিম ৫৩১, ৫৩২, নাসায়ী ৭০৩, আহমাদ ১৮৮৭, ২৩৫৪০, দারেমী ১৪০৩

[৭৪] মুসলিম ৯৭২, তিরমিযী ১০৫০, নাসায়ী ৭৬০, আবূ দাউদ ৩২২৯, আহমাদ ১৬৭৬৪

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. رواه مسلم.

আবু হুমাইদ/আবু উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন এই দোয়া পড়বে "আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিক"। 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।" আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন এই দোয়া পড়বে।"আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্‌ আলুকা মিন্‌ ফাদলিকা"। "হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি।"[৭৫]

مواقيت الصلاة

সলাতের ওয়াক্তসমূহের মাসায়েল

মাসআলা- ৯০: ফরয সলাতসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে পড়া আবশ্যক।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَي أَصْحَابِهِ يَوْمًا فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَي؟ قَالَ: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ (قَالَهَا ثَلَاثًا) قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَايُصَلِّيْهَا أَحَدُكُمْ لِوَقْتِهَا إِلَّا أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا إِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ. رواه الطبراني (حسن)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা সাহাবায়ে কেরামের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? সাহাবীগণ (রাঃ) আরজ করলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ আমার ইজ্জত এবং মহত্বের শপথ! যে ব্যক্তি ওয়াক্ত মতে সলাত আদায় করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি গায়ের ওয়াক্তে সলাত পড়বে, তাকে আমার অনুগ্রহে ক্ষমাও করতে পারি, আবার ইচ্ছা হলে শাস্তিও দিতে পারি।"[৭৬]

---

[৭৫] মুসলিম ৭১৩, নাসায়ী ৭২৯, আবূ দাউদ ৪৬৫, ইবনু মাজাহ ৭৭২, আহমাদ ১৫৬২৭, ২৩০৯৬, দারেমী ১৩৯৪, ২৫৭৫, ২৬৯১

[৭৬] তাবারানী, মু'জামুল কাবীর ১০৫৫৫, সহীহুত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারহীবঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ ৩৯৮।

মাসআলা-৯১: যুহরের সলাতের প্রথম ওয়াক্ত যখন সূর্য ঢলে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হয়।

মাসআলা-৯২: আসরের সলাতের প্রথম ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমান হয়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়।

মাসআলা-৯৩: মাগরিবের সলাতের প্রথম ওয়াক্ত এবং শেষ ওয়াক্ত রোযা ইফতারের সময়।

মাসআলা- ৯৪: এশার সলাতের প্রথম ওয়াক্ত যখন আকাশ থেকে লালিমা সরে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন রাত্রির এক তৃতীয়াংশ চলে যায়।

মাসআলা- ৯৫: ফজরের প্রথম ওয়াক্ত যখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন সূর্য উদয়ের পূর্বে আলো বিকশিত হয়।

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَّنِيْ جِبْرَائِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلِهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِيْنَ حَرَمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظَلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَابَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. رواه أبوداؤد والترمذي . (صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে আমাকে দু'বার সলাত পড়িয়ে দেখিয়েছেন। প্রথম দিন যুহরের সলাত তখন পড়ালেন যখন সূর্য ঢলে গিয়ে ছায়া জুতার ফিতার সমান হয়েছিল। আসরের সলাত পড়ালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার বরাবর হয়েছিল। মাগরিবের সলাত রোযা ইফতারের সময়ে পড়ালেন। এশার সলাত তখন পড়ালেন যখন আকাশের লালিমা সরে গিয়েছিল। ফজরের সলাত তখন পড়ালেন যখন সওম পালনকারীর জন্য খানা-পিনা হারাম হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) পুনরায় যুহরের সলাত ঠিক তখনি পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হয়ে যায়। আর আসরের সলাত তখন পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে যায়। মাগরিবের সলাত ইফতারের সময় আর এশার সলাত রাতের তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর। ফজরের সলাত স্পষ্ট আলোতে। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)

আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! এই ওয়াক্ত হচ্ছে পূর্বেকার নবীগণের সলাতের ওয়াক্ত। আপনার সলাতের ওয়াক্ত এই দু' ওয়াক্তের মধ্যবর্তী ওয়াক্ত।"[৭৭]

বিঃদ্রঃ- কোন কোন সহীহ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আসরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত, মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত, এশার সলাতের শেষ ওয়াক্ত অর্ধ রাত পর্যন্ত আর ফজরের শেষ ওয়াক্ত সূর্যোদয় পর্যন্ত।

মাসআলা- ৯৬: নবী কারীম (ﷺ) প্রত্যেক সলাত প্রথম ওয়াক্তেই পড়তেন।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺقَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ. متفق عليه.

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নবী (ﷺ) এর সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, "নবী কারীম (ﷺ) যুহরের সলাত সূর্য ঢলার সাথে সাথে পড়তেন, আসরের সলাত সূর্য স্পষ্ট ও উজ্বল থাকাবস্থায়, আর মাগরিবের সলাত সূর্য ডুবে গেলে, এশার সলাত লোকজন বেশী হলে তাড়াতাড়ি আর লোকজন কম হলে বিলম্ব করে পড়তেন। আর ফজরের সলাত কিছুটা অন্ধকারে পড়তেন।[৭৮]

মাসআলা-৯৭: সকল সলাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। কিন্তু এশার সলাত বিলম্ব করে পড়া উত্তম।

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رضي الله عنها قالت قَالَتْ قَالَ سُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الاَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا. رواه الترمذي وأبوداؤد. (صحيح)

উম্মে ফারওয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সর্বোত্তম আমল হচ্ছে, সলাতকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নেয়া।[৭৯]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بالعشاء حَتَّى ذَهَبَتْ عَامَّةُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ (إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي) . رواه مسلم.

---

[৭৭] আবূ দাউদ ৩৯৩, আহমাদ ৩০৭১, ৩৩১২, তিরমিযী ১৪৯, সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৩৭৭।

[৭৮] বুখারী ৫৬৫, মুসলিম ৬৪৬, নাসায়ী ৫২৭, আবূ দাউদ ৩৯৭, আহমাদ ১৪৫৫১, দারেমী ১১৮৪, আল্লু'লুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৩৭৮।

[৭৯] তিরমিযী ১৭০, আবূ দাউদ ৪২৬, হাকিম, সহীহু সুনানি আবিদাউদ, ১ম খণ্ড, হাঃ-৪২৬।

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একরাত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার সলাত এত বিলম্ব করে পড়লেন যে, প্রায় অধিকাংশ রাত চলে গিয়েছিল। তারপর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে সলাত পড়ালেন। অতঃপর বললেন, "যদি আমার উম্মতের কষ্ট না হত তাহলে এই সময়কেই এশার সলাতের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিতাম।"[৮০]

মাসআলা- ৯৮: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় কোন সলাত পড়া বা কোন লাশ দাফন করা নিষেধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﷺقال ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ. رواه أحمد ومسلم وأبوداؤد والنسائي والترمذى وابن ماجة.

উকবা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তিন সময়ে সলাত পড়া এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা থেকে নিষেধ করেছেন। প্রথম যখন সূর্য উদয় হয়, তখন থেকে ভালভাবে উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় ঠিক মধ্যাহ্নে সময়। তৃতীয় যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন থেকে ভালভাবে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।[৮১]

মাসআলা- ৯৯: বায়তুল্লাহ শরীফে দিন রাতের যে কোন সময়ে তাওয়াফ করতে বা সলাত পড়তে কোন বাধা নেই।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. رواه الترمذى والنسائي وأبوداؤد. (صحيح)

জুবাইর ইবনে মুতইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুমানাফ গোত্রের লোকদিগকে আদেশ দিয়েছেন, যেন দিন রাতের কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা এবং তথায় সলাত পড়া থেকে বাধা না দেয়।[৮২]

মাসআলা- ১০০: জুমু'আহর দিন সূর্য ঢলার পূর্বেও পরে এবং সূর্য ঢলার সময় সকল ওয়াক্তে সলাত পড়া জায়েয।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ ﷺ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَي

---

[৮০] বুখারী ৫৬৬, মুসলিম ৬৩৮, নাসায়ী ৪৮২, ৫৩৫, আহমাদ ২৩৫৩৯, ২৪৬৪৬, ২৫১০২, দারেমী ১২১৩, ১২১৪

[৮১] বুখারী ৫৬৬, মুসলিম ৬৩৮, নাসায়ী ৪৮২, সহীহু তিরমিযী ঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৮২২।

[৮২] নাসায়ী ২৯২৪, আবূ দাউদ ১৮৯৪, ইবনু মাজাহ ১২৫৪, আহমাদ ১৬৩০১, ১৬৩২৮, দারেমী ১৯২৬, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযী, ১ম খণ্ড, হাঃ-৬৮৮।

أَنْ أَقُوْلَ إِنْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ ﷺ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَي أَنْ أَقُوْلَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ. رواه الدارقطني (حسن)

আবদুল্লাহ ইবনে সায়দান সালামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খুতবায় উপস্থিত হয়েছি, তাঁর খুতবা এবং সলাত মধ্যাহ্নের পূর্বে হত। পরে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খুতবায় উপস্থিত হয়েছি। তার খুতবায় এবং সলাত ঠিক মধ্যাহ্ন হত। পরে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খুতবায় ও উপস্থিত হয়েছি, তাঁর খুতবা এবং সলাত সূর্য ঢলার সময় হত। আমি কোন সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এদের কারো উপর কোন রকম অভিযোগ করতে দেখিনি।[৮৩]

عَنْ جَابِرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيْحُهَا حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ يَعْنِي النَّوَاضِحَ. رواه أحمد ومسلم والنسائى. (صحيح)

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে জুমু'আহর সলাত পড়াতেন। তারপর আমরা স্বীয় উট দেখতে যেতাম এবং উট ছেড়ে দিতাম। তখনও সূর্য ঢলার সময় হত।"[৮৪]

الأذان والإقامة

আযান ও একামতের মাসায়েল

মাসআলা- ১০১: আযানের পূর্বে দরূদ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

মাসআলা- ১০২: আযানের শব্দগুলো দু' দু'বার বললে একামতেও দু' দু'বার বলা সুন্নাত।

মাসআলা- ১০৩: আযানের শব্দগুলো একবার বললে একামতের শব্দগুলোও একবার বলা সুন্নাত।

মাসআলা- ১০৪: আযানের শব্দগুলো একবার বললে একামতের শব্দগুলো দু'বার বলা সুন্নাতের বরখেলাফ।

عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ﷺ قَالَ أَلْقَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّأْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ، أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ

[৮৩] দারাকুতনীঃ ২/১৭।

[৮৪] আহমাদ ১৪১৩৪, মুসলিম ৮৫৮, নাসায়ী ১৩৯০, সহীহু সুনানি নাসাঈঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ১৩১৭।

Contents

أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رواه أبوداؤد. (صحيح)

আবু মাহযুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই আমাকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন বলেছেন, হে আবু মাহযুরা! বল"আল্লাহু আকবর" চারবার, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দু'বার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দু'বার, 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' দু'বার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দু'বার, 'আল্লাহু আকবর ' দু'বার, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার।[৮৫]

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত শব্দসমূহ দু' দু' বারের আযানের যা সম্পূর্ণ মিলে ১৯টি বাক্য হয়। একবারের আযানে 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ' দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করা হয় না। তাই একবারের আযানের শব্দ হয় ১৫।

عَنْ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى والدارى وابن ماجة. (صحيح)

আবু মাহযুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন। তাতে ঊনিশ শব্দ ছিল। আর একামত শিক্ষা দিয়েছেন তথায় সতরটি শব্দ ছিল।[৮৬]

বিঃদ্রঃ- দু' দু' বার আযানের সাথে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' দু' বার একামত শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে রয়েছে ১৫টি বাক্য। যথা- 'আল্লাহু আকবর' চার বার, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ' দু' বার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দু'বার, 'হাইয়া আলাস্ সালাহ' দু'বার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দু'বার, 'ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাহ' দু'বার, 'আল্লাহু আকবর' দু'বার, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. رواه أبو داؤد والنسائى والدارى. (حسن)

---

[৮৫] মুসলিম ৩৭৯, আবূ দাউদ ৫০৩, তিরমিযী ১৯১, ১৯২, নাসায়ী ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩৩, ইবনু মাজাহ ৭০৮, ৭০৯, আহমাদ ১৪৯৫৫, ২৬৭০৮, দারেমী ১১৯৬, মেশকাত বাংলা, ঃ ২/২৫১, হাঃ-৫৯১, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাদীসন নং- ৪৭৫।

[৮৬] মুসলিম ৩৭৯, আহমাদ ২৬৭০৮, তিরমিযী ১৯১, ১৯২, আবূ দাউদ ৫০০, ৫০২, ৫০৩, নাসায়ী, দারিমী ১১৯৬, ইবনু মাজাহ ৭০৮, ৭০৯, সহীহু সুনানি আবি দাউদ, প্রথম খণ্ড, হাঃ-৪৭৪, মেশকাত নং-৫৯৩।

ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামানায় আযান দু' দু' বার এবং একামত এক এক বার ছিল। কিন্তু 'ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাহ' কে মুয়াজ্জিন দু' বার বলতেন।[৮৭]

বিঃদ্রঃ এক একবার একামতের বাক্যগুলোর সংখ্যা হচ্ছে ১১। যথাঃ 'আল্লাহ আকবর' দু'বার, 'আশহাদু আল্লাইলাহা ' একবার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' একবার, 'হাইয়া আলাস্ সালাহ' একবার 'হাইয়া আলাল ফালাহ' একবার, 'ক্বাদ ক্বামাতিস্ সলাতু' দু'বার, 'আল্লাহু আকবর ' দু'বার, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার।

মাসআলা- ১০৫: আযানের উত্তর দেওয়া জরুরী।

মাসআলা- ১০৬: আযানের উত্তর দেওয়ার মাসনুন তরীকা এই।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ. متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াজ্জিন যাই বলবে তাই বল।[৮৮]

عَنْ عُمَرَ ﷺ فِيْ فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً سِوَي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَيَقُوْلُ: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. رواه مسلم.

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আযানের উত্তর প্রদানকালে প্রত্যেক বাক্যের উত্তরে সে বাক্যটিই বলবে। কিন্তু মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবে তখন উভয় স্থানে 'লা হাওয়া ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ' পড়বে।[৮৯]

মাসআলা- ১০৭: আযানের উত্তর দাতার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ রয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه النسائى. (حسن)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম, বললেন, যে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আযান দিলেন। যখন বেলাল চুপ করলেন, রাসূলুল্লাহ

---

[৮৭] আহমাদ ৫৫৪৪, ৫৫৭০, আবূ দাউদ ৫১০, নাসায়ী ৬২৮, দারিমী ১১৯৩, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৪৮২, মেশকাত নং-৫৯২।

[৮৮] বুখারী ৬১১, মুসলিম ৩৮৩, তিরমিযী ২০৮, নাসায়ী ৬৭৩, ইবনু মাজাহ ৭২০, আবূ দাউদ ৫২২, আহমাদ ১০৬৩৭, ১১৪৫০, দারেমী ১২০১, মুওয়াত্তা মালেক ১৫০

[৮৯] মুসলিম ২/১৪৭, হাঃ-৭৩৪।

(ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আযানের উত্তর দিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।[৯০]

মাসআলা- ১০৮: ফজরের আযানে 'আচ্ছালাতু খাইরুন মিনান্নাউম' বলা সুন্নাত।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) قَالَ (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) . رواه ابن خزيمة (صحيح)

আনাস (রাঃ) বলেন, মুয়াজ্জিনের জন্য ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর 'আচ্ছালাতু খায়কুন মিনান্নাউম' বলা সুন্নাত।[৯১]

মাসআলা- ১০৯: আযানের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا" غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. رواه مسلم.

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দোয়াটি পড়ে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। "আশ্হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু, রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বি মুহাম্মাদিন রসূলান ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনান।" (অর্থাৎ আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, সে একক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে।)[৯২]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ) حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخاري.

জাবের (রাঃ) বরেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে কিয়ামত দিবসে তার জন্য সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহীদ্দাওয়াতিত তাম্মাতি

---

[৯০] নাসায়ী ৬৭৪, আহমাদ ৮৪১০, সহীহু সুনান আন্ নাসায়ী, প্রথম খণ্ড, হাঃ-৬৫০, মেশকাত নং-৬২৫।

[৯১] ইবনে খুযায়মাঃ ১/২০২।

[৯২] মুসলিম ৩৮৬, তিরমিযী, ২১০, নাসায়ী ৬৭৯, আবূ দাউদ ৫২৫, ইবনু মাজাহ ৭২১, আহমাদ ১৫৬৮

ওয়াচ্ছালাতিল কা'য়িমাতি আ'তি মুহাম্মাদানিল ওছিলাতা ওয়াল্ ফযীলাতা ওয়াবাআছহু মাকামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আত্তাহু।' (হে আল্লাহ এই সার্বিক আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত সলাতের প্রভু, মুহাম্মদ (ﷺ) কে ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো।) [৯৩]

বিঃদ্রঃ 'ওসীলা' বেহেশতে সর্বোচ্চ স্থানকে বলা হয়। আর 'মাকমে মাহমুদ' বলে সুপারিশের মর্যাদা বুঝানো হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. رواه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন মুয়াজ্জিনের আযান শুন, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বল তারপর আমার উপর দরূদ পড়, কেননা, যে ব্যক্তি একবার আমার জন্য দরূদ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবে। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য 'উসীলা' প্রার্থনা কর। 'উসীলা' বেহেশতে একটি মর্যাদার নাম, যা আল্লাহর কোন বিশেষ বান্দাই পাবে। আমি আশাকরি আমিই হব সেই বেহেশতী বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে।" [৯৪]

মাসআলা- ১১০: আযানের পর কোন কারণ ব্যতীত সলাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ।

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺأَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رواه النسائي. (صحيح)

আবু শা'সা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আযানের পর সলাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হল, তখন আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম (ﷺ) এর অবাধ্য কাজ করল।"[৯৫]

---

[৯৩] বুখারী ৬১৪, তিরমিযী ২১১, নাসায়ী ৬৮০, আবূ দাউদ ৫২৯, ইবনু মাজাহ ৭২২, আহমাদ ১৪৪০৩

[৯৪] মুসলিম ৩৮৪, তিরমিযী ৩৬১৪, নাসায়ী ৬৭৮, আবূ দাউদ ৫২৩, আহমাদ ৬৫৩২, মুখতাছারু সহীহি মুসলিম-আলবানী, হাঃ-১৯৮।

[৯৫] মুসলিম ৬৫৫, তিরমিযী ২০৪, নাসায়ী ৬৮৩, আবূ দাউদ ৫৩৬, ইবনু মাজাহ ৭৩৩, আহমাদ ১০১৯৪, দারেমী ১২০৫, সহীহু সুনান আল্ নাসাঈঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৬৬০।

Contents

মাসআলা- ১১০/১: আযান আস্তে ধীরে দেওয়া এবং ইকামত তাড়াতাড়ি বলা সুন্নাত।

মাসআলা- ১১১: আযান এবং ইকামতের মধ্যে এতটুকু সময় থাকা উচিত যাতে কোন আহারকারী আহার সেরে আসতে পারে (অন্ততঃ ১৫মিনিট)।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي. رواه الترمذي

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেলালকে বলেছেন, 'আযান আস্তে ধীরে দিও এবং একামত তাড়াতাড়ি বলিও। আযান একামতের মধ্যে *এতটুকু সময় বিরতি দিও যাতে কোন আহারকারী খাওয়া-দাওয়া সেরে আসতে* পারে। আর যতক্ষণ আমাকে মসজিদে আসতে দেখবেনা ততক্ষণ সলাতের কাতারে দাঁড়াইওনা।[৯৬]

মাসআলা- ১১২: আযান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ে যে কোন দোয়া ফেরত দেয়া হয় না।.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.
رواه أبو داؤد والترمذی. (صحيح)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আযান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না।"[৯৭]

মাসআলা- ১১৩: একামতের উত্তর দেওয়ার সময় 'ক্বাদ কামাতিচ্ছালাতু' বাক্যের উত্তরে 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ১১৪: ফজরের আযানে 'আচ্ছালাতু খায়রুন মিনান্নাউম' এর উত্তরে 'ছাদাক্তা ওয়া বারারতা' বলা হাদীসে সহী দ্বারা প্রমানিত নয়।

মাসআলা- ১১৫: সেহেরী এবং তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত।

---

[৯৬] তিরমিযী ১৯৫, তিরমিযী ঃ ১/৩৭৩, হাঃ-১৯৫।

* এই হাদীসের শেষ অংশটুকু সহীহ কিন্তু প্রথম অংশটি 'যয়ীফ জিদ্দান'অর্থাৎ নিতান্তই দুর্বল। দেখুন 'যঈফ তিরমিযি' নং-৩০, বাংলা তিরমিযি নং- ১৮৭। কিন্তু আযান ধীরে আস্তে দেয়া এবং ইকামত দ্রুত বলার আদেশটি আলেমদেও সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। মাজমূ, ইমাম নববীঃ ২/১০৮-অনুবাদক,

[৯৭] আবূ দাউদ ৫২১, তিরমিযী ২১২, আহমাদ ১১৭৯০, ১২১৭৪, সহীহু আবিদাউদ, প্রথম খণ্ড, হাঃ-৪৮৯, মেশকাত নং-৬২০।

Contents

মাসআলা- ১১৬: অন্ধব্যক্তিও আযান দিতে পারবে।

عَنْ عَائِشَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ. متفق عليه.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "বেলাল রাত্রিতে আযান দেয়। সুতরাং ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খাওয়া-দাওয়া করতে পার।" [৯৮]

বিঃদ্রঃ ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ সাহাবী ছিলেন।

মাসআলা- ১১৭: সফরে দু' ব্যক্তি থাকলে তাদেরকে আযান দিয়ে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করতে হবে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِيْ فَقَالَ: إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا وَلِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. رواه البخاري.

মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি এবং আমার চাচাত ভাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নসীহত করলেন, যখন তোমরা সফরে যাবে তখন আযান একামত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামত করবে।" [৯৯]

মাসআলা- ১১৮: আযান দেয়ার মর্যাদা এবং গুরুত্ব বুঝে আসলে লোকেরা লটারীর মাধ্যমে আযান দেয়া শুরু করত। এব্যাপারে হাদীসের জন্য 'সফরের মাসায়েল' অধ্যায় মাসআলা নং-১৫৫ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ১১৯: আযান দেওয়ার সময় আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগানো হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

মাসআলা- ১২০: কোন বালা মুছীবতের সময় আযান দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

[৯৮] বুখারী ৬২৩, মুসলিম ১০৯২, তিরমিযী ২০৩, নাসায়ী ৬৩৭, ৩৩৮, আহমাদ ৪৫৩৭, ৫১৭৩, ৫২৬৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৩, ১৬৪, দারেমী ১১৯০

[৯৯] বুখারী ৬৩০, মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, আবূ দাউদ ৫৮৯, ৮৪২, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১, ২০০০৬, দারেমী ১২৫৩, মেশকাত ২/২৭৪, হাঃ-৬৩১, মুখতাছারুল বুখারী হাঃ-৩৮৪।

الســترة

সুতরার মাসায়েল

মাসআলা- ১২১: স্বলাতীকে তাঁর সামনে দিয়ে গমনকারীদের অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য সামনে কোন বস্তু রাখা উচিত। এই বস্তুকে 'সুতরা' বলা হয়।

عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنهما قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيْنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. رواه وابن ماجة. (صحيح)

ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা সলাত পড়তাম তখন পশুরা আমাদের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করত। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এব্যাপারে অবগত করা হল তখন তিনি বললেন, 'যদি উটের পাল্কি সমান কোন বস্তু তোমাদের সামনে থাকে তাহলে সামনে দিয়ে গমনকারীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।" [১০০]

মাসআলা- ১২২: সলাতীর সামনে দিয়ে গমন করা গুনাহের কাজ।

عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِيْ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. متفق عليه.

আবু জুহাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যদি সলাতরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তির জানা থাকত যে, তার উপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেও সে প্রাধান্য দিত। আবু নছর বলেন, আমি জানিনা তিনি চল্লিশ দিন বলেছেন কিংবা মাস বৎসর।[১০১]

মাসআলা- ১২৩: সুতরা সলাতের স্থান থেকে অন্ততঃ দু' ফুট দূরে থাকা চাই।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺقَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. رواه البخاري.

---

[১০০] মুসলিম ৪৯৯, তিরমিযী ৩৩৫, ইবনু মাজাহ ৯৪০, আবূ দাউদ ৬৮৫, আহমাদ ১৩৯১, ১৩৯৬, নায়লুল আওতারঃ ৩/২, সহীহু ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৭৬৮।

[১০১] বুখারী ৫১০, মুসলিম, ৫০৭, তিরমিযী ৩৩৬, আবূ দাউদ ৭০১, নাসায়ী ৭৫৬, ইবনু মাজাহ ৯৪৫, আহমাদ ১৭০৮৯, মুওয়াত্তা মালেক ৩৬৫, দারেমী ১৪১৬, ১৪১৭

সাহাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাত পড়ার স্থান এবং মধ্যখানে একটি ছাগল চলার জায়গা থাকত।"[১০২]

মাসআলা- ১২৪: সলাতীর সম্মুখ দিয়ে চলাচলকারীকে সলাতের মধ্যেই হাত দিয়ে বাধা দেয়া উচিত। *

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخدري ﷺقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. رواه البخاري.

আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ লোকজন থেকে আড়াল করে সলাত আদায় করে, তখন তার সুতরার ভিতর দিয়ে কেউ গমন করলে তাকে বাধা দেয়া উচিত। যদি সে না মানে তাহলে শক্তি দিয়ে দমন করা উচিত। কেননা, সে হল শয়তান।[১০৩]

মাসআলা- ১২৫: ইমাম নিজের সামনে 'সুতরা' রাখলে মুক্তাদিদেরকে 'সুতরা ' রাখতে হবে না।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. متفق عليه

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঈদের দিন সলাতের জন্য বের হতেন তকন স্বীয় 'বর্শা' সাথে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিতেন এবং তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে দাঁড় করে দেয়া হত। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিক হয়ে সলাত পড়াতেন আর লোকেরা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে দাঁড়াতেন। সফরকালেও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুতরা ব্যবহার করতেন।[১০৪]

---

[১০২] বুখারী ৪৯৬, মুসলিম ৫০৮, আবূ দাউদ ৬৯৬

* মুসল্লীর জন্য সুতরা জরুরী হওয়া এবং তার সামনে দিয়ে গমনকারীকে বাধা দেয়ার কথাটি মসজিদুল হারাম ও মসজিদুররসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ও সমানভাবে প্রযোজ্য। হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ১২২ ও ১২৪ দ্রষ্টব্য। আর কা'বা শরীফে মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয হওয়ার ব্যাপাওে যে হাদীসটি বর্ণিত আছে তা যঈফ ও দুর্বল। যয়ীফু আবিদাউদঃ হাঃ- ২০১৬, যঈফু নাসায়ীঃ হাঃ- ২৯৫৯, সিলসিলা যঈফাহঃ ২/৩২৬/৯২৮- অনুবাদক,

[১০৩] বুখারী ৫০৯, মুসলিম ৫০৫, আবূ দাউদ ৬৭৯, ৬৯৯, নাসায়ী ৭৫৭, ৪৮৬২, ইবনু মাজাহ ৯৫৪, আহমাদ ১০৯০৬, ১১০০১, মুওয়াত্তা মালেক ৩৬৪, দারেমী ১৪১১

[১০৪] বুখারী ৪৯৪, ৪৯৮, ৯৭২, ৯৭৩, মুসলিম ৫০১, নাসায়ী ৭৪৭, ১৫৬৫, আবূ দাউদ ৬৮৭, মুওয়াত্তা মালেক ৯৪১, ১৩০৪, ১৩০৫, আহমাদ ৪৬০০, ৫৭০০, দারেমী ১৪১০

Contents

مسائل الصف

কাতারের মাসায়েল

মাসআলা- ১২৬: তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে সোজা রাখা এবং একে অপরের সাথে মিলে দাঁড়ানোর জন্য লোকজনকে বলে দেয়া ইমামের দায়িত্ব।

عَنْ أَنَسٍ ﷺقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُوْلُ تَرَاصُّوْا وَاعْتَدِلُوْا. متفق عليه.

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন এবং বলতেন সোজা হয়ে এবং একসাথে মিলিয়ে দাঁড়াও।[১০৫]

মাসআলা- ১২৭: কাতার সোজা না করা হলে সলাত অসম্পূর্ণ হয়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. متفق عليه.

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা, কাতার সোজা করা সলাতের পরিপূর্ণতার অঙ্গীভূত।"[১০৬]

মাসআলা- ১২৮: জ্ঞানীলোকেরা প্রথম কাতারে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُوْلُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا. رواه مسلم.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'বোধসম্পন্ন এবং জ্ঞানীলোকেরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর জ্ঞানের স্তর বিশেষে দাঁড়াবে।"[১০৭]

মাসআলা- ১২৯: প্রথম কাতারের ফজীলত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. رواه مسلم.

---

[১০৫] সনদ শক্তিশালী, আহমাদ ১১৮৪৬, নায়লুল আওতারঃ ৩/২২৯।

[১০৬] বুখারী ৭২৩, মুসলিম ৪২৪, ৪২৫, ৪৩৩, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, আবূ দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮৬, ১১৬৫৫, দারেমী ১২৬৩

[১০৭] মুসলিম ৪৩২, তিরমিযী ২২৮, আবূ দাউদ ৬৭৪, নাসায়ী ৮০৭, ৮১২, ইবনু মাজাহ ৯৭৬, আহমাদ ৪৩৬০, ১৬৬৫৩, দারেমী ১২৬৬, ১২৬৭

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি লোকেরা আযান এবং প্রথম কাতারের ফজীলত জানত তাহলে তার জন্য তারা লটারীর ব্যবস্থা করত। আর যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে সলাত পড়ার ফজীলত জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত। আর যদি তারা এশা এবং ফজর সলাতের ফযীলত জানত তাহলে তা অর্জনের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত।" [১০৮]

মাসআলা- ১৩০: প্রথম কাতার পূর্ণ করে তারপর দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াতে হয়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ. رواه أبوداود . (صحيح)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রথমে আগের কাতার পূর্ণ কর, তারপর দ্বিতীয় কাতার। কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলে তা শেষের কাতারে থাকবে।" [১০৯]

মাসআলা- ১৩১: প্রথম কাতারে যদি জায়গা থাকে তখন পিছনের কাতারে একা একা দাঁড়ালে সলাত হয় না।

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﷺ قَالَ: رَأَي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ. رواه أحمد والترمذى وأبو داود. (صحيح)

ওয়াবেছা ইবনে মা'বদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে পিছনের কাতারে একা একা সলাত পড়তে দেখে তাকে পুনরায় সলাত পড়ার আদেশ দিয়েছেন।[১১০]

বিঃদ্রঃ যদি প্রথম কাতারে জায়গা না থাকে তাহলে পিছনের কাতারে একা একা দাঁড়াতে পারবে।

মাসআলা- ১৩২: পিছনের কাতারে একা না হওয়ার উদ্দেশ্যে আগের কাতার থেকে কাউকে টেনে আনা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ১৩৩: স্তম্ভের মধ্যখানে কাতার গঠন করা অপছন্দনীয়।

---

[১০৮] বুখারী ৬১৫, ২৬৮৯, মুসলিম ৪৩৭, তিরমিযী ২২৫, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৭৯৭, ৯৯৮, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, মুওয়াত্তা মালেক ১৫১, ২৯৫

[১০৯] বুখারী ৭১৮, ৭২৩, মুসলিম ৪৩৩, আবূ দাউদ ৬৭১, নাসায়ী ৮১৪, ৮১৫, ৮৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৩৩, আহমাদ ১১৫৯৬, ১১৬৯৯, ১১৭১৩, দারেমী ১২৬৩, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৬২৩।

[১১০] আহমাদ ১৭৫৩৯, তিরমিযী ২৩০, ২৩১, আবূ দাউদ ৬৮২, ইবনু মাজাহ ১০০৪, দারেমী ১২৮৫, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৬৩৩।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا. رواه ابن ماجة. (حسن)

মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (রাঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন যে, নবী কারীম (ﷺ) এর যুগে আমাদেরকে স্তম্ভের মধ্যখানে কাতার গঠন করা থেকে নিষেধ করা হত এবং আমাদেরকে স্তম্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হত। [১১১]

মাসআলা- ১৩৪: মহিলা একা একা কাতারে দাঁড়াতে পারে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ فِيْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. رواه البخاري.

আনাস (রাঃ) বলেন, "আমি এবং অন্য একটি এতীম ছেলে আমাদের ঘরে নবী (ﷺ) এর পিছনে সলাত পড়েছি। আমার মা উম্মে সুলাইম সবার পিছনে ছিলেন। [১১২]

মাসআলা- ১৩৫: নবী কারীম (ﷺ) কাতার সোজা করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন।

মাসআলা- ১৩৬: কাতারে কাঁধে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. رواه البخاري.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "কাতার সোজা কর, আমি তোমাদেরকে পিছনের দিক দিয়েও দেখে থাকি। তারপর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কাঁধে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে মিলালেন এবং পা-কে ও তাঁর পায়ের সাথে মিলালেন। [১১৩]

---

[১১১] ইবনু মাজাহ ১০০২, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৮২১।

[১১২] বুখারী ৭২৭, মুসলিম ৬৫৮, ৬৫৯, তিরমিযী ২৩৪, নাসায়ী ৭৩৭, ৮০১, আবূ দাউদ ৬১২, ৬৫৮, আহমাদ ১১৭৮৯, ১১৯৩১, ১২০৬৬, মুওয়াত্তা মালেক ৩৬২, দারেমী ১২৮৭, ১৩৭৪

[১১৩] বুখারী ৭২৫, মুসলিম ৪২৫, ৪৩৩, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৪, আবূ দাউদ ৬৬৮, ৬৬৯, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮৬, ১১৬৫৫, দারেমী ১২৬৩

Contents

مسائل الجماعة

জামা'আতের মাসায়েল

মাসআলা- ১৩৭: জামা'আতের সাথে সলাত পড়া ওয়াজিব।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ. رواه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি নিজ ঘরে সলাত পড়ার অনুমতি চাইলেন। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তারপর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আযান শুন? তিনি বললেন, হ্যাঁ উত্তর শুনে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটিকে বললেন, 'তাহলে তোমাকে মসজিদে আসিয়া সলাত পড়তে হবে।" [১১৪]

মাসআলা- ১৩৮: ফজর এবং এশার জামা'আতে উপস্থিত না হওয়া মুনাফেকীর আলামত।

মাসআলা- ১৩৯: জামা'আতের সাথে যারা সলাত আদায় করে না নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন।

বিঃদ্রঃ হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৬-১৭দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ১৪০: জামা'আতের সাথে সলাত পড়লে ২৭ গুণ বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. رواه مسلم.

ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "একা সলাতের চেয়ে জামা'আতের সাথে সলাতের সাওয়াব ২৭ গুন বেশি।" [১১৫]

---

[১১৪] মুসলিম ৬৫৩, নাসায়ী ৮৫০

[১১৫] বুখারী ৬৪৫, মুসলিম ৬৫০, ইবনু মাজাহ ৭৮৯, আহমাদ ৪৬৫৬, ৫৩১০, মুওয়াত্তা মালিক ২৯০, দারেমী ১২৭৭

মাসআলা- ১৪১: মহিলারা মসজিদে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করতে চাইলে তাতে বাঁধা না দেওয়া উত্তম। তবে মহিলাদের জন্য তাদের ঘরে সলাত পড়া অধিক উত্তম।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. رواه أبو داود.

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিওনা। তবে তাদের ঘর তাদের জন্য অধিক উত্তম।"[১১৬]

মাসআলা- ১৪২: যে ঘরে ইমামতের যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা থাকবে সে ঘরে মহিলাদের জন্য জামা'আতে সলাত পড়া ভাল।

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رواه أبو داود وصححه إبن خزيمة. (صحيح)

উম্মে ওয়ারাকা (রজি) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ঘরের মহিলাগণের ইমামত করার আদেশ দিয়েছেন।"[১১৭]

মাসআলা- ১৪৩: প্রথম জামা'আতের পর সেই সলাতের দ্বিতীয় জা'আমাত একই মসজিদে করা জায়েয।

মাসআলা- ১৪৪: দু' ব্যক্তি হলেও সলাত জামা'আতের সাথে পড়া চাই।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذى. (صحيح)

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের নিয়ে সলাত শেষ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমাদের কেউ এর উপর ছদকা করবে? (অর্থাৎ) এর সাথে সলাত

---

[১১৬] বুখারী ৮৬৫, ৮৭৩, ৮৯৯, মুসলিম ৪৪২, তিরমিযী ৫৭০, আবূ দাঊদ ৫৬৭, নাসায়ী , ৭০৬, ইবনু মাজাহ ১৬, আহমাদ ৪৫০৮, ৪৫৪২, দারেমী ৪৪২, ১২৭৮, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাদদীস নং-৫৩০।

[১১৭] আবূ দাউদ ৫৯২, আহমাদ ২৬৭৩৮, ইবনু খুযাইমাহ, সহীহু সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খণ্ড, হাঃ-৫৫৩।

পড়াবে?" সাহাবীদের একজন দাঁড়ালেন এবং সেই ব্যক্তির সাথে সলাত পড়লেন।[১১৮]

মাসআলা- ১৪৫: খুব বেশী বৃষ্টি এবং শীত জামা'আতের আবশ্যকতাকে রহিত করে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ أَوْ مَطَرٍ يَقُوْلَ أَلَا صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُم. متفق عليه.

ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শীত এবং বৃষ্টির রাত্রে মুয়াজ্জিনকে বলতেন, আযানের মধ্যে একই বাক্যটুকু বৃদ্ধি করে দিও "হে লোক সকল তোমরা সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে সলাত পড়ে নাও।" [১১৯]

মাসআলা- ১৪৬: ক্ষুধা নিবারণ এবং দৈহিক প্রয়োজন (পায়খান-প্রশ্রাব) সারার সময় জা'আমাত ওয়াজিব থাকে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ. رواه مسلم.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, "ক্ষুধা নিবারণ এবং পায়খানা-প্রশ্রাব সারার সময় জামা'আতের সাথে সলাত ওয়াজিব হয় না।" [১২০]

مسائل الإمامة

ইমামতের মাসায়েল

মাসআলা- ১৪৭: সর্বাপেক্ষা কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ, অতঃপর সর্বাপেক্ষা হাদীসে অভিজ্ঞ, অতঃপর আগে হিজরতকারী, অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক লোকই ইমামতের উপযোগী।

মাসআলা- ১৪৮: নির্দিষ্ট ইমামের অনুমতি ছাড়া মেহমান ইমামের ইমামত অবৈধ।

---

[১১৮] তিরমিযী ২২০, আবূ দাউদ ৫৭০, আহমাদ ১১০১৬, ১১৩৯৯, দারেমী ১৩৬৮, সহীহু সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খণ্ড, হাঃ-৫৩৭, মেশকাত নং-১০৭৮।

[১১৯] বুখারী ৬৩২, মুসলিম ৬৯৭, নাসায়ী ৬৫৪, আবূ দাউদ ১০৬০, ১০৬১, ইবনু মাজাহ ৯৩৭, আহমাদ ৪৪৬৪, ৪৫৬৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৫৯, দারেমী ১২৭৫

[১২০] মুসলিম ৫৬০, আবূ দাউদ ৮৯, আহমাদ ২৩৬৪৬, ২৩৭৪

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. رواه أحمد ومسلم.

আবু মাসইদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সেই ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব পাঠে সবচাইতে বেশী অভিজ্ঞ। কুরআন পাঠে যদি সকলেই সমান হয় তাহলে যিনি তাঁদের মধ্যে সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। তাতেও যদি সকলে এক রকম হয় তাহলে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতে ও যদি সকলে সমান হয় তাহলে যিনি বয়সে সবচেয়ে বড়। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তর বিশেষ আসনে বসবেনা।"[১২১]

মাসআলা- ১৪৯: অন্ধলোকের ইমামত জায়েয।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى. رواه أحمد و أبو داود. (صحيح)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে উম্মে মকতুমকে দু'বার মদীনা শরীপে স্বীয় প্রতিনিধি করেছিলেন। তিনি সলাত পড়াতেন অথচ তিনি অন্ধ।[১২২]

মাসআলা- ১৫০: ইমামের পূর্ণ অনুসরন করা ওয়াজিব।

عَنْ أَنَسٍ ﷺأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ وَلَا تَرْفَعُوْا حَتَى يَرْفَعَ. رواه البخاري.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম এই জন্যই নির্দিষ্ট করা হয় যেন তার পূর্ণ অনুসরণ করা যায়। সুতরাং সে যতক্ষণ না রুকূ' করে তোমরা রুকূ' করিও না, আর যতক্ষণ না সে উঠে তোমরাও উঠ না।[১২৩]

মাসআলা- ১৫১: মুসাফির স্থানীয় লোকদের ইমামতি করতে পারবে।

---

[১২১] মুসলিম ৬৭৩, তিরমিযী ২৩৫, দারেমী ৫৮২, ইবনু মাজাহ ৯৮০, আহমাদ ১৬৬১৪, নাসায়ী ৭৮০, ৭৮৩

[১২২] বুখারী ৭২২, মুসলিম ৪১৪, ৪১৭, নাসায়ী ৯২১, ৯২২, আবূ দাউদ ৬০৩, ইবনু মাজাহ ৮৪৬, ১২৩৯, আহমাদ ৭১০৪, ১২৫৮৮, দারেমী ১৩১১, মেশকাত ঃ ৩/৯১, হাঃ-১০৫৩, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৫৫৫।

[১২৩] বুখারী ১২৩৬, মুসলিম ৪১২, আবূ দাউদ ৬০৫, ইবনু মাজাহ ১২৩৭, আহমাদ ২৩৭২৯, ২৩৭৮২, মুওয়াত্তা মালিক ৩০৭

عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﷺقَالَ مَا سَافَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا صَلَّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَانَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا سَفْرٌ. رواه أحمد. (صحيح)

ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফররত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সবসময় সলাতকে কসর (অর্থাৎ) চার রাক'য়াতকে দু'রাক'য়াত পড়তেন। তবে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঠার দিন পর্যন্ত মক্কা শরীফে ছিলেন তখন মাগরিব ব্যতীত অন্য সব সলাত দু' দু' রাক'য়াত পড়াতেন। সালাম ফিরায়ে লোকজনকে বলতেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা বাকী সলাত সম্পূর্ণ করে নাও, আমরা মুসাফির। [১২৪]

মাসআলা- ১৫২: যদি ছয়-সাত বছরের কোন ছেলে অন্যান্য লোক অপেক্ষা কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ হয় তখন সেই ইমামতির অধিকারী।

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ﷺقَالَ قَالَ أَبِيْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النبي ﷺ حَقًّا فَقَالَ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا قَالَ فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي فَقَدَّمُوْنِيْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ. رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

আমর ইবনে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার আব্বা (সালামা) বলেছেন যে, আমি (সালামা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। ফেরার সময় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "যখন সলাতের সময় হবে তখন এক ব্যক্তি আযান দিবে এবং যে কুরআন পাঠে বেশী অভিজ্ঞ সে ইমামত করবে। লোকেরা দেখল যে, সেই মাহফিলে আমার চেয়ে বেশী কুরআন অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি নেই, তখন তারা আমাকেই ইমাম বানালেন। তখন আমার বয়স ছিল ছয়-সাত বছর।"[১২৫]

মাসআলা- ১৫৩: মহিলা মহিলাদের ইমামত করতে পারবে।

মাসআলা- ১৫৪: মহিলা যদি ইমামত করে তখন তাঁকে কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াতে হবে।

---

[১২৪] তিরমিযী ৪৫৪, আবূ দাউদ ১২২৯, আহমাদ ১৯৩৬৪, যঈফ

[১২৫] বুখারী ৪৩০২, নাসায়ী ৬৩৬, আবূ দাউদ ৫৭৫, আহমাদ ১৯৮২০, ১৯৮২১, সহীহু সুনান আল-নাসায়ী- ১ম খণ্ড, হাঃ ৭৬১; মিশকাত- ১/৯৩, হাঃ ১০৫৮।, মেশকাত ঃ ১/৯৩, হাঃ- ১০৫৮, সহীহু সুনান আল নাসাঈ, প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৭৬১।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَكَانَتْ بَيْنَهُنَّ فِيْ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ.رواه الدارقطني (حسن)

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহিলাদের ইমামত করেছেন। তখন তিনি কাতারের মধ্যখানে দাঁড়িয়েছিলেন।[১২৬]

মাসআলা- ১৫৫: ইমামকে সংক্ষিপ্তভাবে সলাত পড়াতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ লোকজনকে সলাত পড়াবে, তখন তাকে সংক্ষিপ্তভাবে পড়াতে হবে। কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল, বৃদ্ধ রয়েছে। অবশ্য যখন কেউ একা সলাত পড়বে তখন সে যা ইচ্ছা লম্বা করে পড়তে পারে।"[১২৭]

মাসআলা- ১৫৬: যদি ইমাম এবং মুক্তাদির মধ্যখানে দেয়াল কিংবা এমন কোন বস্তু আড় হয় যদ্ধারা ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি দেখা যায় না তাহলেও সলাত জায়েয হয়ে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ. رواه أبو داود. (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কামরায় সলাত পড়েছিলেন এবং লোকেরা বাহির থেকে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক্তেদা করেছিলেন।[১২৮]

মাসআলা- ১৫৭: কোন ব্যক্তি ফরয সলাত আদায় করার পর ঐ ওয়াক্তের সলাতের জন্য সে অন্য লোকদের ইমামত করতে পারবে।

মাসআলা- ১৫৮: উপরোক্ত নিয়মে ইমামের প্রথম সলাত ফরয হবে এবং দ্বিতীয় সলাত নফল হবে।

---

[১২৬] দারাকুতনী, আত্‌তালখীছুল হাবীরঃ দ্বিতীয় খণ্ড, হাঃ-৫৯৭।

[১২৭] বুখারী ৭০৩, মুসলিম ৪৬৭, তিরমিযী ২৩৭, নাসায়ী ৮২৩, আবূ দাউদ ৭৯৪, আহমাদ ১০১৪৪, ১০৫৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ৩০৩, আল্ লুলুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-২৬৮, মেশকাত নং- ১০৬৩।

[১২৮] বুখারী ৭২৯, নাসায়ী ১৬০৪, আবূ দাউদ ১১২৬, মুওয়াত্তা মালিক ২৫০, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৯৯৬, মেশকাত নং- ১০৪৬।

Contents

মাসআলা- ১৫৯: ইমাম এবং মুক্তাদির নিয়ত আলাদা আলাদা হলেও তা দ্বারা সলাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ. متفق عليه.

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মা'আজ (রাঃ) এশার সলাত নবী (ﷺ) এর সাথে পড়তেন, অতঃপর স্বগোত্রে গিয়ে সে সলাত পুনরায় পড়াতেন।[১২৯]

عَنْ أَبِي مِحْجَنٍ بن الأدرع ﷺقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَلَمْ أُصَلِّ فَقَالَ لِي أَلَا صَلَّيْتَ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً.رواه أحمد. (صحيح)

মিহজন ইবনে আদরা (রাঃ) বলেন, "আমি নবী (ﷺ) এর কাছে মসজিদে উপস্থিত হলাম। সলাতের সময় হল, তখন নবী কারীম (ﷺ) সলাত পড়ালেন। আমি সে স্থানে বসেই ছিলাম। নবী কারীম (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সলাত পড় নাই? আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আসার পূর্বে সলাতটি আমি ঘরে পড়ে এসেছি। নবী কারীম (ﷺ) বললেন, যখন এই রকম সুযোগ পাবে তখন জামা'আতের সাথেও পড়বে এবং তাকে নফল বানাবে।"[১৩০]

মাসআলা- ১৬০: মহিলা একা একা কাতারে দাঁড়াতে পারে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺقَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. رواه البخاري.

আনাস (রাঃ) বলেন, "আমি এবং আর এক এতীম ছেলে নবী (ﷺ) এর পিছনে সলাত পড়েছি, তখন আমার মা উম্মে সুলাইম আমাদের পিছনে ছিল।"[১৩১]

মাসআলা- ১৬১: যে ব্যক্তি ইমামতের নিয়ত করেনি তাঁর ইক্তেদা করা জায়েয।

---

[১২৯] বুখারী ৭০০, ৭০১, ৭০৫, মুসলিম ৪৬৫, তিরমিযী ৫৮৩, নাসায়ী ৮৩১, ৮৩৫, ইবনু মাজাহ ৮৩৬, ৯৮৬, আহমাদ ১৩৭৭৮, ১৩৮২৯, দারেমী ১২৯৬, মেশকাত ঃ ৩/১১১, হাঃ- ১০৮২।

[১৩০] আহমাদ ১৮৪৯৯, নাসায়ী ৮৫৮, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৮, মেশকাত ঃ ৩/১১৬, হাঃ- ১০৮৯, সহীহু সুনান আল্ নাসাঈ, প্রথম খণ্ড, হাঃ-৮২৬।

[১৩১] বুখারী ৭২৭, মুসলিম ৬৫৮, ৬৫৯, তিরমিযী ২৩৪, নাসায়ী ৭৩৭, ৮০১, আবূ দাউদ ৬১২, ৬৫৮, আহমাদ ১১৭৮৯, ১২৯৫৩, মুওয়াত্তা মালিক ৩৬২, দারেমী ১২৮৭, ১৩৭৪

মাসআলা- ১৬২: দু' ব্যক্তি মিলে জা'আমাত করলে মুক্তাদিকে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াতে হবে।

মাসআলা- ১৬৩: তৃতীয় ব্যক্তি আসলে উভয় মুক্তাদি ইমামের পিছনে চলে আসবে।

মাসআলা- ১৬৪: সলাতরত অবস্থায় দুএক কদম আগে-পিছে হওয়া জায়েয।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيصلي فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَدَارَنِيْ حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. رواه مسلم.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা সলাতের জন্য দাঁড়ালেন এমন সময় আমি আসিয়া তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে ডান দিকে দাঁড় করলেন। অতঃপর জব্বার ইবনে ছখর আসিয়া যখন বাম পার্শ্বে দাঁড়ালেন তখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের উভয়কে হাত ধরে পিছে ঠেলে দিলেন, আমরা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।[১৩২]

মাসআলা- ১৬৫: যে ইমামকে লোকজন পছন্দ করেন না তারপরেও যদি সে ইমামত করে তার ইমামত মাকরূহ হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوْسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَالعَبْد الآبق. رواه ابن ماجة. (حسن)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তিন ব্যক্তির সলাত তাদের মাথার উপর এক বিঘতও উঠানো হয় না (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না) (১) যে ব্যক্তি লোকের ইমামত করে অথচ লোকজন তাকে পছন্দ করেন না। (২) সেই মহিলা যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট (৩) পলায়িত দাস।[১৩৩]

---

[১৩২] মুসলিম ৩০১৪, ইবনু মাজাহ ২৪১৯, আহমাদ ১৫০৯৪, দারেমী ২৫৮৮, মেশকাত ঃ ৩/৮২, হাঃ-১০৩৯ (তাহকীক আলবানী), নং- ১১০৭।

[১৩৩] ইবনু মাজাহ ৯৭১, মেশকাত ঃ ৩/৯৫, হাঃ- ১০৬০, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৭৯২।

مسائل المأموم

মুক্তাদির মাসায়েল

মাসআলা- ১৬৬: মুক্তাদির জন্য ইমামের পূরা অনুসরণ ওয়াজিব।

عَنْ أَنَسٍ ﷺقَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ. رواه مسلم.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "একদা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সলাত পড়ালেন, সলাত শেষে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। তোমরা রুকু, সিজদা, কিয়াম এবং সালাম ফিরানোতে আমার আগে করিও না।" [১৩৪]

মাসআলা- ১৬৭: ইমাম সিজদায় চলে গেলে তারপরে মুক্তাদিকে সিজাদায় যাওয়া উচিত। এমনিভাবে বাকী সলাতে ইমামকে অনুসরণ করতে হবে।

عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ. رواه مسلم.

বারা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে সলাত পড়তাম, যতক্ষণ না তাঁকে সিজদায় দেখতাম, আমরা কেউ পিঠ ঝুঁকাতাম না।" [১৩৫]

মাসআলা- ১৬৮: জা'আমাত চলাকালীন ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় শরীক হতে হবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৭০দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ১৬৯: ইমামের অনুসরণ না করার শাস্তি।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সলাতে ইমামের পূর্বেই মাথা উঠায়, সে কি আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করার ভয় করে না?" [১৩৬]

---

[১৩৪] মুসলিম ৪২৬, নাসায়ী ১৩৬৩, আবূ দাঊদ ৬২৪, আহমাদ ১১৫৮৬, দারেমী ১৩১৭

[১৩৫] বুখারী ৬৯০, মুসলিম ৪৭৪, তিরমিযী ২৮১, নাসায়ী ৮২৯, আবূ দাঊদ ৬২০, ৬২১, আহমাদ ১৮০৪৭, ১৮১৮২

[১৩৬] বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৪২৭, তিরমিযী ৫৮২, নাসায়ী ৮২৮, আবূ দাঊদ ৬২৩, ইবনু মাজাহ ৯৬১০, আহমাদ ৭৪৮১, ৭৬১২, দারেমী ১৩১৬

Contents

مسائل المسبوق

মাসবুকের মাসায়েল

মাসআলা- ১৭০: জা'আমাত চলাকালীন যে ব্যক্তি পরে আসবে তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় শরীক হতে হবে।

মাসআলা- ১৭১: জামা'আতের সাথে এক রাক'য়াত পাইলে পুরা সলাতের সাওয়াব পাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. رواه أبو داود. (حسن)

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমরা সলাতে আসবে তখন আমরা সিজদায় থাকলে সিজদায় চলে যাবে, কিন্তু তাকে রাক'য়াত মনে করবেনা, যে ব্যক্তি এক রাক'য়াত পেল সে পুরা সলাতের সাওয়াব পাবে।" [১৩৭]

মাসআলা- ১৭২: জা'আমাত শুরু হয়ে গেলে পরে যে বক্তি আসবে তাকে দৌড়ে আসার দরকার নেই বরং ধীরে স্থিরে শরীক হবে।

মাসআলা- ১৭৩: যারা ইমামের সাথে পরে শরীক হবে তারা ইমামের সাথে যা পড়েছে তাকে সলাতের প্রথম এবং সালামের পরে যা পড়েছে তাকে সলাতের শেষ মনে করতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ عَلَيْكُمْ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, "যখন সলাত শুরু হয়ে যায় তখন তোমরা দৌড়ে আসবেনা। বরং ধীরে আস্তে আস, সে যা ইমামের সাথে মিলে তা পড় বাকীটুকু পুরা কর।" [১৩৮]

---

[১৩৭] বুখারী ৫৫৬, ৫৭৯, ৫৮০, মুসলিম ৬০৭, তিরমিযী ১৮৬, নাসায়ী ৫১৪, ৫১৫, ইবনু মাজাহ ১১২২, আহমাদ ৭১৭৫, ৭২৪২, মুওয়াত্তা মালিক ১৫, দারেমী ১২২২, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৭৯২।

[১৩৮] বুখারী ৯০৮, মুসলিম ৬০২, তিরমিযী ৩২৭, নাসায়ী ৮৬১, আবূ দাঊদ ৫৭২, ৫৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৭৫, আহমাদ ৭১৮৯, ৭২০৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৫২, দারেমী ১২৮২

মাসআলা- ১৭৪: যখন ফরয সলাতের জন্য একামত হয়ে যায়, তখন একাকী কোন নফল, সুন্নাত কিংবা ফরয সলাত পড়া বৈধ নয়, যদিও প্রথম রাক'য়াত পাওয়া পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ.

رواه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন ফরযের একামত হয়ে যাবে তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন সলাত হয় না।"[১৩৯]

صفة الصلاة

সলাত পড়ার নিয়ম

মাসআলা- ১৭৫: 'নিয়ত' অন্তরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নাম। মুখে শব্দ করে নিয়ত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ১৭৬: কাতারসমূহ সোজা করা এবং একামত বলার পর ইমামকে 'আল্লাহু আকবর' বলে সলাত শুরু করতে হবে।

মাসআলা- ১৭৭: তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত।

মাসআলা- ১৭৮: তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দু'হাতে কান ছোঁয়া বা ধরা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوْفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَي الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. رواه أبو داود. (صحيح)

নূমান ইবনে বশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন আমরা সলাতের জন্য দাঁড়াতাম তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাতারসমূহ দুরস্থ করে দিতেন। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সলাত শুরু করতেন।"[১৪০]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ. متفق عليه (مختصرا)

---

[১৩৯] মুসলিম ৭১০, তিরমিযী ৪২১, ৮৬৫, ৮৬৬, আবূ দাউদ ১২৬৬, ইবনু মাজাহ ১১৫১, আহমাদ ৮৪০৯, ৯৫৬৩, দারেমী ১৪৪৭

[১৪০] বুখারী ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬, তিরমিযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবূ দাউদ ৬৬৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৪, আহমাদ ১৭৯১৮, ১৭৯৫৯, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৬১৯।

Contents

সালিম ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতের শুরুতে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন।"[১৪১]

মাসআলা- ১৭৯: দাঁড়ানো অবস্থায় হাত খুলে রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ১৮০: হাত বাঁধার সময় ডান হাত বাম হাতের উপর থাকা উচিত।

মাসআলা- ১৮১: হাত বক্ষের উপর বাঁধা সুন্নাত।

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. رواه أبو داود. (صحيح)

তাউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে শক্তভাবে সিনায় বাঁধতেন।"[১৪২]

বিঃদ্রঃ তাকবীরে তাহরীমার পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে হাত বেঁধে দাঁড়ানোকে 'কিয়াম' বলা হয়।

মাসআলা- ১৮২: তাকবীরে তাহরীমার পর সানা, (অথাৎ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়াতা 'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গায়রুকা) 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়া চাই।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ قَالَ أَقُوْلُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة واللفظ لمسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকবীরে তাহরীমা এবং ক্বিরায়াতের মধ্যে সময়ে খানিকটা চুপ থাকতেন। আমি একবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হোক, আপনি যে

---

[১৪১] বুখারী ৭৩৫, মুসলিম ৩৯০, তিরমিযী ২৫৫, নাসায়ী ৮৭৭, ৮৭৮, আবূ দাউদ ৭২১, ৭২২, ইবনু মাজাহ ৮৫৮, আহমাদ ৪৫২৬, ৪৬৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৫, দারেমী ১৩০৮

[১৪২] আবূ দাউদ ৭৫৯, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৬৮৭।

* হাদীসটি মুরসাল। কিন্তু হুলব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), থেকে একটি মরফফু হাদীস ও এব্যাপাওে বর্ণিত আছে। দেখুন মুসনাদে আহমদঃ ৫/২২৬/২২৩১৩, ইবনু খুযায়মাহঃ ১/২৪৩/৪৭৯ (ইবনু হুজর থেকে। শায়খ আলবানী বলেন, ইবনু খুযায়মাহ বর্ণিত হাদীসটি যঈফ হলেও এর পক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে অনেক হাদীস পাওয়া যায়- অনুবাদক),

তাকবীর ও ক্বিরায়াতের মধ্যখানে চুপ থাকেন তাতে কি বলেন? নবী কারীম (ﷺ) বললেন, আমি বলি, "হে আল্লাহ! আমি ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে ব্যবধান করে দাও যেভাবে তুমি ব্যবধান করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহ থেকে পরিস্কার কর যেভাবে পরিস্কার করা হয় সাদা কাপড় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও মুষলধার বৃষ্টি দ্বারা।"[১৪৩]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرَكَ. رواه ابو داود. (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "নবী (ﷺ) যখন সলাত শুরু করতেন, তখন নিম্ন দোয়াটি পড়তেন 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গায়রুক'"হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসার সহিত, তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।" [১৪৪]

মাসআলা- ১৮৩: 'বিসমিল্লাহ' এর পর সূরা ফাতেহা পড়া চাই।

মাসআলা- ১৮৪: সূরা ফাতেহা প্রত্যেক সলাতের প্রত্যেক রাক'য়াতে পড়তে হবে।

মাসআলা- ১৮৫: রুকুতে যে শরীক হবে তাকে সে রাক'য়াত দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। *

মাসআলা- ১৮৬: ইমাম, মুক্তাদি এবং একাকী সলাত আদায়কারী সবাইকে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ. رواه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সলাতে সূরা ফাতেহা পড়ে নাই তার সলাত অসম্পূর্ণ।" নবী কারীম (ﷺ) একথাটি তিন বার বলেছেন। তারপর আবু হুরাইরা থেকে জিজ্ঞেস করা হল,

---

[১৪৩] বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ৫৯৮, নাসায়ী ৮৯৪, আবূ দাউদ ৭৮১, ইবনু মাজাহ ৮০৫, আহমাদ ৭১২৪, দারেমী ১২৪৪, মুসলিম ঃ ২/৩৮১, হাঃ- ১২৩০।

[১৪৪] তিরমিযী ২৪৩, আবূ দাউদ ৭৭৬, ইবনু মাজাহ ৮০৬, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ ৭০২।

যখন আমরা ইমামের পিছনে সলাত পড়ব তখন কি করব? আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তখন মনে মনে পড়ে নিও। [১৪৫]

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا. رواه أحمد.

আবু মুছা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন, "যখন তোমরা সলাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করবে। যখন ইমাম ক্বিরায়াত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে।" [১৪৬]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِيَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ. رواه أحمد وأبو داود. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা ঘোষনা করার আদেশ দিয়েছেন যে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত সলাত হয় না। এর চেয়ে বেশী কেউ চাইলে পড়তে পারবে।"[১৪৭]

মাসআলা- ১৮৭: ইমাম সূরাহ ফাতেহা শেষ করলে সবাই 'আমীন' বলবে।

মাসআলা- ১৮৮: উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা অতীতের পাপমোচনের কারণ।

মাসআলা- ১৮৯: যে সলাতে ক্বিরায়াত আস্তে পড়া হয় তথায় আস্তে, আর যে সলাতে ক্বিরায়াত জোরে পড়া হয় তথায় জোরে 'আমীন' বলা সুন্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. متفق عليه.

---

[১৪৫] মুসলিম ৩৯৫, তিরমিযী ২৯৫৩, নাসায়ী ৯০৯, আবূ দাঊদ ৮১৯, ৮২০, আহমাদ ৭২৪৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯

*রুকু সালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এটি পেলে রাকাত পাবে এবং সে রাকাত দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না। এটাই সহীহ হাদীসের ফায়সালা। বুখারী বর্ণিত আবুবাকরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), এর হাদীসটি এথার সুস্পষ্ট প্রমাণ। হাদীসের জন্য সহীহ বুখারী, নং ৭৮৩ ও সহীহু আবিদাউদ নং- ৬৮৩, ৬৮৪, দ্রষ্টব্য। অনেক সাহাবীর আমলও ছিল তাই। দেখুন সিলসিলা সহীহা ঃ ১/৪৫৩, ইরওয়াউল গালীলঃ ৩/৮২- অনুবাদক),

[১৪৬] মুসলিম ৪০৪, নাসায়ী ৮৩০, ১০৬৪, ইবনু মাজাহ ৮৪৭, ৯০১, আহমাদ ১৯২২৫, দারেমী ১৩১২

[১৪৭] মুসলিম ৩৯৫, তিরমিযী ২৯৫৩, নাসায়ী ৯০৯, আবূ দাউদ ৮১৯, ইবনু মাজাহ ৮৩৮, আহমাদ ৭২৪৯, ৯২৪০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৭৩৩।

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরাও বল। কারণ যাদের 'আমীন' শব্দ ফেরেশতাদের 'আমীন' শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্বের সকল (সগীরা) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।"[১৪৮]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. رواه أبو داود. (صحيح)

ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন 'ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলতেন।[১৪৯]

মাসআলা- ১৯০: ইমামকে সূরা ফাতেহার পর প্রথম দু' রাক'য়াতে কুরআনের অন্য যে কোন একটি সূরা বা তার অংশ বিশেষ পাঠ করতে হবে।

মাসআলা- ১৯১: সকল সলাতে ইমামকে দ্বিতীয় রাক'য়াত অপেক্ষা প্রথম রাক'য়াতকে লম্বা করতে হবে।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. رواه البخارى.

আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুহরের প্রথম দু' রাক'য়াতে সূরা ফাতেহা ব্যতীত আরো দুটি সূরা পড়তেন, আর পরের দু' রাক'য়াতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তেন। কখনো কোন আয়াত উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন যা আমরা শুনতে পেতাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম রাক'য়াতকে দ্বিতীয় রাক'য়াত অপেক্ষা লম্বা করতেন। এমনিভাবে আসর এবং ফজরের সলাতও আদায় করতেন।"[১৫০]

মাসআলা- ১৯২: মুক্তাদিকে ইমামের পিছনে যুহর এবং আসরের প্রথম দু' রাক'য়াতে ফাতেহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো ভাল। বাকী দু' রাক'য়াতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে।

---

[১৪৮] বুখারী ৭৮০, ৭৮১, মুসলিম ৪১০, তিরমিযী ২৫০, নাসায়ী ৯২৫, ৯২৭, আবূ দাউদ ৯৩৬, ইবনু মাজাহ ৮৫২, ৮৫১, আহমাদ ৮১৪৭, ৭২০৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, দারেমী ১২৪৫, ১২৪৬

[১৪৯] তিরমিযী ২৪৮, নাসায়ী ৯৩২, আবূ দাউদ ৯৩২, ইবনু মাজাহ আবূ দাউদ ৮৫৫, আহমাদ ১৮৩৬২, ১৮৩৬৫, দারেমী ১২৪৭, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৮২৪।

[১৫০] বুখারী ৭৫৯, মুসলিম ৪৫১, নাসায়ী ৯৭৪, আবূ দাউদ ৭৯৮, ইবনু মাজাহ ৮২৯, আহমাদ ২২১০৪, ২২০৫৮, দারেমী ১২৯৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رواه ابن ماجة. (صحيح)

জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা যুহর এবং আসরের সলাতে ইমামের পিছনে প্রথম দু' রাক'য়াতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তাম। আর বাকী দু' রাক'য়াতে সূরা ফাতেহা পড়তাম।[১৫১]

বিঃদ্রঃ- হাদীসের জন্য মাসআলা-১৮৬ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ১৯৪: যে সকল সলাতে ক্বিরায়াত জোরে পড়া হয়, তথায় প্রথম এবং দ্বিতীয় রাক'য়াতের ক্বিরায়াতে তারতীব বজায় রাখা ওয়াজিব নয়।

মাসআলা- ১৯৫: একই রাক'য়াতে সূরা ফাতেহার পরে দু' সূরা মিলানোও জায়েয।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ...... فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُوْمِ هَذِهِ السُّوْرَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ. رواه البخارى فى حديث طويل.

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী সাহাবী কুবা মাসজিদে অন্যান্য আনসারী সাহাবীদের ইমামত করতেন। তিনি প্রত্যেক জাহরী সলাতে বা প্রকাশ্য ক্বিরায়াত পাঠ করতে হয় এমন সলাতে প্রথমে সূরা 'এখলাছ' পড়িয়া তারপর অন্য যে কোন সূরা পড়তেন। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তথায় তাশরীফ আনলেন আনসাররা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ অবস্থা বর্ণনা করলেন। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমামকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি লোকজনের কথা মতে চলনা কেন? আর প্রত্যেক রাক'য়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে সূরা এখলাছ পড় কেন? আনসারী সাহাবী উত্তরে বললেন, আমি সূরা এখলাছকে ভালবাসি। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সূরা এখলাছের মুহাব্বত তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"[১৫২]

قَرَءَ الاَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُوْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوْسُفَ أَوْ يُوْنُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ بِهِمَا. رواه البخاري

[১৫১] ইবনু মাজাহ ৮৪৩,

[১৫২] সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৩৬।

আহনাফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রথম রাক'য়াতে সূরা 'কাহাফ' এবং দ্বিতীয় রাক'য়াতে সূরা ইউসুফ বা ইফনুস পড়েছিলেন এবং বলেছেন যে, আমি ফজরের সলাত 'উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে পড়েছি তিনি এই দু' সূরা পড়েছিলেন।[১৫৩]

মাসআলা- ১৯৬: ইমাম কিংবা একাকী সলাত আদায়কারী ব্যক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় রাক'য়াতে একই সূরা পড়তে পারে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْجُهَيْنَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ الاَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِيْ أَنَسِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا. رواه أبو داود (حسن)

মুআজ ইবনে আব্দিল্লাহ জুহানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ "জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ফজরের সলাতের দু' রাক'য়াতে 'সূরা ঝিলঝাল' পড়তে শুনেছেন। অতঃপর লোকটি বললেন, জানি না, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাজটি ভুলে করেছেন নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে?"[১৫৪]

মাসআলা- ১৯৭: যদি কোন ব্যক্তি কুরআন মাজীদ মোটেই মুখস্থ করতে না পারে তাহলে সে ক্বিরায়াতের স্থানে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ', আলহাম্‌দুলিল্লাহ' এবং আল্লাহু আকবর' বলবে।

عَنْ أَبِي أَوْفَى ﷺقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِيْ شَيْئًا يُجْزِئُنِيْ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.رواه النسائى. (حسن)

আবু আউফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি কুরআনের কোন অংশ স্মরণ রাখতে পারিনা, আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেন যা কোরআনের স্থানে যথেষ্ট হয়। তখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি ক্বিরায়াতের স্থানে 'সুবহানাল্লা', লা ইলাহা ইল্লাহ, আলহাম্‌দুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়িও।"[১৫৫]

মাসআলা- ১৯৮: ক্বিরায়াত পড়ার সময় বিভিন্ন সূরার প্রশ্নবোধক আয়তসমূহের উত্তরে নিম্নোক্ত বাব্যগুলো বলা সুন্নাত।

---

[১৫৩] সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৩৬।

[১৫৪] আবূ দাউদ ৮১৬, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৭৩০।

[১৫৫] নাসায়ী ৯২৪, সহীহু সুনান আল্ নাসায়ীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৮৮৫, মেশকাত-৭৪৮।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. رواه دَاوُد. (صحيح)

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সলাতে 'সূরা আলা' পড়তেন, তখন উত্তরে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতেন"।[১৫৬]

عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) قَالَ: سُبْحَانَكَ فَبَكَى فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. رواه أبو داود. (صحيح)

মূসা ইবনে আবু আ'য়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নিজের ঘরে সলাত পড়তেন, যখন সে 'আলাইসা যালিকা বিক্বাদিরিন আ'লা আঁইয়ুহয়িয়াল মাউতা' আয়াতটি পড়ল। তখন বলল 'সুবহানাকা বালা'। যখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল তখন সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এরূপ শুনেছি।'[১৫৭]

মাসআলা- ১৯৯: ক্বিরায়াত পড়ার সময় সিজদায়ে তেলাওয়া আসলে তখন তেলাওয়াকারী এবং শ্রবণকারী উভয়কে সিজদা করতে হবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُوْرَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ. رواه مسلم.

ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন পড়ার সময় সিজদার আয়াতে পৌছলে সিজদা করতেন এবং আমরা ও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সিজদা করতাম।[১৫৮]

মাসআলা- ২০০: সিজদায়ে তেলাওয়াতের মাসনূন দোয়া এইঃ

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ (سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) . رواه أبو داود والترمذى والنسائى. (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহাজ্জুদের সময় যখন সিজদা করতেন তখন বলতেন "সাজাদা ওয়াজহীয়া লিল্লাযি খালাকাহু ওয়া শাক্কা

---

[১৫৬] আবূ দাউদ ৮৮৩, আহমাদ ২০৬৭, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৭৮৫, মেশকাত-৭৯৯।

[১৫৭] আবূ দাউদ ৮৮৪, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৭৮৬।

[১৫৮] বুখারী ১০৭৫, মুসলিম ৫৭৫, আবূ দাউদ ১৪১১, ১৪১২

সামআহু ওয়া বাছারাহু বিহাউলিহি ওয়া কুওয়াতিহি” (আমার মুখমণ্ডল (সহ আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্বার জন্য যে তা সৃষ্টি করেছেন এবং তার কর্ন, চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে।) [১৫৯]

মাসআলা- ২০১: সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺقَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا. متفق عليه.

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন, “নবী (ﷺ) এর সামনে সূরা ‘আন নাজম’ তেলাওয়াত করেছিলাম্ নবী কারীম (ﷺ) তথায় সিজদা করেননি।” [১৬০]

মাসআলা- ২০২: রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এবং রুকূ‘ থেকে উঠার পর দু’হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। এটাকে ‘রফয়ে য়াদাইন ’ বলা হয়।

মাসআলা- ২০৩: তিন চার রাক‘য়াত বিশিষ্ট সলাতে দ্বিতীয় রাক‘য়াত থেকে উঠার সময়ও ‘রফয়ে য়াদাইন’ করা সুন্নাত।

عَنْ نَافِعٍ ﷺأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ. رواه البخاري.

নাফে থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রাঃ) যখন সলাত শুরু করতেন তখন ‘আল্লাহু আকবর’ বলে দু’হাত উঠাতেন, আর যখন রুকূ‘ করতেন তখনও দু’হাত উঠাতেন। আবার রুকূ‘ থেকে উঠার সময় ‘সামিয়াল্লাহুলিমান’ বলেও দু’হাত উঠাতেন এবং বলতেন নবী (ﷺ) এভাবে হাত উঠাতেন। [১৬১]

মাসআলা- ২০৪: রুকূ‘ এবং সিজদার বিভিন্ন মাসনূন তাসবীহগুলোর দু’টি হলো এইঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا رَكَعَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلَى) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رواه ابن ماجة. (صحيح)

---

[১৫৯] তিরমিযী ৫৮০, নাসায়ী ১১২৯, আবূ দাউদ ১৪১৪, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ ৩য় খণ্ড, হাঃ-২৭২৩।

[১৬০] বুখারী ১০৭২, ১০৭৩, মুসলিম ৫৭৭, তিরমিযী ৫৭৬, নাসায়ী ৯৬০, আবূ দাউদ ১৪০৪, আহমাদ ২১০৮১, দারেমী ১৪৭২

[১৬১] বুখারী ৭৩৯, মুসলিম ৩৯০, তিরমিযী ২৫৫, নাসায়ী ৮৭৭, ৮৭৮, ১০২৫, আবূ দাউদ ৭২১, ৭২২, ইবনু মাজাহ ৮৫৮, আহমাদ ৪৫২৬, ৪৬৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৫, দারেমী ১৩০৮

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং সিজদায় তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতেন।" [১৬২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ (سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ) . رواه مسلم.

আ'য়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) রুকূ' এবং সিজদায় এই দোয়াটি পড়তেন: 'সুববুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুহ'।[১৬৩]

মাসআলা- ২০৫: রুকুতে উভয় হাত শক্তভাবে হাঁটুর উপর রাখবে।

মাসআলা- ২০৬: রুকুতে উভয় হাত খুলে রাখতে হবে।

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِيْ أَصْحَابِهِ أَمْكَنَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. رواه البخاري.

আবু হুমাইদ (রাঃ) বলেন, "যখন নবী (ﷺ) রুকূ' করতেন তখন নিজেন হাত দিয়ে হাঁটু ধরতেন।"[১৬৪]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِيْ بِعَضُدَيْهِ. رواه ابن ماجة.

আ'য়িশাহ (রাঃ) বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রুকূ' করতেন দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বাহু খুলে দিতেন।" [১৬৫]

মাসআলা- ২০৭: রুকূ' অবস্থায় কোমর সোজা হওয়া এবং মাথা কোমরের সমান হওয়া উচিত। উপরে বা নীচে হওয়া যাবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.......وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. رواه مسلم.

আ'য়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (ﷺ) যখন রুকূ' করতেন, তখন মাথা উপরেও রাখতেন না এবং নীচেও রাখতেন না, বরং কোমরের সমান করে রাখতেন।[১৬৬]

---

[১৬২] মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০৪৬, আবূ দাউদ ৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, আহমাদ ২২৭৫০, ২২৮৫৮, দারেমী ১৩০৬, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৭২৫।

[১৬৩] মুসলিম ৪৮৭

[১৬৪] সহীহ আল্ বুখারীঃ ১/৩৪১।

[১৬৫] ইবনু মাজাহ ৮৭৪, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৭১৪।

[১৬৬] মুসলিম ৪৯৮, আবূ দাউদ ৭৮৩, ইবনু মাজাহ ৮১২, ৮৬৯, আহমাদ ২৩৫১০, ২৪২৭০, দারেমী ১২৩৬

মাসআলা- ২০৮: যে ব্যক্তি রুকূ' এবং সিজদা ঠিকভাবে করে না সে সলাতের চোর।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا. رواه أحمد. (صحيح)

আবু কাদাতা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সবচেয়ে মন্দ চোর হচ্ছে সলাত চোর। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ! সলাতে আবার চুরি হয় কি করে? নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা পরিপূর্ণভাবে করে না সেই সলাত চোর।"[১৬৭]

মাসআলা-২০৯: রুকূ' এবং সিজদায় কুরআন তেলাওয়াত নিষেধ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. رواه مسلم.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লোকসকল! তোমরা স্মরণ রেখ আমাকে রুকূ' সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।"[১৬৮]

মাসআলা-২১০: রুকুর পর স্থিরভাবে সোজা দাঁড়ানো জরুরী।

عَنْ ثَابِتٍ ﷺقَالَ كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ نَسِيَ. رواه البخاري.

ছাবেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন আমাদের সামনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাতের বর্ননা দিতেন নিজে সলাত পড়ে দেখাতেন। রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে ক্বাওমার জন্য খাঁড়া হলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন। আমরা মনে করতাম হয়ত আনাস সিজদায় যাওয়া ভুলে গেছেন।[১৬৯]

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ﷺفَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. رواه البخاري.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন যেন তাঁর মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে সংস্থাপিত হয়ে যায়।[১৭০]

---

[১৬৭] আহমাদ ২২১৩৬, দারেমী ১৩২৮, মেশকাত-তাহকীকঃ আল বানীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ ৮৮৫।

[১৬৮] মুসলিম ৪৭৯, নাসায়ী ১০৪৫, ১১২০, আবূ দাউদ ৮৭৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৯আহমাদ ১৯০৩, দারেমী ১৩২৫

[১৬৯] বুখারী ৮০০, মুসলিম ৪৭২, আবূ দাউদ ৮৫৩, আহমাদ ১২২৪২, ১২৩৪৯

[১৭০] বুখারী ৮২৮, তিরমিযী ৩০৪, ৯০০, নাসায়ী ১১৮১, আবূ দাউদ ৭৩৩, ইবনু মাজাহ ৮৬৩, আহমাদ ২৩০৮৮, দারেমী ১৩০৭, ১৩৫৬

বিঃদ্রঃ রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে 'কাওমা' বলা হয়। কাওমা অবস্থায় হাত বাঁধা এবং খোলা রাখার ব্যাপারে হাদীসে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। তাই উভয় নিয়ম দুরস্থ হবে।

মাসআলা- ২১১: কাওমার মাসনূন দোয়া এইঃ

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ﷺقَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ) فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنفا؟ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ. رواه البخارى.

রিফাআ' ইবনে রাফে ' বলেন আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে সলাত পড়তেছিলাম। যখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ' থেকে মাথা উঠালেন তখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বললেন। মুক্তাদিদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু হামদান কাছীরান ত্বায়্যিবান মুবারাকান ফীহি'। সলাত শেষে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এই বাক্যগুলো কে বলেছেন? একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি বলেছি। তখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি দেখলাম (বাক্যগুলো বলার সাথে সাথে) ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেস্তা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য (নিজেদের মধ্যে) প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।[১৭১]

মাসআলা- ২১২: সাত অঙ্গের দ্বারা সিজদা করা উচিত।

মাসআলা- ২১৩: সিজদা অবস্থায় জমিনের সাথে নাক লাগান আবশ্যক।

মাসআলা- ২১৪: সলাত আদায়কালে কাপড় চুল ইত্যাদি ঠিক করা নিষেধ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ. رواه البخارى.

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমাকে সাত অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা কপাল (একথা বলার সময় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় নাক মোবারকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন) দু' হাত, দু' হাঁটু, উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, আমি সলাতাবস্থায় চুল ঠিক না করার ও কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।[১৭২]

---

[১৭১] বুখারী ৭৯৯, নাসায়ী ৯৩১, ১০৬২, আবূ দাঊদ ৭৭০, আহমাদ ১৮৫১৭, মুওয়াত্তা মালিক ৪৯১

[১৭২] বুখারী ৮১২, মুসলিম ৪৯০, তিরমিযী ২৭৩, নাসায়ী ১০৯৩, ১০৯৬, ১০৯৭, আবূ দাঊদ ৮৯০, ইবনু মাজাহ ৮৮৩, ৮৮৪, ১০৪০, আহমাদ ১৯২৮, ২৩০০, দারেমী ১৩১৮, ১৩১৯

মাসআলা- ২১৫: সিজদা সম্পূর্ণ স্থিরতার সাথে করা উচিত।

মাসআলা- ২১৬: সিজদার সময় দু বাহু জমিনে বিছিয়ে দিবে না।

عَنْ أَنَسٍ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. متفق عليه.

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "স্থিরতার সাথে সিজদা কর এবং সিজদার সময় কেউ কুকুরের মত বাহু বিছিয়ে দিওনা।"[১৭৩]

মাসআলা- ২১৭: সিজদায় কনুইদ্বয় পেট থেকে পৃথক এবং খুলে রাখতে হবে।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ. رواه مسلم.

মায়মুনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সিজদা করতেন তখন কোন একটি মেশ শাবক ইচ্ছা করলে তাঁর দু'হাতের মধ্যে দিয়ে যেতে পারত।"[১৭৪]

মাসআলা- ২১৮: সিজদায় উভয় হাত কাঁধ বরাবর থাকা চাই।

মাসআলা- ২১৯: সিজদায় উভয় হাত পার্শ্ব থেকে পৃথক রাখা চাই।

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. رواه أبو داود والترمذى وصححه . (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় নাসিকা এবং কপাল জমীনের সাথে লাগাতেন এবং হাত পার্শ্ব থেকে আলগা করে কাঁধ বরাবর রাখতেন।"[১৭৫]

মাসআলা- ২২০: সিজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখা চাই।

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.رواه البخاري

আবু হুমাইদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখতেন।"[১৭৬]

---

[১৭৩] বুখারী ৮২২, মুসলিম ৪৯৩, নাসায়ী ৩০৮, আবূ দাউদ ৪৬০, ইবনু মাজাহ ৭৬২, ১০২৪, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৯৮, দারেমী ১৩১৬

[১৭৪] মুসলিম ৪৯৬, নাসায়ী ১১০৯, ১১৪৭, আবূ দাউদ ৮৯৮, ইবনু মাজাহ ৮৮০, আহমাদ ২৬২৬৯, ২৬২৭৮, দারেমী ১৩৩০

[১৭৫] বুখারী ৮২৮, তিরমিযী ২৬০, ২৭০, নাসায়ী ১১৮১, আবূ দাউদ ৭৩০, ইবনু মাজাহ ৮৬২, ৮৬৩, আহমাদ ২৩০৮৮, দারেমী ১৩০৭, ১৩৫৬, সহীহু সুনান আত্ তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ২২১।

[১৭৬] সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৪৯।

Contents

মাসআলা- ২২১: 'জলসা' এর মাসনূন দোয়া এইঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ) . رواه أبو داود الترمذى. (صحيح)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত "নবী (ﷺ) দু' সিজদার মধ্যখানে এই দোয়াটি পড়তেন 'আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি ওয়ারহাম্‌নি, ওয়াহদিনি, ওয়াআফিনি, ওয়ারযুকনি।'"[১৭৭]

বিঃদ্রঃ- উভয় সিজদার মধ্যখানে বসাকে 'জলসা' বলে।

মাসআলা- ২২২: রুকু-সিজদা এবং ক্বাওমা ও জলসা স্থিরতার সাথে সমপরিমাণ সময়ে আদায় করা বাঞ্ছনীয়।

عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ. رواه البخارى.

বারা (রাঃ) বলেন, "নবী (ﷺ) এর রুকু-সিজদা, ক্বাওমা এবং উভয় সিজদার মধ্যে বৈঠক প্রায়তাঃ সমপরিমাণ হত।"[১৭৮]

মাসআলা- ২২৩: প্রথম এবং তৃতীয় রাক'য়াতে দ্বিতীয় সিজদার পর স্বল্প সময়ের জন্য বসা সুন্নাত। এ বসাকে 'জলসায়ে এস্তেরাহাত' বলা হয়।

عَنْ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رواه البخارى.

মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (ﷺ) কে সলাত পড়তে দেখেছেন, নবী কারীম (ﷺ) যখন বেজোড় রাক'য়াতগুলোতে (প্রথম ও তৃতীয়) হতেন, তখন (দ্বিতীয় সিজদার পর) স্বল্প সময়ের জন্য বসতেন। তারপর ক্বিয়ামের জন্য দাঁড়াতেন।[১৭৯]

মাসআলা- ২২৪: তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুল উঠান সুন্নাত।

মাসআলা- ২২৫: তাশাহহুদে ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বামহাত বাম হাঁটুর উপর রাখা চাই।

---

[১৭৭] তিরমিযী ২৮৪, আবূ দাউদ ৮৫০, ইবনু মাজাহ ৮৯৮, সহীহ সুনানিত তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-২৩৩।

[১৭৮] বুখারী ৮০১, মুসলিম ৪৭১, তিরমিযী ২৭৯, নাসায়ী ১০৬৫, ১১৪৮, আবূ দাউদ ৮৫২, আহমাদ ১৮০০১, ১৮০৪৩, দারেমী ১৩৩৩

[১৭৯] বুখারী ৮২৩, মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, আবূ দাউদ ৫৮৯, ৮৪২, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১, ২০০০৬, দারেমী ১২৫৩

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُبَيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُوْا وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَي عَلَي فَخِذِهِ الْيُمْنَي وَيَدَهُ الْيُسْرَي عَلَي فَخِذِهِ الْيُسْرَي وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَي إِصْبَعِهِ الْوُسْطَي. رواه مسلم

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন 'আত্‌তাহিয়্যাতু ' পড়ার জন্য বসতেন তখন ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন। আর বৃদ্ধাঙ্গুলকে মধ্যাঙ্গুলের উপর রেখে 'হালকা' বানাতেন। তারপর শাহাদত আঙ্গুলকে উপরে উঠিয়ে ইঙ্গিত করতেন।"[১৮০]

বিঃদ্রঃ শাহাদাত আঙ্গুল কলেমা শাহাদাতের সময় উঠানোর ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। তাই 'আত্‌তাহিয়্যাতু' এর শুরুতেও উঠাতে পারবে এবং কলেমা শাহাদাতের সময়ও উঠাতে পারবে।

মাসআলা- ২২৬: শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা শয়তানের জন্য তালোয়ার দিয়ে আঘাত করার চেযেও বেশী কষ্টদায়ক।

عَنْ نَافِعٍ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَي الشَّيْطَانِ مِنْ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ. رواه أحمد. (صحيح)

নাফে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইবনে 'উমার (রাজি) থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা শয়তানের জন্য তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও কঠিন।"[১৮১]

মাসআলা- ২২৭: তাশাহহুদের মাসনুন দোয়া এইঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ (التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ) ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "যখন তোমরা সলাত পড়বে তখন বলবে"আততাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্‌ত্বায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়্যু ওয়া

[১৮০] মুসলিম ৫৭৯, নাসায়ী ১২৭৫, আবূ দাউদ ৯৮৮, ৯৮৯, আহমাদ ১৫৬৬৮, দারেমী ১৩৩৮

[১৮১] মুসলিম ৫৮০, তিরমিযী ২৯৪, নাসায়ী ১১৬০, ১২৬৬, আবূ দাউদ ৯৮৭, ইবনু মাজাহ ৯১৩, আহমাদ ৫৯৬৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৯৯, দারেমী ১৩৩৯, মেশকাত ঃ ২/৪০৫, হাঃ- ৮৫৬।

রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাক'য়াতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।" তারপর নিজের পছন্দ মত একটি দোয়া পড়বে।"[১৮২]

মাসআলা- ২২৮: প্রথম বৈঠক ওয়াজিব।

মাসআলা- ২২৯: প্রথম তাশাহহুদ ভুলে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا كَانَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. رواه البخاري.

আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে যুহরের সলাত পড়ালেন। দু'রাক'য়াত পর তাশাহহুদের জন্য বসা ভুলে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন শেষ বৈঠকে বসলেন সিজদায়ে সাহু আদায় করলেন।"[১৮৩]

মাসআলা- ২৩০: প্রথম তাশাহহুদে ডান পা খাঁড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা সুন্নাত।

মাসআলা- ২৩১: দ্বিতীয় বা শেষ তাশাহহুদে ডান পা খাঁড়া করে বাম পাকে ডান পায়ের পিণ্ডালির নীচ থেকে বের করে বসাকে 'তাওয়াররুক' বলে। তাওয়াররুক করা উত্তম।

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ- وهو في نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. رواه البخاري.

আবু হুমাইদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবীদের সাথে বসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে আমিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাতকে স্মৃতিতে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত রেখেছি। যখন দু'রাক'য়াতে বসতেন তখন বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাঁড়া করে দিতেন এবং শেষ রাক'য়াতে বসার সময় পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন।"[১৮৪]

---

[১৮২] বুখারী ৮৩১, মুসলিম ৪০২, তিরমিযী ২৮৯, ১১০৫, নাসায়ী ১১৬২, ১১৬৩, ১২৯৮, আবূ দাউদ ৯৬৮, ইবনু মাজাহ ৮৯৯, আহমাদ ৩৫৫২, ৩৬১৫, দারেমী ১৩৪০, ১৩৪১

[১৮৩] বুখারী ৮৩০, মুসলিম ৫৭০, তিরমিযী ৩৯১, নাসায়ী ১১৭৭, ১১৭৮, আবূ দাউদ ১০৩৪, ইবনু মাজাহ ১২০৬, ১২০৭, আহমাদ ২২৪১১, ২২৪২১, মুওয়াত্তা মালিক ২০২, ২০৩, দারেমী ১৪৯১, ১৫০০

[১৮৪] বুখারী ৮২৮, তিরমিযী ২০৪, ৯০০, নাসায়ী ১১৮১, আবূ দাউদ ৭৩০, ইবনু মাজাহ ৮৬২, ৮৬৩, আহমাদ ২৩০৮৮, দারেমী ১৩০৭, ১৩৫৬

মাসআলা- ২৩২: দ্বিতীয় তাশাহহুদে 'আততাহিয়্যাতু'র পর দরূদ শরীফ এবং যে কোন একটি দোয়া পড়া চাই।

عَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ) . رواه الترمذى. (صَحِيْحٌ)

ফুজালা ইবনে উবায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে সলাতে দরূদ ব্যতীত দোয়া করতে শুনে বললেন, যখন কেউ সলাত পড়বে তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর হামদ দিয়ে শুরু করবে অতঃপর আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়বে, অতঃপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে।"[১৮৫]

মাসআলা- ২৩৩: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতে নিম্ন দরূদ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন।

عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلَى- قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. قَالَ قُوْلُوْا (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ) . رواه البخارى.

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর এবং আহলে বায়েত উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করব? নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বল "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদিন ওয়াআলা আলি মুহাম্মদিন কামা ছাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলী ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদিন ওয়ালা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়াআলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।" [১৮৬]

মাসআলা- ২৩৪: দরূদ শরীফের পর দোয়া মাসূরা সমূহের যে কোন একটি বা ততোধিক কেউ চাইলে পড়তে পারবে।

মাসআলা- ২৩৫: মাসূরা দোয়া সমূহের দু'টি নিম্নে হল।

---

[১৮৫] তিরমিযী ৩৪৭৭, নাসায়ী ১২৮৪, সহীহুত তিরমিযীঃ ৩/১৬৪, হাঃ- ২৭৬৭।

[১৮৬] বুখারী ৩৩৭০, মুসলিম ৪০৬, তিরমিযী ৪৮৩, নাসায়ী ১২৮৭, ১২৮৮, আবূ দাউদ ৯৭৬, ইবনু মাজাহ ৯০৪, আহমাদ ১৭৬৩৮, দারেমী ১৩৪২, মেশকাত ঃ ২/৪০৬, হাঃ- ৮৫৮।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ. متفق عليه.

আশেয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতে এ দোয়া পড়তেন "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবারি ওয়াআউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মসীহিদ্দাজ্জালি ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্য়া ওয়াল মামাত আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মাছামি ওয়াল মাগরামি।"[১৮৭]

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ قُلْ (اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ) . متفق عليه.

আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আরজ করলাম, আমাকে কোন একটি দোয়া শিক্ষা দেন যা আমি সলাতে পড়তে পারি। উত্তরে তিনি বললেন, এই দোয়া পড়-"আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফ্সী যুলমান কাসীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুয্যুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলি মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুও রাহীম।"[১৮৮]

মাসআলা- ২৩৬: আত্তাহিয়্যা, দরূদ শরীফ এবং দোয়াসমূহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর 'আসসালামু আলাইম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বলে সলাত শেষ করা সুন্নাত।

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة. (صحيح)

আলী ইবনে আবিতালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পাক পবিত্রতা সলাতের চাবিস্বরূপ। সলাত শুরু হয় তাকবীর দ্বারা এবং সলাতের শেষ হয় সালামের মাধ্যমে।", আবুদাউদ, [১৮৯]

---

[১৮৭] বুখারী ৮৩৩, মুসলিম ৫৮৯, নাসায়ী ১৩০৯, ৪৫৭২, আবূ দাউদ ৮৮০, ১৫৪৩, ৩৮৩৮, আহমাদ ২৩৭৮০, ২৩৮০৩

[১৮৮] বুখারী ৮৩৪, মুসলিম ২৭০৫, তিরমিযী ৩৫৩১, নাসায়ী ১৩০২, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, আহমাদ ৮, ২৯

[১৮৯] তিরমিযী ৩, ইবনু মাজাহ ২৭৫, আহমাদ ১০০৯, ১০৭৫, দারেমী ৬৮৭, আবূ দাউদ, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ- ১ম খণ্ড, হাঃ ২২২

মাসআলা- ২৩৭: সালামের পর ইমাম ডানে বা বামে ফিরে মুক্তাদিমুখী হয়ে বসবে।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. رواه البخاري.

সামুরা ইবনে জুনদাব্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সলাত শেষ করতেন তখন চেহারা মুবারক আমাদের দিকে ফিরিয়ে নিতেন।"[১৯০]

মাসআলা- ২৩৮: সালামের পর হাত উঠিয়ে সবায় মিলে মুনাজাত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

صلاة النساء

মহিলাদের সলাত

মাসআলা- ২৪০: মহিলাদের জন্য মসজিদের চেয়ে নিজ ঘরের নির্জন স্থানে সলাত পড়া অনেক উত্তম।

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِيْ وَصَلَاتُكِ فِيْ بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِيْ قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِيْ أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيْهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. رواه أحمد وابن خزيمة. (حسن)

আবু হুমাইদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে মসজিদে নববীতে সলাত পড়তে মন চায়। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি জানতে পারলাম যে তুমি আমাদের সাথে সলাত পড়তে চাও, কিন্তু তোমার জন্য ক্ষুদ্র কুঠরীতে সলাত পড়া কক্ষে সলাত পড়ার চেয়ে উত্তম, আর কক্ষে সলাত পড়া বাড়ীতে সলাত পড়ার চেয়ে উত্তম, আর বাড়ীতে সলাত পড়া মহল্লার মসজিদে সলাত পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) সলাত পড়ার চেয়ে উত্তম। তারপর উম্মে হুমাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আদেশ

---

[১৯০] বুখারী ৮৪৫, মুসলিম ২২৭৫, তিরমিযী ২২৯৮, আহমাদ ১৯৫৯০, ১৯৫৯৫

দিলেন যেন তাঁর জন্য ঘরের একেবারে ভিতরের অন্ধকার স্থানে একটি সলাতের স্থান নির্ধারিত করা হয়। তিনি সবসময় শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠরীতে সলাত পড়তেন।"[১৯১]

মাসআলা- ২৪১: শরীয়তের বিধান পালন করতঃ মহিলারা সলাত পড়তে যেতে চাইলে তাদেরকে বাধা না দেয়া উচিত।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. رواه أبو داود. (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করিও না। কিন্তু সলাতের ব্যাপারে তাদের জন্য মসজিদের চেয়ে তাদের ঘরই অনেক উত্তম।"[১৯২]

মাসআলা- ২৪২: মহিলাদেরকে দিবালোকে মসজিদে না আসা উত্তম।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ. رواه الترمذى. (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মসজিদে আসার জন্য মহিলাদেরকে রাত্রেই অনুমতি দিও।"[১৯৩]

মাসআলা- ২৪৩: মহিলাদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যাওয়া নিষেধ।

মাসআলা- ২৪৪: কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করলে তাকে মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيْدِيْنَ؟ قَالَتْ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ. رواه ابن ماجة. (صحيح)

---

[১৯১] ইবনু হিব্বান, আহমাদ ২৬৫৫০, সহীহুত তারগীব ওয়াত্‌তারহীবঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৩৩৮।

[১৯২] বুখারী ৮৬৫, ৮৭৩, ৮৯৯, ৫২৩৮, মুসলিম ৪৪২, তিরমিযী ৫৭০, নাসায়ী ৭০৬, আবূ দাঊদ ৫৬৭, ইবনু মাজাহ ১৬, আহমাদ ৪৫০৮, ৪৫৪২, দারেমী ৪৪২, ১২৭৮, সহীহু সুনানি আবিদাঊদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৫৩০।

[১৯৩] বুখারী ৮৬৫, মুসলিম ৪৪২, তিরমিযী ৫৭০, নাসায়ী ৭০৬, আবূ দাঊদ ৫৬৬, ৫৬৭, ইবনু মাজাহ ১৬, আহমাদ ৪৫০৮, ৬৪০৮, দারেমী ৪৪২, ১২৭৮, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৪৬৬।

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক মহিলাকে সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কোথায় যাচ্ছ? মহিলা বলল, মসজিদে। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এজন্যই কি তুমি সুগন্ধি ব্যবহার করলে? মহিলা বলল, হ্যাঁ। আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি- "যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদের জন্য বের হয়, তার সলাত গোসল না করা পর্যন্ত কবুল হয় না।"[১৯৪]

মাসআলা- ২৪৫: মাথায় চাদর বা মোটা উড়না ব্যতীত মহিলাদের সলাত হয় না। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৬৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৪৬: মহিলাদের কাতার পুরুষদের কাতার থেকে পৃথক হতে হবে।

মাসআলা- ২৪৭: মহিলা একাকী কাতারে দাঁড়াতে পারবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৪৮: মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো পিছনের কাতার, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হলো সামনের কাতার।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا. رواه أبو داود وابن ماجة. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার সর্বশেষে আর সর্বনিকৃষ্ট কাতার প্রথম আর পুরুষের সর্বোত্তম কাতার প্রথম এবং নিকৃষ্ট হলো শেষ।"[১৯৫]

মাসআলা- ২৪৯: ইমামকে তার ভুল সম্পর্কে অবগত করার জন্য পুরুষরা 'সুব্হানাল্লাহ' বলবে আর মহিলারা তালি বাজাবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ২৬৯ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৫০: মহিলাদের আযান দেয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ২৫১: মহিলা মহিলাদের ইমামত করতে পারে।

মাসআলা- ২৫২: মহিলাকে ইমামত করার সময় কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াতে হবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৫৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৫৩: স্বামী-স্ত্রী ও এক কাতারে সলাত পড়তে পারবে না।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ رضي الله عنها خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ أُصَلِّي مَعَهُ. رواه النسائي.

---

[১৯৪] ইবনু মাজাহ ৪০০২, আবূ দাউদ ৪১৭৪, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ২য় খণ্ড, হাঃ-৩২৩৩।

[১৯৫] মুসলিম ৪৪০, তিরমিযী ২২৪, নাসায়ী ৮২০, আবূ দাউদ ৬৭৮, ইবনু মাজাহ ১০০০, আহমাদ ৭৩১৫, ৮২২৩, দারেমী ১২৬৮, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-৮১৯।

Contents

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সলাত পড়েছি। আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পিছনের কাতারে আমাদের সাথে সলাত পড়েছেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পার্শ্বে দাঁড়াতাম।"[১৯৬]

মাসআলা- ২৫৪: সলাতের নিয়মে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي. رواه البخاري.

মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত পড়তে দেখেছ সেভাবেই সলাত পড়।"[১৯৭]

عَنْ أَنَسٍ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. متفق عليه.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "স্থিরতার সাথে সিজদা করা এবং সিজদার সময় কেউ কুকুরে মত বাহু বিছিয়ে দিওনা।"[১৯৮]

كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِيْ صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيْهَةً. رواه البخاري.

উম্মে দরদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সলাতে পুরুষের মত বসতেন সে একজন অভিজ্ঞ মহিলা ছিলেন। [১৯৯]

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِيُّ: تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.

ইব্রাহীম নখয়ী বলেন, "পুরুষরা যেরকম সলাত পড়ে মহিলারা ও সে রকম নামজ পড়বে।"[২০০]

মাসআলা- ২৫৫: ইস্তেহাযা ওয়ালীকে হায়েজের দিন শেষ হলে প্রত্যেক সলাতের জন্য নতুন ওযু করতে হবে। হাদীসেরজন্য মাসআলা নং-২৩ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৫৬: ঋতুবতীকে ঋতুকালীন সময়ের সলাতসমূহ কাজা করতে হবে না। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

---

[১৯৬] নাসায়ী ৮০৪, আহমাদ ২৭৪৬, সহীহু সুনান আল নাসাঈঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৭৭৪।

[১৯৭] বুখারী ৬০০৮, মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, আবূ দাউদ ৮৪২, ৮৪৩, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১, ২০০০৬, দারেমী ১১৫৩

[১৯৮] বুখারী ৫৩২, মুসলিম ৪৯৩, নাসায়ী ৩০৮, ৭২৮, আবূ দাউদ ৪৬০, ইবনু মাজাহ ৭৬২, ১০২৪, আহমাদ ১২৩৯৮, ১৩৬৮৫, দারেমী ১৩৯৬

[১৯৯] সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৫, তালীক।

[২০০] ইবনু আবি শাইবাহ ১৮৯, মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বাঃ ১ম খণ্ড, পৃ-৭৫, মাকতু।

মাসআলা- ২৫৮: শরীয়তের বিধান অনুসরণ করতঃ মহিলারা ঈদের সলাতের জন্য মসজিদে অথবা ময়দানে যেতে চাইলে যেতে পারবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪৫৬ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৫৯: তাহাজ্জুদ আদায়কারী মহিলাদের ফযীলত। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৯৬।

الأذكار السنونة

সলাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ

মাসআলা- ২৬০: ফরয সলাত থেকে সালাম ফিরানোর পর উচ্চৈঃস্বরে একবার 'আল্লাহু আকবার' এবং নিম্নস্বরে তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' অতঃপর 'আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌সালাম ওয়া মিন্‌কাস্‌সালাম তাবারাক্‌তা ইয়া যাল জালালি ওয়াল্‌ ইকরাম' বলা সুন্নাত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ. متفق عليه.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফরয সলাত শেষ হওয়ার আন্দাজ করতাম তাকবীরের আওয়াজ দ্বারা।[২০১]

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) . رواه مسلم.

ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত শেষ করার পর তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতেন। তারপর 'আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌সালাম ওয়া মিনকাস্‌সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল্‌ জালালি ওয়াল ইকরাম" বলতেন।[২০২]

মাসআলা- ২৬১: কতিপয় অন্য মাসনূন দোয়াঃ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ يَامُعَاذُ فَقُلْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ: فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُوْلَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ (اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) رواه أحمد وأبوداؤد (صحيح)

---

[২০১] বুখারী ৮৪২, মুসলিম ৫৮৩, নাসায়ী ১৩৩৫, আবূ দাউদ ১০০৩, আহমাদ ১৯৩৪, ৩৪৬৮

[২০২] মুসলিম ৫৯১, তিরমিযী ৩০০, আবূ দাউদ ১৫১২, ইবনু মাজাহ ৯২৮, আহমাদ ২১৯০২, দারেমী ১৩৪৮

মু'আয ইবনে জাবল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয আমি তোমায় ভালবাসি। আমি বল্লাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ও আপনাকে অতি ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে প্রত্যেক ফরয সলাতের পর এই বাক্যগুলো অবশ্যই বলিও 'রাব্বি আইন্নী আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক'।[২০৩]

عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ). متفق عليه.

মুগীরা ইবনে শো'বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ফরয সলাতের পর এই দোয়া পড়তেন "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শরীকা লাহু লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানেআ' লিমা আতায়তা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা য়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দ।"[২০৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক সলাতের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবর' বলবে এবং এই নিরানব্বইয়ের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' বলে শত পূর্ণ করবে তার পাপসমূহ মাপ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়।"[২০৫]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى. (صحيح)

---

[২০৩] নাসায়ী ১৩০৩, আবূ দাউদ ১৫২২, আহমাদ ২১৬২১, মেশকাত ঃ ২/৪২০, হাঃ-৮৮৮, সহীহু সুনান আল্ নাসায়ী, প্রথম খণ্ড, হাঃ-১২৩৬।

[২০৪] বুখারী ৮৪৪, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, ৩০৭৯, আহমাদ ১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, দারেমী ২৭৫১, আল্ লু'লুউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খণ্ড, নং-৩৪৭, মেশকাত নং-৯০০।

[২০৫] মুসলিম ৫৯৭, আবূ দাউদ ১৫০৪, আহমাদ ৮৬১৬, ৯৭৯৭, মুওয়াত্তা মালিক ৪৮৮

উকবা ইবনে আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রত্যেক সলাতের পর 'মুআওয়েযাত' পড়ার আদেশ দিয়েছেন।"[২০৬]

বিঃদ্রঃ 'মুআওয়েযাত' এর অর্থ হচ্ছে কুরআন মজীদের শেষ দুটি সূরা।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺعَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ تَكْبِيْرَةً فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم.

কা'ব ইবনে উজরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সলাতের পর এমন কিছু যিকর আছে, যা পাঠকারী কখনো বঞ্চিত হবেনা। ৩৩ বার 'সুব্‌হানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ' ও ৩৪বার 'আল্লাহু আকবর'।[২০৭]

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُوْلُ بِصَوتِهِ الْاعلى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. رواه مسلم.

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ""রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফরয সলাত থেকে ফারেগ হতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে বলতেনঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর লা হাওলা ওয়া লা কুওয়অতা ইল্লা বিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ লাহুন্নি'মাতু ওয়ালাহুল ফজলু ওয়ালাহুচ্ছানাউল হাসান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিছীন লাহুদ্দীন ওয়া লাউ কারিহাল কাফিরুন।"[২০৮]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَرَءَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ) رواه النسائي وابن حبان والطبراني (صحيح)

আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সলাতের পর 'আয়াতুল কুরছি' পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বেহেশতে যাওয়া থেকে বাধা দিতে পারবেনা।"[২০৯]

---

[২০৬] মুসলিম ৮১৪, তিরমিযী ২৯০২, ২৯০৩, নাসায়ী ৯৫২, ৫৪৪০, আবূ দাউদ ১৪৬২, ১৫২৩, আহমাদ ১৬৯৬৪, দারেমী ৩৪৩৯, ৩৪৪০, বায়হাকী, সহীহু সুনান আল নাসাঈঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১২৬৮।

[২০৭] মুসলিম ৫৯৬, তিরমিযী ৩৪১২, নাসায়ী ১৩৪৯

[২০৮] মুসলিম ৫৯৪, নাসায়ী ১৩৩৯, ১৩৪০, আবূ দাউদ ১৫০৬, আহমাদ ১৫৬৭৩, ১৫৬৯০

[২০৯] নাসায়ী, ইবনু হিব্বান, তাবারানী, সিলসিলায়ে সহীহাঃ শায়খ আলবানী, ২য় খণ্ড, নং-৯৭২।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ج (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ج (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ع (١٨٢)) .رواه أبويعلي. (حسن)

আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সলাত শেষ করতেন তখন তিনবার বলতেন 'সুব্‌হানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুসসালীন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" (সূরা আস্-সফফাত ১৮০-১৮২) - আবুয়ালা সুয়ূতী।[২১০]

مَايَجُوْزُ فِي الصَّـــلَاةِ

সলাতে জায়েয কার্যসমূহের মাসায়েল

মাসআলা- ২৬৪: সলাতে আল্লাহর ভয়ে কান্না করা জায়েয।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সলাত পড়তে দেখেছি, তখন তাঁর ছিনায় ক্রন্দনের দরুণ জাঁতা পেষার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল।"[২১১]

মাসআলা- ২৬৫: সলাতে অসুস্থতা, বৃদ্ধতা ইত্যাদির কারণে লাঠিতে ভার দেয়া অথবা চেয়ার ব্যবহার করা জায়েয।

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُوْدًا فِيْ مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. رواه أبو داود. (صحيح)

উম্মে কাইস বিনতে মিহছান (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স যখন বেড়ে গেল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তখন তিনি সলাতের স্থানে একটি লাঠি রাখতেন এবং সলাত পড়ার সময় তার উপর ভার দিতেন।"[২১২]

মাসআলা- ২৬৬: বৃদ্ধতা বা অসুস্থতার কারণে নফল সলাতের কিছু অংশ বসে পড়া আর কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়া জায়েয। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩১৮দ্রষ্টব্য।

---

[২১০] আবূ ইয়া'লা, সুয়ূতী, উদ্দাতুল হিসনি ওয়াল হাসীনঃ হাঃ-২১৩।

[২১১] নাসায়ী ১২১৪, আবূ দাউদ ৯০৪, আহমাদ ১৫৮৭৭, ১৫৮৯১, সহীহু সুনান আল্ নাসাঈ, ১ম খণ্ড, হাঃ-৭৭৯, মেশকাত নং-৯৩৫।

[২১২] আবূ দাউদ ৯৪৮, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৮৩৫।

মাসআলা- ২৬৭: কষ্টদায়ক জীবকে সলাতরত অবস্থায় হত্যা করা জায়েয।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ. رواه أحمد وأبو داود. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'সলাতের মধ্যে সাপ এবং বিচ্ছুকে মারতে পারবে।"[২১৩]

মাসআলা- ২৬৮: কোন কারণে সিজদার জায়গা থেকে মাটি অথবা কঙ্কর সরাতে হলে সলাতের মধ্যে একবার পারা যাবে।

عَنْ مُعَيْقِيْبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً. متفق عليه.

মুআ'ইকীব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি সলাতের মধ্যে সিজদার জায়গা থেকে মাটি সরিয়ে তা সমান করতেছিলেন, রাসূল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, "এরূপ যদি করতেই হয় তাহলে শুধু একবার করবে।"[২১৪]

মাসআলা- ২৬৯: ইমামের ভুল সংশোধন উদ্দেশ্যে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলারা হাত তালি দিবে।

মাসআলা- ২৭০: সলাত আদায়কারী প্রয়োজনবশতঃ অন্য লোককে সম্বোধন করতে চাইলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে আর মহিলারা হাত তালি দিবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কারো সলাতে কিছু ঘটে, তখন পুরুষরা 'সুব্হানাল্লাহ' বলবে। হাতের উপর হাত মারা মহিলাদের জন্য।"[২১৫]

---

[২১৩] তিরমিযী ৩৯০, নাসায়ী ১২০২, ১২০৩, আবূ দাউদ ৯২১, ইবনু মাজাহ ১২৪৫, আহমাদ ৭১৩৮, ৭২৩২, দারেমী ১৫০৪, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৮১৪, মেশকাত নং- ৯৩৯।

[২১৪] বুখারী ১২০৭, মুসলিম ৫৪৬, তিরমিযী ৩৮০, নাসায়ী ১১৯২, আবূ দাউদ ৯৪৬, ইবনু মাজাহ ১০২৬, আহমাদ ১৫০৮৩, ২৩০৯৮, দারেমী ১৩৮৭, আললু'লুউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৩১৮, মেশকাত নং-৯১৭।

[২১৫] বুখারী ১২০৩, মুসলিম ৪২২, তিরমিযী ৩৬৯, নাসায়ী ১২০৭, ১২০৮, আবূ দাউদ ৯৩৯, ইবনু মাজাহ ১০৩৪, আহমাদ ৭২৪৩, দারেমী ১৩৩৩, আল্লু'লউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-২৪৪, মেশকাত নং- ৯২৪।

মাসআলা-২৭১: ছোট ছেলেকে কাঁধে উঠালে সলাত নষ্ট হয় না।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ أَعَادَهَا. متفق عليه.

আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বীয় কাঁদের উপর আবুল আছের কন্যা উমামাকে রেখে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকূ' করতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন, আর যখন সিজদা হতে দাঁড়াতেন, তাঁকে কাঁধের উপর তুলে নিতেন।"[২১৬]

মাসআলা- ২৭২: সলাত পড়া অবস্থায় মনে কোন চিন্তা আসলে সলাত বাতিল হয় না।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِيْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيْتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. رواه البخاري.

উকবা ইবনে হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আসরের সলাত পড়েছি। সালাম ফেরার পর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং কোন একজন স্ত্রীর কাছে গেলেন আবার বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর ত্রস্তভাব দেখে লোকদের চোখে মুখে বিস্ময় জেগেছে। তিনি বললেন, আমি সলাতরত থাকাবস্থায় আমার কাছে রাখা এক খণ্ড স্বর্ণপিণ্ডের কথা স্মরণ হলে তা আমার কাছে রেখে সন্ধ্যা ও রাত যাপন করা পছন্দ করলাম না। সুতরাং তা বিলি করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম।" [২১৭]

মাসআলা- ২৭৩: সলাতে শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌শায়ত্বানীর রাজীম ' বলা জায়েয।

قَالَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلَاتِيْ وَقِرَاءَتِيْ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّيْ. رواه أحمد ومسلم.

---

[২১৬] বুখারী ৫১৬, মুসলিম ৫৪৩, নাসায়ী ৭১১, ১২০৪, আবূ দাউদ ৯১৭, ৯১৮, আহমাদ ২২০১৩, ২২০২৬, ২২০৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ৪১২, দারেমী ১৩৫৯

[২১৭] বুখারী ১২২১, নাসায়ী ১৩৬৫, আহমাদ ১৫৭১৮, ১৮৯৩৩

উসমান ইবনে আবুল আছ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমাকে সলাতে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে এবং আমার ক্বিরায়াতে সন্দেহ পতিত করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এই শয়তানের নাম হলো 'খিনযির'। যখন তার উস্কানি অনুভব করবে তখন আউযুবিল্লাহি--- পড় এবং বামপার্শ্বে তিনবার থুথু ফেল। উসমান বলেন, আমি এরূপ করেছি পরে আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে সরিয়ে দিয়েছেন।"[২১৮]

মাসআলা- ২৭৪: কোন মুছীবতের সময় ফরয সলাত বিশেষ করে ফজরের শেষ রাক'য়াতের 'কাওমা'য় হাত উঠিয়ে উচ্চৈঃস্বরে মুসলমানদের জন্য দোয়া করা এবং শুক্রর জন্য বদদোয়া করা জায়েয। (হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ৩৭১ দ্রষ্টব্য)।

মাসআলা- ২৭৫: সুতরা এবং সলাতীর মধ্যখান দিয়ে আগমনকারীকে সলাতের মধ্যেই হাত দিয়ে প্রতিহত করা উচিত। হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ১২৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৭৬: প্রখর গরমের দরুণ সিজদার স্থানে কাপড় রাখতে পারবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺقَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِيْ مَكَانِ السُّجُوْدِ. رواه البخارى.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সলাত পড়তাম এবং আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গরমের দরুণ কাপড়ের খুঁট সিজদার জায়গায় রাখতো।"[২১৯]

মাসআলা- ২৭৭: জুতা পবিত্র হলে তা পরাবস্থায় সলাত পড়া যাবে।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ. متفق عليه.

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হয়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি জুতা পরে সলাত পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[২২০]

---

[২১৮] মুসলিম ২২০৩, আহমাদ ১৭৪৪০, মুখতাছারু সহীহি মুসলিম-আলবানী, হাঃ-১৪৪৮।

[২১৯] বুখারী ৩৮৫, মুসলিম ৬২০, তিরমিযী ৫৮৪, নাসায়ী ১১১৬, আবূ দাউদ ৬৬০, ইবনু মাজাহ ১০৩৩, আহমাদ ১১৫৫৯, দারেমী ১৩৩৭

[২২০] বুখারী ৫৮৫০, মুসলিম ৫৫৫, তিরমিযী ৪০০, নাসায়ী ৭৭৫, আহমাদ ১১৫৬৫, ১২২৮৮, ১২৫৫৩, দারেমী ১৩৭৭

المنوعات في الصلاة

সলাতে নিষিদ্ধ কার্যসমূহের মাসায়েল

মাসআলা- ২৭৮: সলাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نُهِيَ النَّبِيّ ﷺ عَنْ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. متفق عليه

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।[২২১]

মাসআলা- ২৭৯: সলাতে আঙ্গুল ফুটানো বা আঙ্গুল টুকান নিষেধ।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِيْ صَلَاة. رواه أحمد والترمذى وأبو داود والنسائى والدارى. (صحيح)

কা'ব ইবনে উজরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ওযু করে মসজিদের দিকে যায়, তখন রাস্তায় আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে চলবে না। কারণ সে সলাতের মধ্যে থাকে।"[২২২]

মাসআলা- ২৮০: সলাতে হাই আসলে তাকে যথাসম্ভব দমন করবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. رواه مسلم.

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো সলাতে হাই আসবে তখন তাকে যথাসম্ভব দমন করবে। তখন শয়তান তার মুখে প্রবেশ করে।"[২২৩]

মাসআলা- ২৮১: সলাতে আকাশের দিকে তাকান নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. رواه مسلم.

---

[২২১] বুখারী ১২১৯, মুসলিম ৪৫৪, তিরমিযী ৩৮৩, নাসায়ী ৮৯০, আবূ দাঊদ ৯৪৭, আহমাদ ৭১৩৬, ৭৮৩৭, ৮৯৩০, দারেমী ১৪২৮

[২২২] তিরমিযী ৩৮৬, আবূ দাউদ ৫৬২, ইবনু মাজাহ ৯৬৭, আহমাদ ১৭৬৩৭, ১৭৬৪৬, দারেমী ১৪০৪, ১৪০৬, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৫২৬।

[২২৩] মুসলিম ২৯৯৫, আবূ দাউদ ৫০২৬, আহমাদ ১০৮৬৯, ১০৯৩০, দারেমী ১৩৮২, মুখতাছারু মুসলিম, হাঃ- ৩৪৫, মেশকাত নং- ৯২২।

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সলাতরত অবস্থায় আসমানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।"[২২৪]

মাসআলা- ২৮২: সলাতের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ।

মাসআলা- ২৮৩: সলাতে দু'কাঁধের উপর এইভাবে কাপড় লঠকানো যাতে কাপড়ের উভয় দিক জমিনের দিকে হয় এটাকে 'সদল' বলে। এটা সলাতে নিষিদ্ধ। এব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৬২ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৮৪: সলাতের মধ্যে কাপড় ঠিক করা, চুল ঠিক করা, চুলে ঝুঁটি বাঁধা ইত্যাদি মোটকথা নিস্প্রয়োজনে কোন কাজ করা নিষেধ। এব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২১৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৮৫: সিজদার জায়গা থেকে বারবার কঙ্কর হঠান নিষেধ। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৫৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৮৬: সলাতে এদিক সেদিক তাকানো নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِيْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة. (حسن)

আবু জর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বান্দার সলাতের দিকে সান্নিধ্য দানে রত থাকেন যতক্ষণ না সে এদিক দৃষ্টিপাত করে। যখন সে সলাত থেকে একাগ্রতা বিচ্ছিন্ন হয় তখন আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে স্বীয় সান্নিধ্য হঠিয়ে ফেলেন।"[২২৫]

মাসআলা- ২৮৭: বালিশের উপর সিজদা করা কিংবা গালীচার উপর সলাত পড়া নিষেধ।

মাসআলা- ২৮৮: ইঙ্গিতে সলাত পড়ার সময় সিজদার জন্য মাথাকে রুকূ' অপেক্ষা নীচু করবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيْضٍ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ دَعْهَا عَنْكَ تَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ. رواه الطبراني (صحيح)

---

[২২৪] মুসলিম ৪২৯, নাসায়ী ১২৭৬, আহমাদ ৮২০৩, ৮৫৮৪

[২২৫] নাসায়ী ১১৯৫, আবূ দাউদ ৯০৯, আহমাদ ২০৯৯৭ দারেমী ১৪২৩, সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীবঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৫৫৫।

Contents

ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বালিশের উপর সিজদা দিয়ে সলাত আদায়কারী এক ব্যক্তিকে বলেছেন, "বালিশ হঠিয়ে দাও, যদি জমিতে সিজদা করতে পার তাহলে কর আর যদি না পার তাহলে ইঙ্গিতে সলাত পড় এবং সিজদার জন্য রুকূ' অপেক্ষা বেশী ঝুঁক।"[২২৬]

فضل السنن والنوافل

সুন্নাত এবং নফল সলাতের ফজীলত

মাসআলা- ২৮৯: যুহরের পূর্বে চার রাক'য়াত আর পরে দু' রাক'য়াত, মাগরিবের পর দু' রাক'য়াত এশার পর দু' রাক'য়াত এবং ফজরের পূর্বে দু' রাক'য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ সলাত আদায়কারীর জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করা হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. رواه الترمذى وابن ماجة. (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিয়মিত বার রাক'য়াত সুন্নাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করবেন। যুহরের পূর্বে চার রাক'য়াত আর পরে দু' রাক'য়াত, মাগরিবের পর দু' রাক'য়াত, এশার পর দু' রাক'য়াত এবং ফজরের পূর্বে দু' রাক'য়াত।"[২২৭]

মাসআলা- ২৯০: ফজরের পূর্বের দু' রাক'য়াত সুন্নাত দুনিয়ার সমস্ত বস্তু থেকে উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. رواه الترمذى (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ফজরের দু' রাক'য়াত সুন্নাত দুনিয়া এবং তার সমস্ত বস্তু থেকে অনেক উত্তম।"[২২৮]

---

[২২৬] তাবারানী, সিলসিলায়ে সহীহা-শায়খ আলবানীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৩২৩।

[২২৭] তিরমিযী ৪১৪, নাসায়ী ১৭৯৪, ইবনু মাজাহ ১১৪০, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৩৩৮।

[২২৮] মুসলিম ৭২৫, আহমাদ ৪১৬, নাসায়ী ১৭৫৯, আহমাদ ২৫৭৫৪, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ- ৩৪০।

Contents

মাসআলা- ২৯১: যুহরের পূর্বে চার রাক'য়াত সুন্নাত আদায়কারীর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৩০৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৯২: যুহরের পূর্বে চার রাক'য়াত এবং পরে চার রাক'য়াত সুন্নাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. رواه ابن ماجة. (صحيح)

উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক'য়াত এবং পরে চার রাক'য়াত সুন্নত পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।"[২২৯]

মাসআলা- ২৯৩: আসরের পূর্বে চার রাক'য়াত সলাত আদায়কারীকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. رواه الترمذى. (حسن)

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাক'য়াত সলাত পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে দয়া করবে।[২৩০]

মাসআলা- ২৯৪: চাশতের চার রাক'য়াত সলাত আদায়কারীর সারা দিনের সকল দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়ে নেন।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪৯৬ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৯৫: তারাবীর সলাত অতীতের সমস্ত সগীরা গুনাহ ক্ষমা হওয়ার কারণ হয়।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ৩৯১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ২৯৬: রাত্রের যে কোন সময়ে ঘুম থেকে উঠে দু' রাক'য়াত সলাত আদায়কারী স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহ তা'আলা বেশী বেশী তাঁকে স্মরণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে থাকেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ . رواه ابن ماجة وأبو داود. (صحيح)

---

[২২৯] তিরমিযী ৪২৭, ৪২৮, আবূ দাউদ ১২৬৯, ইবনু মাজাহ ১১৬০, আহমাদ ২৬২৩২, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-৯০১।

[২৩০] তিরমিযী ৪৩০, আবূ দাউদ ১২৭১, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৩৫৪।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি রাত্রে উঠে এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগায় আর উভয়ে দু' রাক'য়াত সলাত পড়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নাম আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী মহিলা-পুরুষের মধ্যে লেখেন।"[২৩১]

মাসআলা- ২৯৭/১: একটি সিজদা আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা মানুষের আমলনামায় একটি পূণ্য বৃদ্ধি করেন, একটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং একটি দরজা বুলন্দ করেন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ . رواه ابن ماجة. (صحيح)

উবাদা ইবনে সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে বান্দা আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি পূণ্য লেখেন, একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং একটি দরজা বুলন্দ করেন, সুতরাং বেশী বেশী সিজদা কর।"[২৩২]

মাসআলা- ২৯৭/২: কেয়ামতের দিন ফরয সলাতের ঘাটতি নফল এবং সুন্নাতসমূহ দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ১৮ দ্রষ্টব্য।

أحكام السنن والنوافل

সুন্নাত এবং নফল সলাতসমূহ

মাসআলা- ২৯৮: রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল নফল সলাত নিয়মিত করেছেন তা উম্মেতের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

মাসআলা- ২৯৯: যুহরের পূর্বে চার রাক'য়াত এবং পরে দু' রাক'য়াত, মাগরিবের পরে দু' রাক'য়াত, এশার পরে দু' রাক'য়াত এবং ফজরের পূর্বে দু' রাক'য়াত সর্বমোট বার রাক'য়াত পড়া সুন্নাত।

মাসআলা-৩০০: সুন্নাত এবং নফল সলাতসমূহ ঘরে পড়া উত্তম।

---

[২৩১] আবূ দাঊদ ১৩০৯, ১৪৫১, ইবনু মাজাহ ১৩৩৫, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১০৯৮।

[২৩২] ইবনু মাজাহ ১৪২৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১১৭১।

মাসআলা- ৩০১: নফল সলাত দাঁড়িয়ে বা বসে উভয় নিয়মে পড়া যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِيْ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيْلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নফল সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "রাসূল কারীম (ﷺ) যুহরের পূর্বে চার রাক'য়াত ঘরে আদায় করতেন, তারপর মসজিদে গিয়ে ফরয আদায় করতেন। অতঃপর ঘরে চলে আসতেন এবং যুহরের পর দু' রাক'য়াত পড়তেন। মাগরিবের সলাত শেষ করেও ঘরে চলে আসতেন এবং দু' রাক'য়াত পড়তেন। এশার সলাতের পরও ঘরে চলে আসতেন এবং দু' রাক'য়াত পড়তেন। রাসূল কারীম (ﷺ) তাহাজ্জুদের সলাত বিতরসহ নয় রাক'য়াত পড়তেন। তাহাজ্জুদের সলাত কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কখনো বসে বসে পড়তেন। দাঁড়িয়ে ক্বিরায়াত পড়লে রুকূ' সিজদাও দাঁড়িয়ে করতেন্ আর বসে ক্বিরায়াত পড়লে রুকূ' সিজদাও বসে আদায় করতেন। ফজর হয়ে গেলে দু' রাক'য়াত আদায় করতেন।"[২৩৩]

বিঃদ্রঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের রাক'য়াতের মোট সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সলাত	ফরয	ফরযের পূর্বে সুন্নাত	ফরযের পরে সুন্নাত
ফজর	২	২	
জোহর	৪	২ বা ৪	২
আছর	৪	-	-
মাগরিব	৩	-	২
এশা	৪	-	২

মাসআলা- ৩০২: যুহরের পূর্বে দু'রাক'য়াত সুন্নাত আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ. رواه مسلم.

[২৩৩] মুসলিম ৭৩০, নাসায়ী ১৬৪৬, ১৬৪৭, আবূ দাউদ ৯৫৫, আহমাদ ২৫৭৫৪

ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যুহরের পূর্বে দু'রাক'য়াত, যুহরের পরে দু'রাক'য়াত, মাগরিবের পর দু'রাক'য়াত, এশার পর দু'রাক'য়াত এবং জুমু'আহর পরে দু'রাক'য়াত পড়েছি, মাগরিব, এশা এবং জুমু'আহর দু দু'রাক'য়াত রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ঘরে পড়েছি।"[২৩৪]

মাসআলা- ৩০৩: সুন্নাত এবং নফলসমূহ দু দু'রাক'য়াত করে আদায় করা ভাল।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى . رواه أبو داود. (صحيح)

ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দিন রাতের নফলসমূহ দু দু'রাক'য়াত করে পড়।"[২৩৫]

মাসআলা- ৩০৪: এক সালামে চার রাক'য়াত সুন্নাত/নফল পড়া জায়েয।

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. رواه أبو داود. (حسن)

আবু আইয়ুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যুহরের পূর্বে চার রাক'য়াত সুন্নাত, যাতে সালাম নেই (মধ্যখানে) তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়।"[২৩৬]

মাসআলা- ৩০৫: ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِيْنِهِ . رواه الترمذى وأبو داود . (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ফজরের দু'রাক'য়াত সুন্নাত আদায় করবে তখন ডান কাত হয়ে একটু বিশ্রাম করা ভাল।"[২৩৭]

---

[২৩৪] বুখারী ৯৩৭, মুসলিম ৭২৯, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩২, ৫২২, নাসায়ী ৮৭৩, ১৪২৭, ১৪২৮, আবূ দাউদ ১১২৭, ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ ১১৩০, ১১৩১, মুওয়াত্তা মালিক ৪০০, দারেমী ১৪৩৭, মুখতাছারু মুসলিম-আলবানী, হাঃ-৩৭২, মেশকাত নং-১০৯২।

[২৩৫] বুখারী ৪৭২, ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, মুসলিম ৭৪৯, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১৩১৯, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, মুওয়াত্তা মালিক ২৬৯, ২৭৫, দারেমী ১৪৫৮, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১১৫১।

[২৩৬] আবূ দাউদ ১২৭০, ইবনু মাজাহ ১১৫৭, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১১৩১।

[২৩৭] তিরমিযী ৪২০, আবূ দাউদ ১২৬১, ইবনু মাজাহ ১১৯৯, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৩৪৪।

মাসআলা- ৩০৬: জুমু'আহর সলাতের পর চার রাক'য়াত অথবা দু'রাক'য়াত সলাত সুন্নাত।

এব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৫৬ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ৩০৭: যুহরের পূর্বের চার রাক'য়াত পূর্বে পড়তে না পারলে ফরযের পরে পড়া যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. رواه الترمذى. (حسن)

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুহর এর প্রথম চার রাক'য়াত সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়তে পারতেন না, তখন ফরযের পরে তা আদায় করতেন।"[২৩৮]

মাসআলা- ৩০৮: আসরের পূর্বের চার রাক'য়াত সুন্নাত মুয়াক্কাদা নয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا . رواه أحمد والترمذى وأبو داود. (حسن)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাক'য়াত সুন্নাত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহমত রাযিল করবে।"[২৩৯]

মাসআলা- ৩০৯: এশার সলাতের পর দু'রাক'য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

এব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৭৯ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা -৩১০: মাগরিবের সলাতের পূর্বের দু'রাক'য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়।

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ مُغَفَّل ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيّ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. متفق عليه.

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার বলেছেন, "মাগরিবের পূর্বে দুরাক'য়াত সলাত আদায় কর। তৃতীয় বারে বলেছেন, যার ইচ্ছা হয়। তৃতীয় বারে একথাটি এজন্যই বলেছেন যেন কেউ তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে না করে।"[২৪০]

---

[২৩৮] তিরমিযী ৪২৬, ইবনু মাজাহ ১১৫৯, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৩৫০।

[২৩৯] তিরমিযী ৪৩০, আবূ দাউদ ১২৭১ আহমাদ ৫৯৪৪, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১১৩২।

[২৪০] বুখারী ১১৮৩, মুসলিম, আবূ দাউদ ১২৮১, আহমাদ ২০০২৯

মাসআলা- ৩১১: জুমু'আহর পূর্বে নফল সলাতের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই যা ইচ্ছা পড়তে পারবে। তবে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' হিসেবে দু'রাক'য়াত অবশ্যই পড়বে।

মাসআলা- ৩১২: জুমু'আহর সলাতের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। এব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৫১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ৩১৩: বিতরের সলাতের পর বসে বসে দু'রাক'য়াত নফল পড়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত আছে।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا (إِذَا زُلْزِلَتْ الاَرْضُ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) . رواه أحمد. (حسن)

আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেত্‌রের পর দু' রাক'য়াত নফল বসে বসে পড়তেন এবং এই রাক'য়াতে সূরা 'ঝিলঝাল' সূরা 'কাফিরূন' পড়তেন।"।[২৪১]

মাসআলা- ৩১৪: সুন্নাত এবং নফলসমূহ সাওয়ারীর পিঠেও আদায় করা যায়।

মাসআলা- ৩১৫: আর সলাত শুরু করার পূর্বে সাওয়ারীর দিক ক্বিবলামুখী করে নিবে। পরে যেদিকেই হোক তাতে কোন অসুবিধে হবে না।

মাসআলা- ৩১৬: যদি সাওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে না হয় তাহলেও যেদিকেই হোক সলাত আদায় করতে পারবে। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ৪২২ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ৩১৭ঃ সুন্নাত এবং নফল সলাতসমূহে কুরআন মাজীদ দেখে পড়তে পারবে।

كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ. رواه البخاري.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গোলাম যকওয়ান কুরআন মাজীদ দেখে দেখে সলাত পড়তেন। [২৪২]

মাসআলা- ৩১৮: ওজরবশতঃ নফল সলাতের কিছু অংশ বসে পড়া কিছু দাঁড়িয়ে পড়া জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلَاثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ. رواه مسلم.

---

[২৪১] আহমাদ ২১৭৪৩, মেশকাত ঃ ৩/১৬৬, হাঃ-১১৮০ (তাহকীক, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী), ।

[২৪২] সহীহ আল্ বুখারীঃ ১/৩১৩, তালীক।

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাত্রের সলাত বসে পড়তে দেখিনি। তবে যখন রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তখন ক্বিরায়াত পড়ার সময় বসে বসে পড়তেন। আর ত্রিশ চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ে রুকূ' করতেন।"[২৪৩]

মাসআলা- ৩১৯: বিনা কারণে বসে সলাত পড়লে সাওয়াব অর্ধেক হয়ে যায়।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. رواه الترمذى. (صحيح)

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বসে সলাত আদায়কারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, দাঁড়িয়ে সলাত পড়া উত্তম, বসে পড়লে সাওয়াব অর্ধেক হয় আর শুয়ে পড়লে এক চতুর্থাংশ সাওয়াব হবে।"[২৪৪]

মাসআলা- ৩২০: নফল সলাতসমূহে 'কিয়াম' কে লম্বা করা উত্তম।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ সলাত সবচেয়ে বেশী উত্তম? রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে সলাতের কিয়াম লম্বা হয়।"[২৪৫]

عَنْ زِيَادٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا. رواه البخارى.

যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি মুগীরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছেন, "যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতের জন্য দাঁড়াতেন, অনেক সময় তাঁর পা-পিণ্ডলি ফুলে যেত। এব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?।"[২৪৬]

---

[২৪৩] বুখারী ১১১৮, ১১১৯, মুসলিম ৭৩১, তিরমিযী ৩৭৪, ৩৭৫, নাসায়ী ১৬৪৬, ১৬৪৭, ১৬৫৭, আবূ দাউদ ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ইবনু মাজাহ ১২২৬, ১২২৭, আহমাদ ২৪৪৪০, ২৪৯২০, মুওয়াত্তা মালিক ৩১২, ৩১৩

[২৪৪] বুখারী ১১১৫, ১১১৬, তিরমিযী ৩৭১, নাসায়ী ১৬৬০, আবূ দাউদ ৯৫১, ৯৫২, ইবনু মাজাহ ১২৩১, আহমাদ ১৯৩৮৬, ১৯৩৯৮, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৩০৫।

[২৪৫] মুসলিম ৭৫৬, তিরমিযী ৩৮৭, ইবনু মাজাহ ১৪২১, আহমাদ ১৩৮২১, ১৪৭৮৮

[২৪৬] বুখারী ১১৩০, বুখারী ২৮১৯, তিরমিযী ৪১২, নাসায়ী ১৬৪৪, ইবনু মাজাহ ১৪১৯, আহমাদ ১৭৭৩৩, ১৭৭৭৪

মাসআলা- ৩২১: নফল ইবাদত কম হলেও সবসময় করা উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ. رواه مسلم.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল আল্লাহর কাছে বেশী পছন্দনীয়? রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যে আমল সদা সর্বদা করা হয় যদিও তা মাত্রায় কম হোক।"[২৪৭]

মাসআলা- ৩২২: সুন্নাত এবং নফল সলাত ঘরে পড়া উত্তম।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ. متفق عليه.

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ গৃহে সলাত পড় কেননা, ফরয ব্যতীত অন্য সব সলাত ঘরে পড়া উত্তম।"[২৪৮]

মাসআলা- ৩২৩: ফজরের সলাতের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত আর আছর সলাতের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন নফল সলাত আদায় করা উচিত নয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رواه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আছর সলাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের সলাতের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন।"[২৪৯]

মাসআলা- ৩২৪: ভ্রমণকালে সুন্নাত এবং নফলসমূহ মাফ হয়ে যায়।

এব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসাআলা নং ৪২৪ দ্রষ্টব্য।

---

[২৪৭] বুখারী ২০, ৪৩, ১১৩২, ৬৪৬১, নাসায়ী ৭৮২, ১৬১৬, ১৬৪২, আবূ দাউদ ১৩১৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ইবনু মাজাহ ১৩৭০, ৪২৩৮, আহমাদ ২৩৫২৩, ২৫৮৫৮, মুওয়াত্তা মালিক ৪২২, ৬৬৮

[২৪৮] বুখারী ৭৩১, মুসলিম ৭৮১, আহমাদ ৪৫০, নাসায়ী ১৫৯৯, আবূ দাউদ ১০৪৪, ১৪৪৭, আহমাদ ২১০৭২, ২১১১৪, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৩, দারেমী ১৩৬৬

[২৪৯] মুসলিম ৮২৫, নাসায়ী ৫৬১, ইবনু মাজাহ ১১৪৮, আহমাদ ৯৬৩৭, ১০০৬৪, ১০২৪৫, মুওয়াত্তা মালিক ৫১৪

سجـــدة السـهو

সিজদা সহুর মাসয়েল

মাসআলা- ৩২৫: রাক'য়াতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়ে গেলে কমের উপর একীন করে সলাত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরার পূর্বে সিজদা সহু করবে।

মাস্আলা -৩২৬: সালামের পর সহুর ব্যাপারে কথাবার্তা বলা সলাতকে রহিত করে না।

মাসআলা- ৩২৭: ইমামের ভুল হলে সিজদা সহু করতে হয়। মুক্তাদির ভুলে সিজদা সহু নেই।

মাসআলা- ৩২৮: সিজদা সহু সালাম ফিরার পূর্বে বা পরে উভয় নিয়মে জায়েয।

মাসআলা- ৩২৯: সালাম ফিরার পর সিজদা সহুর জন্য দ্বিতীয়বার তাশাহ্হুদ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لَارْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ. رواه مسلم.

আবু ছাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির সলাতের রাক'য়াতসমূহে সন্দেহ হয়ে যাবে আর একথা নিশ্চিত জানা থাকবেনা যে, তিন রাক'য়াত পড়েছে না চার রাক'য়াত, তখন প্রথমে সে সন্দেহ দূর করে মনকে স্থির করবে এবং এর উপর ভিত্তি করে বাকী সলাত পড়ে দিবে, আর সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। যদি বাস্তবে সে পাঁচ রাক'য়াত পড়ে থাকে তাহলে এই দু' সিজদা মিলে ছয় রাক'য়াত হয়ে যাবে। যদি সে চার রাক'য়াত পড়ে থাকে তাহলে এই দু' সিজদা শয়তানের জন্য লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[২৫০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى.

---

[২৫০] মুসলিম ৫৭১, আহমাদ ৩৯৬, নাসায়ী ১২৩৮, ১২৩৯, আবূ দাউদ ১০২৪, ১০২৬, ১০২৬, ইবনু মাজাহ ১২০৪, ১২১০, আহমাদ ১০৬৯৮, ১১৯৯০, ১১০৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ২১৪, দারেমী ১৪৯৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) যুহরের সলাত পাঁচ রাক'য়াত পড়ে ফেললেন। জিজ্ঞেস করা হল, সলাতে কি বৃদ্ধি হয়েছে? রাসূল কারীম (ﷺ) বললেন, বৃদ্ধি কিভাবে? লোকজন আরজ করল, আপনি পাঁচ রাক'য়াত পড়েছেন। তখন সালাম ফিরানোর পর দু' সিজদা আদায় করলেন।[২৫১]

মাসআলা- ৩৩০: প্রথম তাশাহহুদ ভুলে ক্বিয়ামের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তখন তাশাহ্হুদের জন্য প্রত্যাবর্তন করবেনা বরং সালাম পূর্বে সিজদা সহু করে নিবে।

মাসআলা- ৩৩১: যদি পুরোপুরী দাঁড়ানোর পূর্বে তাশাহ্হুদের কথা স্মরণ হয় তখন বসে যাবে এমতাবস্থায় সিজদা সহু করতে হয় না।

عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. (صحيح)

মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি দু'রাক'য়াতের পর (তাশাহ্হুদে বসা ব্যতীত) দাঁড়িয়ে যেতে চায় তখন যদি পুরো না দাঁড়ায় তাহলে বসে পড়বে। আর যদি পুরোপুরী দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বসবে না। তবে দু'টি সিজদা সহু আদায় করবে।[২৫২]

মাসআলা- ৩৩২: সলাতে কোন চিন্তা-ভাবনা আসলে এর জন্য সিজদা সহু করতে হয় না। এব্যাপারে হাদীসের জন্য 'সলাতের নিয়ম' অধ্যায়ে মাসাআলা নং-২৭২ দ্রষ্টব্য।

---

[২৫১] বুখারী ১২২৬, মুসলিম ৫৭২, তিরমিযী ৩৯২, ৩৯৩, নাসায়ী ১২৪০, ১২৪১, ১২৪২, আবূ দাউদ ১০১৯, ১০২০, ১০২২, ইবনু মাজাহ ১২০৩, ১২০৫, ১২১১, আহমাদ ৩৫৫৬, ৩৫৯১, ৩৮৭৩, দারেমী ১৪৯৮

[২৫২] তিরমিযী ৩৬৪, ৩৬৫, আবূ দাউদ ১০৩৬, ইবনু মাজাহ ১২০৮আহমাদ ১৭৬৯৮, ১৭৭০৮, ১৭৭৬৭, দারেমী ১৫০১, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৯৯৪।

صلاة القضـــاء

কাজা সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৩৩৩: কোন কারণে ওয়াক্ত মতে সলাত পড়তে না পারলে সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে।

মাসআলা- ৩৩৪: কাজা সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা জায়েয।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধে সূর্যাস্তের পর 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুরাইশের কাফেরদের বিষোদগার করতে করতে এসে রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সূর্য ডুবে যাওয়ার পর্যন্ত আসরের সলাত আদায় করতে পারিনি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি ও আসরের সলাত আদায় করিনি। অতঃপর আমরা সবাই 'বতহান' জায়গায় আসলাম এবং ওযু করে প্রথমে আসরের সলাত, তারপর মাগরিবের সলাত আদায় করলাম।[২৫৩]

মাসআলা- ৩৩৫: ভুলে বা নিদ্রার কারণে সলাত কাজা হলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আদায় করতে হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. متفق عليه.

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সলাত পড়া ভুলে গেছে অথবা সলাতের সময় ঘুমিয়ে পড়েছে, তার জন্য স্মরণ হওয়া বা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে পড়ে দেয়াটা কাফ্ফারা স্বরূপ।[২৫৪]

মাসআলা- ৩৩৬: ফজরের দু'রাক'য়াত সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়তে না পারলে তখন ফরযের পরে অথবা সূর্য উদয়ের পরে আদায় করতে পারবে।

---

[২৫৩] বুখারী ৫৯৬, মুসলিম ৬৩১, তিরমিযী ১৮০, নাসায়ী ১৩৬৬

[২৫৪] বুখারী ৫৯৭, মুসলিম ৬৮৪, তিরমিযী ১৭৮, নাসায়ী ৬১৩, ৬১৪, আবূ দাঊদ ৪৪২, ইবনু মাজাহ ৬৯৫, ৬৯৬, আহমাদ ১১৫৬১, ১২৪৯৮, ১২৮৫০

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. رواه أبو داود والترمذى. (صحيح)

কাইস ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে ফজরের পর দু' রাক'য়াত সলাত পড়তে দেখলেন, অতঃপর বললেন, ফজরের সলাত তো দু' রাক'য়াত? লোকটি উত্তর দিল, আমি ফরযের পূর্বের দু' রাক'য়াত সুন্নাত প্রথমে পড়তে পারিনি তাই এখন পড়তেছি। কথা শুনে রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ হয়ে গেলেন।"[২৫৫]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ. رواه الترمذى. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত প্রথমে পড়বেনা সে যেন সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করে নেয়।"[২৫৬]

মাসআলা- ৩৩৭: রাত্রে বিতর পড়তে না পারলে সকালে পড়ে দিতে পারবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ৩৮০ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ৩৩৮: ঋতুবতী মহিলাকে ঋতুকালীন সলাতের কাজা পড়তে হবে না।

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِيْ إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ. رواه البخارى.

মু'আয থেকে বর্ণিত যে, একটি মহিলা আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে জিজ্ঞেস করল, মহিলারা হায়েজ থেকে পবিত্র হলে তাদের জন্য কি সলাতের কাজা আদায় করে দেয়া জরুরী? আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "তুমি কি খারেজী মহিলা? আমরাতো রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জীবন কাটিয়েছি, আমাদের ঋতুস্রাব হত অথচ রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সলাত কাজা করার জন্য কখনো বলেননি তাই আমরা কোন দিন কাজা আদায় করতাম না।" [২৫৭]

মাসআলা- ৩৩৯: ওমরি কাজা আদায় করা সুন্নাতে রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা সাহাবাদের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

[২৫৫] তিরমিযী ৪২২, আবূ দাউদ ১২৬৭, ইবনু মাজাহ ১১৫৪, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১১২৮।

[২৫৬] তিরমিযী ৪২৩, ইবনু মাজাহ ১১৫৫, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃঃ ৩৪৭।

[২৫৭] বুখারী ৩২১, মুসলিম ৩৩৫, তিরমিযী ১৩০, নাসায়ী ৩৮২, ২৩১৮, আবূ দাউদ ২৬২, ইবনু মাজাহ ৬৩১, আহমাদ ২৩৫১৬, ২৪৪২, দারেমী ৯৮০

صلاة الجمعة

জুমু'আহর সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৩৪০: জুমু'আহর সলাত সারা সপ্তাহে সংঘটিত সগীরা গুনাহসমূহের ক্ষমার কারণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. رواه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রত্যেক সলাত পরের সলাত পর্যন্ত, জুমু'আহ সপ্তাহের জন্য এবং রমজান সারা বছরের জন্য গুনাহের কাফ্ফারা। তবে শর্ত হলো কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে।[২৫৮]

মাসআলা- ৩৪১: রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিনা কারণে জুমু'আহর ত্যাগকারীর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন।

عَنْ ابن مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ . رواه مسلم.

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বিনা কারণে জুমু'আহ ত্যাগকারী সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার মন চায় যে, কাউকে সলাত পড়াতে বলি অতঃপর জুমু'আহ ত্যাগকারীদের ঘরসহ জ্বালিয়ে দিই।"[২৫৯]

মাসআলা- ৩৪২: শরয়ী ওজর ব্যতীত তিন জুমু'আহ ছেড়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে পথভ্রষ্টতার মোহর লাগিয়ে দেন।

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ. رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارى. (صحيح)

আবুল জাদ যমরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতার কারণে তিন জুমু'আহ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন।[২৬০]

মাসআলা- ৩৪৩: দাস, মহিলা, ছোট ছেলে, অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফির ব্যতীত অন্য সবার উপর জুমু'আহ ফরয।

---

[২৫৮] মুসলিম ২৩৩, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, ৮৪৯৮, ১০১৯৮

[২৫৯] মুসলিম ৬৫২, আহমাদ ৩৭৫৫, ৩৮০৩, ৩৯৯৭

[২৬০] আহমাদ ৫০০, নাসায়ী ১৩৬৯, আবূ দাউদ ১০৫২, ইবনু মাজাহ ১১২৫, আহমাদ ১৫০৭২, দারেমী ১৫৭১, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৯২৮।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ.رواه الطبراني (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুসাফিরের উপর জুমু'আহ নেই।[২৬১]

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﷺ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ.رواه أبو داود. (صحيح)

তারেক ইবনে শিহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দাস, মহিলা, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত সকল মুসলমানের উপর জুমু'আহ ফরয।[২৬২]

মাসআলা- ৩৪৪: জুমু'আহর দিন গোসল করা, ভাল কাপড় পরিধান করা এবং খোশবু বা সুগন্ধি মাখা সুন্নাত।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيْبٌ مَسَّ مِنْهُ. رواه أحمد. (صحيح)

আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানকে জুমু'আহর দিন গোসল করা, ভাল কাপড় পরিধান করা এবং সুগন্ধি মাখা চাই।[২৬৩]

মাসআলা- ৩৪৫: জুমু'আহর দিন রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর বেশী বেশী দরূদ পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ. رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة والدارى والبيهقى. (صحيح)

আউস ইবনে আউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জুমু'আহর দিন আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পড়তে থাক তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।[২৬৪]

---

[২৬১] তাবরানী, সহীহুল জামিউস সাগীরঃ ৫ম খণ্ড, হাঃ-৫২৮১।

[২৬২] আবূ দাউদ ১০৬৭, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৯৪২।

[২৬৩] বুখারী ৮৫৮, ৮৭৯, ৮৮০, মুসলিম ৮৪৬, নাসায়ী ১৩৭৫, ১৩৭৭, আবূ দাউদ ৩৪১, ইবনু মাজাহ ১০৮৯, মুওয়াত্তা মালিক ২৩০, দারেমী ১৫৩৭, সহীহু সুনানি আন্ নাসায়ীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১৩১০।

[২৬৪] নাসায়ী ১৩৭৪, আবূ দাউদ ১০৪৭, ১৫৩১, ইবনু মাজাহ ১০৮৫, ১৬৩৬, আহমাদ ১৫৭২৯, দারেমী ১৫৭২, বায়হাকী, সহীহুল জামিউস সাগীরঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১২১৯।

মাসআলা- ৩৪৬: জুমু'আহর সলাতে দু'টি খুতবা পড়তে হয়। দুটিই দাঁড়িয়ে দিতে হয়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ, فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رواه مسلم.

জাবের ইবনে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'টি খুতবা প্রদান করতেন এবং উভয় খুতবার মধ্যখানে বসতেন। খুতবায় কুরআন পড়ে লোকদের নসীহত করতেন। রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খুতবা এবং সলাত উভয় মধ্যম হত।[২৬৫]

মাসআলা- ৩৪৭: ইমামকে মিম্বরে উঠে সর্বপ্রথম মুসল্লীদের লক্ষ্য করে সালাম করা উচিত।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ. رواه إبن ماجة. (حسن)

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মিম্বরের ছড়তেন তখন সালাম বলতেন।[২৬৬]

মাসআলা- ৩৪৮: জুমু'আহর খুতবা সাধারণ খুতবার চেয়ে সংক্ষেপ আর জুমু'আহর সলাত সাধারন সলাতের চেয়ে লম্বা পড়া উচিত।

عَنْ عَمَّارُ بْنِ يَاسر ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيْلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. رواه أحمد ومسلم.

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, জুমু'আহর খুতবাকে সংক্ষেপ করা এবং সলাতকে লম্বা করা ইমামের হুঁশিয়ার হওয়ার প্রমাণ। সুতরাং খুতবাকে সংক্ষিপ্ত কর এবং সলাতকে লম্বা কর।[২৬৭]

মাসআলা- ৩৪৯: জুমু'আহর দিন সূর্য ঢলার পূর্বে সূর্য ঢলার সময়, সূর্য ঢলার পর সবসময় সলাত পড়া জায়েয।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ. رواه أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى. (صحيح)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আহর সলাত সূর্য ঢলে গেলে পড়াতেন।[২৬৮]

---

[২৬৫] মুসলিম ৮৬২, ৮৬৬, আহমাদ ৫০৭, নাসায়ী ৪১৫, ১৪১৭, আবূ দাউদ ১০৯৩, ১০৯৪, ১১০১, ইবনু মাজাহ ১১০৫, ১১০৬, আহমাদ ২০২৮৯, ২০৩০৬, ২০৩২২, দারেমী ১৫৫৭, ১৫৫৯

[২৬৬] ইবনু মাজাহ ১১০৯, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-৯১০।

[২৬৭] মুসলিম ৮৬৯, আহমাদ ১৭৮৫৩, দারেমী ১৫৫৬

বিঃদ্রঃ- এ ব্যাপারে আরো হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১০০ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ৩৫০: জুমু'আহর খুতবা শুরু হয়ে গেলে তখন যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে তাকে সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাক'য়াত সলাত পড়ে বসে যেতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا. رواه مسلم.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, জুমু'আহর দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিতেছিলেন এমন সময় সুলাইক গাতফানী নামক এক সাহাবী আসলেন এবং বসে গেলেন। তখন রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে সুলাইক! সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'য়াত পড়ে নাও। অতঃপর রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আহর দিন ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় আসবে তখন দু'রাক'য়াত সংক্ষিপ্তকারে অবশ্যই পড়বে।[২৬৯]

মাসআলা- ৩৫১: জুমু'আহর সলাতের পূর্বে নফলের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাক'য়াত খুতবা চললেও পড়বে।

মাসআলা- ৩৫২: জুমু'আহর সলাতের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .رواه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন গোসল করেছে তারপর মসজিদে এসে যথাসম্ভব সলাত পড়ে ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকবে। পরে ইমামের সাথে ফরয আদায় করবে তার এক জুমু'আহ থেকে আর এক জুমু'আহ পর্যন্ত এবং আরো বৃদ্ধি তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।[২৭০]

---

[২৬৮] বুখারী ৯০৪, তিরমিযী ৫০৩, আবূ দাউদ ১০৮৪, আহমাদ ১১৮৯০, ১২১০৬, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৪১৫।

[২৬৯] বুখারী ৯৩০, ৯৩১, ১১৭০, মুসলিম ৮৭৫, নাসায়ী ১৩৯৫, ১৪০০, ১৪০৯, আবূ দাউদ ১১১৫, ১১১৬, ইবনু মাজাহ ১১১২, ১১১৪, আহমাদ ১৩৭৫৯, ১৩৮৯৭, ১৪৪৯০, দারেমী ১৫৫১, ১৫৫৫

[২৭০] মুসলিম ৮৫৭, তিরমিযী ৪৯৮, আবূ দাউদ ১০৫০, ইবনু মাজাহ ১০৯০, আহমাদ ৯২০০

মাসআলা- ৩৫৩: খুতবা চলাকালীন কাহারো নিদ্রা আসলে তখন তাকে স্থান পরিবর্তন করে নিতে হবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. رواه الترمذى. (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জুমু'আহর দিন (মসজিদে) যার ঘুম আসে সে যেন বসার স্থান পরিবর্তন করে নেয়।[২৭১]

মাসআলা- ৩৫৪: খুতবা চলাকালীন কথা বলা অথবা খুতবার দিকে গুরুত্ব না দেওয়া খুব খারাপ কাজ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন খুতবা চলাকালীন সাথীকে বলবে 'চুপ থাক' সেও খারাপ কাজ করল।[২৭২]

মাসআলা- ৩৫৫: জুমু'আহর খুতবা চলাকালীন হাঁটু মেরে বসা নিষেধ।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذى. (صحيح)

মু'আয ইবনে আনাস জুহানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা চলাকালীন হাঁটু মেরে বসা থেকে নিষেধ করেছেন।[২৭৩]

বিঃদ্রঃ হাঁটু মেরে বসা অর্থাৎ হাঁটু খাঁড়া রেখে রানকে পেটের সাথে লাগিয়ে দু'হাত বেঁধে বসা।

মাসআলা- ৩৫৬: জুমু'আহর সলাতের পর যদি মসজিদে সুন্নাত আদায় করে তাহলে চার রাক'য়াত আর ঘরে আদায় করলে দু'রাক'য়াত আদায় করবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا. رواه أحمد ومسلم وأبو داؤد والنسائيو والبرمذي وابن ماجه.

---

[২৭১] আহমাদ ৫২৬, আবূ দাউদ ১১১৯, আহমাদ ৪৭২৭, ৪৮৬০, সহীহু সুনাতি তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৬।

[২৭২] বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ৮৫১, তিরমিযী ৫১২, নাসায়ী ১৪০১, ১৪০২, আবূ দাউদ ১১১২, ইবনু মাজাহ ১১১০, আহমাদ ৭৬২৯, ৭৭০৬, ২৭৪৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ২৩২, দারেমী ১৫৪৮, ১৫৪৯

[২৭৩] তিরমিযী ৫১৪, আবূ দাউদ ১১১০, আহমাদ ১৫২০৩, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১মখণ্ড, হাঃ-৯৮২।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, জুমু'আহ পড়ে তারপর চার রাক'য়াত সলাত পড়।[২৭৪]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ .

رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة.

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) জুমু'আহর পর ঘরে গিয়ে দু'রাক'য়াত সলাত পড়তেন।[২৭৫]

মাসআলা- ৩৫৭: জুমু'আহর সলাত গ্রামে পড়া জায়েয।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ. رواه البخارى.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মসজিদে নব্বীর পর সর্বপ্রথম জুমু'আহ বাহরাইনের 'জোয়াসা' নামক গ্রামের আবদুল কায়স মসজিদে পড়া হয়েছিল।[২৭৬]

মাসআলা- ৩৫৮: যদি জুমু'আহর দিন ঈদ হয়ে যায় তাহলে দু'টি পড়া ভাল। কিন্তু ঈদের পর জুমু'আহর স্থানে যুহরের সলাত পড়লে তাও চলবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ. رواه أبو داود وابن ماجة. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের জন্য আজকের দিনে দু'টি ঈদ জমা হয়ে গেছে। যে চায় তার জন্য জুমু'আহর বদলে ঈদের সলাতই যথেষ্ট কিন্তু আমরা জুমু'আহ এবং ঈদ দু'টিই পড়ব।[২৭৭]

মাসআলা- ৩৫৯: জুমু'আহর সলাতের পর সতর্কতামূলক যুহরের সলাত আদায় করা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ৩৬০: জুমু'আহর সলাতের পর দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে সলাত-সালাম পড়া এবং জুমু'আহর সলাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

[২৭৪] তিরমিযী ৫২৩, ৫২৪, নাসায়ী ১৪২৬, আবূ দাঊদ ১১৩১, ইবনু মাজাহ ১১৩২, ১৯৪০৬, ১০১০৮, দারেমী ১৫৭৫

[২৭৫] বুখারী, মুসলিম ৮৮১, তিরমিযী ৫২৩, আবূ দাউদ ১১৩১, ইবনু মাজাহ ১১৩২, আহমাদ ১৯৪০৬, ১০১০৮, দারেমী ১৫৭৫, মুখতাছারু সহীহি মুসলিমঃ হাঃ-৪২৪।

[২৭৬] বুখারী ৮৯২, আবূ দাঊদ ১০৬৮, সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৭৮, হাঃ-৮৪১।

[২৭৭] আবূ দাঊদ ১০৭৩, ইবনু মাজাহ ১৩১১, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৯৪৮।

صلاة الوتر

বিতর সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৩৬১: বিতর সলাত ফযীলত পূর্ণ একটি সলাত।

মাসআলা- ৩৬২: বিতর সলাতের ওয়াক্ত এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়।

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ قُلْنَا وَمَا هِيَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ: اَلْوِتْرُ مَابَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة وصححه الحاكم. (صحيح)

খারেজা ইবনে হুযাফা (রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফরয ব্যতীত আর একটি সলাত তোমাদেরকে দিয়েছেন যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও অনেক উত্তম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! সে সলাত কোনটি? রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে হল বিতরের সলাত যার ওয়াক্ত এশার সলাত এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়।[২৭৮]

মাসআলা- ৩৬৩: বিতর এশার সলাতের অংশ নয়। বরং রাতের সলাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের অংশ। রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের সুবিধার্থে এশার সলাতের সাথে পড়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

মাসআলা- ৩৬৪: বিতর রাত্রের শেষভাগে পড়া উত্তম।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجة. (صحيح)

জাবের (রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শেষ রাতে না জাগার আশঙ্খা করবে সে বিতর পড়ে ঘুমাবে। আর যে ব্যক্তি জাগার ব্যাপারে নিশ্চিত সে রাতের শেষভাগে পড়বে।[২৭৯]

মাসআলা- ৩৬৫: বিতর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. رواه مسلم.

---

[২৭৮] তিরমিযী ৫৪২, আবূ দাঊদ ১৪১৮, ইবনু মাজাহ ১১৬৮, তিরমিযী ৪৫২, ইবনু মাজাহ ১১৬৮, দারেমী ১৫৭৬, হাকিম, সহীহু সুনানিত তিরমিজীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৩৭৩।

[২৭৯] মুসলিম ৭৫৫, তিরমিযী ৪৫৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৭, আহমাদ ১৪২১৪

Contents

আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "বিতর ফরযের মত জরুরী নয়, কিন্তু তা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার আদেশ দিয়েছেন।"[২৮০]

মাসআলা- ৩৬৬: সুন্নাত এবং নফলসমূহ সওয়ারীর উপর পড়া জায়েয।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ إِيْمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. رواه البخاري.

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে সওয়ারীর উপর ইঙ্গিত করে রাতের সলাত আদায় করতেন সওয়ারীর মুখ যেদিকেই হোক। বিতর সলাতও পড়তেন কিন্তু ফরয সলাত পড়তেন না।"[২৮১]

মাসআলা- ৩৬৭: বিতরের রাক'য়াতের সংখ্যা এক, তিন এবং পাঁচ এর মধ্যে যার যা ইচ্ছা পড়তে পারে।

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. (صحيح)

আবু আইয়ুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, বিতরের সলাত পড়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব, তবে যার ইচ্ছা পাঁচ রাক'য়াত আর যার ইচ্ছা তিন রাক'য়াত আর যার ইচ্ছা এক রাক'য়াত পড়তে পারবে।[২৮২]

মাসআলা- ৩৬৮: তিন রাক'য়াত বিতর আদায় করার জন্য দু'রাক'য়াত পড়ে সালাম ফিরানো তারপর আর এক রাক'য়াত পড়ার নিয়ম উত্তম। তবে এক তাশাহহুদে সাথে একসাথে তিন রাক'য়াত পড়াও জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার সলাতের পর ফজরের পূর্বে এগার রাক'য়াত সলাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দুরাক'য়াতের পর সালাম ফিরাতেন শেষে এক রাক'য়াত পড়ে বিতর বানাতেন।[২৮৩]

---

[২৮০] তিরমিযী ৪৫৩, ৪৫৪, নাসায়ী ১৬৭৬, আবূ দাউদ ১৪১৬, ইবনু মাজাহ ১১৬৯, আহমাদ ১৬৫৪, ৭৬৩, দারেমী ১৫৭৯, সহীহু সুনান আল্ নাসাঈ, ১ম খণ্ড, হাঃ-১৫৮২।

[২৮১] বুখারী ১০০০, মুসলিম ৭০০তিরমিযী ৪৭২, নাসায়ী ৪৯০, ৭৪৪, ১৬৮৭, আবূ দাউদ ১২২৩, ১২২৪, ইবনু মাজাহ ১২০০, আহমাদ ১৪৪৫৬, ৫৪০৪, মুওয়াত্তা মালিক ২৭১, দারেমী ১৫৯০

[২৮২] নাসায়ী ১৭১০, ১৭১১, ১৭১২, ১৭১৩, আবূ দাউদ ১৪২২, আহমাদ ২৩০৩৩, দারেমী ১৫৮২, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১২৬০।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ . رواه النسائي. (صحيح)

উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সাত বা পাঁচ রাক'য়াত বিতর আদায় করতেন তখন মধ্যখানে সালাম দিয়ে পৃথক করতেন না। এক সালামে পড়তেন।"[২৮৪]

মাসআলা- ৩৬৯: মাগরিবের সলাতের মত দু' তাশাহ্হুদ এবং এক সালামে বিতর আদায় করা ঠিক নয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ أَوْ تَرَوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ. رواه الدارى. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তিন বিতর পড়িওনা বরং পাঁচ অথবা সাত রাক'য়াত পড়। মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য করিও না।"[২৮৫]

মাসআলা- ৩৭০: বিতরের সলাতে দোয়া কুনূত রুকুর আগে ও পরে উভয় পড়া জায়েয।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. رواه إبن ماجة. (صحيح)

উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতরের সলাতে দোয়া কুনূত রুকুর আগে পড়তেন।"[২৮৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. رواه إبن ماجة. (صحيح)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকুর পরে দোয়া কুনূত পড়েছেন।"[২৮৭]

মাসআলা- ৩৭১: প্রয়োজনবশতঃ সকল সলাত অথবা কিছু সলাতের শেষের রাক'য়াতে দোয়া কুনুত পড়া যায়।

---

[২৮৩] বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৬৪, ৪৪৬৫, ৬৩১০, মুসলিম ৭৩৬, আহমাদ ৪৪০, ৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ইবনু মাজাহ ১৩৫৮, ১৩৫৯, আহমাদ ২৩৫৩৭মুওয়াত্তা মালিক ২৪৬, ২৬৬, ২৮৮, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮১

[২৮৪] নাসায়ী ১৭১৫, ইবনু মাজাহ ১১৯২ , সহীহু সুনান আল নাসাঈ, ১ম খণ্ড, হাঃ-১৬১৮।

[২৮৫] আত্‌তা'লীকুল মুগনীঃ ২য় খণ্ড, পৃ- ২৫।

[২৮৬] ইবনু মাজাহ ১১৮২, ১৬৯৯, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-৯৭০।

[২৮৭] বুখারী ৭৯৮, ১০০১, ১০০২, ৩১৭০, মুসলিম ৬৭৭, নাসায়ী ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৭, ১৪৪৪, ১৪৪৫, আহমাদ ১২২৯৪, ১২৪৩৮, ১২৭০৭, দারেমী ১৫৯৬, ১৫৯৯ , সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-৯৭২।

মাসআলা- ৩৭২: দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজেব নয়।

মাসআলা- ৩৭৩: কুনুতের পর অন্য দোয়া ও পড়া যেতে পারে।

মাসআলা- ৩৭৪: প্রয়োজনবশতঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য দোয়া কুনুত পড়া যেতে পারে।

মাসআলা- ৩৭৫: যদি ইমাম উচ্চস্বরে কুনুত পড়ে তখন মুক্তাদিদের বড় আওয়াজে আমীন বলা উচিত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. رواه أبو داود. (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একমাস পর্যন্ত অনবরত যুহর আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের শেষ রাক'য়াতে سمع الله لمن حمده বলার পর বনী সলীম, রেল, জকওয়ান ও উছায়্যা প্রভৃতি গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। আর মুক্তাদিরা আমীন বলতেন।[২৮৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ. رواه أبو داود. (صحيح)

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একমাস পর্যন্ত দোয়া কুনূত পড়েছিলেন। পরে ছেড়ে দিয়েছেন।[২৮৯]

মাসআলা- ৩৭৬: রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে যে দোয়া কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন তা এইঃ

عَنْ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوْتِ (اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وصلى الله على النبي محمد) . رواه النسائي. (صحيح)

হাসান ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বিতরে পড়ার জন্য এ দোয়া কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন। হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো

---

[২৮৮] আহমাদ ২৭৪১, আবূ দাউদ ১৪৪৩ , সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১২৮০।

[২৮৯] বুখারী ১০০১, ১০০২, মুসলিম ৬৭৭, নাসায়ী ১০৭০, আবূ দাউদ ১৪৪৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৩, ১১৮৪, দারেমী ১৫৯৯ , সহীহু সুনানি নাসাঈঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১৬৪৭।

আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভূক্ত করো, তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তুমি যে অমঙ্গল নিদির্ষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারিত করো, তোমার উপরেতো কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নাই তুমি যাহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোন দিন অপমাণিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারবে না। হে আমাদের প্রভু তুমি পূর্ণ ও সুমহান। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর আল্লাহর রহমত হোক।[২৯০]

মাসআলা- ৩৭৭: বিতরের সলাতের অন্য একটি মসনূন দোয়া।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ آخِرِ وِتْرِهِ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) . رواه النسائى. (صحيح)

আলী (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) বিতরের সলাতে এই দোয়া পড়তেন 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিযাকা বিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহছী ছানা আনা আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফইসকা।"[২৯১]

মাসআলা- ৩৭৮: বিতরের প্রথম রাক'য়াতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাতা'আতে সূরা 'আল কাফিরূন' তৃতীয় রাক'য়াতে সূরা 'এখলাছ' পড়া সুন্নাত।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ (بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى) وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ. رواه النسائى. (صحيح)

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) বিতরের প্রথম রাক'য়াতে সূরা 'আলা' দ্বিতীয় রাক'য়াতে সূরা 'আল কাফিরূন' আর তৃতীয় রাক'য়াতে সূরা 'এখলাছ' তেলাওয়াত করতেন।আর শেষ রাক'য়াতেই সালাম ফিরাতেন।[২৯২]

---

[২৯০] তিরমিযী ৪৬৪, আবূ দাউদ ১৪২৫, নাসায়ী ১৭৪৫, ইবনু মাজাহ ১১৭৮, আহমাদ ১৭২০, ২৭৮২০, দারেমী ১৫৯১, সহীহু সুনান আল্ নাসাঈঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১৬৪৭।

[২৯১] তিরমিযী ৩৫৬৬, নাসায়ী ১৭৪৭, আবূ দাউদ ১৪২৭, ইবনু মাজাহ ১১৭৯, সহীহু সুনান আল্ নাসাঈঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১৬৪৮।

[২৯২] নাসায়ী ১৭০১, আবূ দাউদ ১৭৯, ১৪২৩, ১৪৩০, ইবনু মাজাহ ১১৭১, ১১৮২, সহীহু সুনান আল নাসাঈঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১৬০৬।

Contents

মাসআলা- ৩৭৯: বিতরের পর তিনবার سبحان الملك القدروس বলা সুন্নাত।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ قَالَ (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ فِيْ آخِرِهِنَّ. رواه النسائى. (صحيح)

উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিতরের সলাতে সালাম ফিরানোর পর তিন বার বলতেন سبحان الملك القدوس আর তৃতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।[২৯৩]

মাসআলা- ৩৮০: যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে বিতর পড়ার নিয়তে শুয়ে পড়েছে কিন্তু শেষ রাতে জাগতে পারেনি তখন সে ফজরের সলাতের পর অথবা সূর্য উঠে গেলে পড়তে পারবে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ. رواه الترمذى (صحيح)

যায়েদ ইবনে আসলাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিতর পড়ার জন্য জাগতে পারেনি সে সকালে আদায় করবে।[২৯৪]

মাসআলা- ৩৮১: একরাত্রে দু' বার বিতর পড়বে না।

মাসআলা- ৩৮২: এশার সলাতের পর বিতর আদায় করে ফেললে তাহাজ্জুদের পর পুনরায় বিতর আদায় করা উচিত নয়।

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ. رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى. (صحيح)

তালক ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (ﷺ) কে আমি বলতে শুনেছি, এক রাতে দু'বেতর নেই।[২৯৫]

মাসআলা- ৩৮৩: বিতরের পর দু'রাক'য়াত নফল বসে পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এব্যাপারে হাদীসের জন্য 'সুন্নাত এবং নফলসমূহ' অধ্যায়ে মাসআলা নং- ৩১৩ দ্রষ্টব্য।

---

[২৯৩] নাসায়ী ১৬৯৯, আবূ দাউদ ১৭৯, ১৪২৩, ১৪৩০, ইবনু মাজাহ ১৪৭১, ১১৮২, সহীহু সুনান আল্ নাসাঈঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১৬০৪।

[২৯৪] তিরমিযী ৪৬৬, আহমাদ ১৪৩১, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৩৮৭।

[২৯৫] তিরমিযী ৪৭০, নাসায়ী ১৬৭৯, আবূ দাউদ ১৪৩৯, আহমাদ ১৫৮৬১, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ- ৩৯১।

صلاة التهجد

তাজাজ্জুদের সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৩৮৪: ফরয সলাত সমূহের পর সর্বোত্তম সলাত হচ্ছে তাহাজ্জুদের সলাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. رواه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোয হলো মুহাররম মাসের রোযা। আর ফরয সলাতের পর সবচেয়ে উত্তম সলাত হলো তাহাজ্জুদের সলাত।"[২৯৬]

মাসআলা- ৩৮৫: তাহাজ্জুদ সলাতের রাক'য়াতের মাসনূন সংখ্যা কমে৭ এবং বেশীতে ১৩।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَيْسٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ؟ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ. رواه أبو داود (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রের সলাত কয় রাক'য়াত পড়তেন? আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তরে বললেন, কোন কোন সময় চার রাক'য়াত নফল এবং তিন রাক'য়াত বিতর, আর কখনো ছয় রাক'য়াত নফল এবং তিন রাক'য়াত বিতর আর কখনো আট রাক'য়াত নফল এবং তিন রাক'য়াত বিতর, আর কখনো দশ রাক'য়াত নফল এবং তিন রাক'য়াত বিতর আদায় করতেন। রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রাত্রের সলাত সাত রাক'য়াতের কম এবং তের রাক'য়াতের বেশী হত না।[২৯৭]

---

[২৯৬] মুসলিম ১১৬৩, তিরমিযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৪২, আহমাদ ৭৯৬৬, ৮১৫৮, দারেমী ১৭৪৫৭, ১৭৫৮, মুখতাছারু মুসলিম-আলবানী, হাঃ-৬১০, মেশকাত নং-১১৬৭।

[২৯৭] বুখারী ৬১৯, ৬২৬, ৯৯৪, মুসলিম ৭২৪, ৭৩১, ৭৩৬, তিরমিযী ৪১৮, ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৩১৫, ১৬৪৮, আবূ দাউদ ১৩৬২, ইবনু মাজাহ ১১৪৬১১৫০, ১১৯৮, আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৩৫৩৭, মুওয়াত্তা মালিক ২৬৪, ২৬৬, দারেমী ১৪৩৯, ১৪৪৭, ১৪৭৩৬, ১৪৭৪, ১৫৮১, ১৫৮৫, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১২১৪।

মাসআলা- ৩৮৬: তাহাজ্জুদের সলাতে প্রায়শঃ আট রাক'য়াত নফল এবং তিন রাক'য়াত বিতর পড়া রাসূল কারীম (ﷺ) এর আমল ছিল।

মাসআলা- ৩৮৭: তাহাজ্জুদের সলাতে দু দু'রাক'য়াত বা চার চার রাক'য়াত করে পড়া যায়। তবে দু দু'রাক'য়াত করে পড়া উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ. متفق عليه.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) এশা এবং ফজরের সলাতের মধ্যবর্তী সময়ে ১১ রাক'য়াত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাক'য়াতের পর সালাম ফিরাতেন এবং সর্বশেষে এক রাক'য়াত পড়ে বিতর বানাতেন।[২৯৮]

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. رواه البخاري.

আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রমজান শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর রাত্রের সলাত কেমন হত? আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তর দিলেন, রাসূল কারীম (ﷺ) রমজান এবং অরমজানে রাত্রের সলাত ১১ রাক'য়াতের চেয়ে বেশী পড়তেন না। প্রথম অতি সুন্দরভাবে বিলম্ব করে চার রাক'য়াত পড়তেন। অতঃপর অতি সুন্দরভাবে বিলম্ব করে আরো চার রাক'য়াত পড়তেন, তারপর তিন রাক'য়াত পড়তেন।[২৯৯]

মাসআলা- ৩৮৮: নফল সলাতে এক আয়াতকে বার বার পড়া জায়েয।

عَن أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ بِآيَةٍ وَالْآيَةُ (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) . رواه النسائى وابن ماجة. (حسن)

---

[২৯৮] বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৬৪, মুসলিম ৭৩৬, তিরমিযী ৪৪০, ৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৭১৭, আবূ দাঊদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ইবনু মাজাহ ১৩৫৮, ১৩৫৯, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫০মুওয়াত্তা মালিক ২৬৪, ২৬৬, ২৮৬, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮১, ১৫৮৫

[২৯৯] বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, নাসায়ী ১৬৯৭, আবূ দাঊদ ১৩৪১, আহমাদ ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬মুওয়াত্তা মালিক ২৬৫

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজর পর্যন্ত সলাত পড়েছেন এবং একটি আয়াতকেই বার বার পড়েছিলেন তা হচ্ছে, " إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم " (যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ)।[৩০০]

মাসআলা- ৩৮৯: তাহাজ্জুদের সলাত রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্ন দোয়া দিয়ে শুরু করতেন।

عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ (اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ. رواه مسلم.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাহাজ্জুদের সলাতের জন্য খাঁড়া হতেন তখন শুরুতে এই দোয়া পড়তেন, "হে আল্লাহ! জিব্রীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা অদৃশ্য এবং সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যে সব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ করেছে তন্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যাহা সত্য সেই দিকে পথ প্রদর্শন করো, নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকো"।[৩০১]

صلاة التراويح

তারাবীর সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৩৯১: তারাবীর সলাত অতীতের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার কারণ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى.

---

[৩০০] নাসায়ী ১০১০, ইবনু মাজাহ ১৩৫০, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-১১১০, মেশকাত নং-১১৩৭।

[৩০১] মুসলিম ৭৭০, তিরমিযী ৩৪২০, নাসায়ী ১৬২৫, আবূ দাঊদ ২৬৬, ৭৬৭, ৫০৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৫৬, ১৩৫৬, ১৩৫৭, আহমাদ ২৪৬৯৯

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রমজান মাসে কিয়াম (তারাবীর সলাত) করে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৩০২]

মাসআলা- ৩৯২: ক্বিয়ামে রমজান বা তারাবীর অন্যান্য মাসে তাজাজ্জুদ বা ক্বিয়ামুল্লাইলের দ্বিতীয় নাম। (রমজান ব্যতীত অন্যান্য মাসের তাহাজ্জুদ বা ক্বিয়ামুল্লাইলের দ্বিতীয় নাম হল, ক্বিয়ামে রমজান বা তারাবী।)

মাসআলা- ৩৯৩: তারাবীর সলাতের মাসনূন রাক'য়াতের সংখ্যা আট। বাকী বেশীর কোন বিশেষ সংখ্যা নেই। যার যত ইচ্ছা পড়তে পারবে।

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. رواه البخاري.

আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রমজান শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর রাত্রের সলাত কেমন হত? আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তর দিলেন, রাসূল কারীম (ﷺ) রমজান এবং অরমজানে রাত্রের সলাত ১১ রাক'য়াতের চেয়ে বেশী পড়তেন না। প্রথম অতি সুন্দরভাবে বিলম্ব করে চার রাক'য়াত পড়তেন। অতঃপর অতি সুন্দরভাবে বিলম্ব করে আরো চার রাক'য়াত পড়তেন, তারপর তিন রাক'য়াত পড়তেন।[৩০৩]

মাসআলা- ৩৯৪: তারাবীর সলাতের সময় এশার সলাতের পর থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত।

মাসআলা- ৩৯৫: তারাবীর সলাত দু' দু' রাক'য়াত পড়া ভাল।

মাসআলা- ৩৯৬: বিতরের এক রাক'য়াত পৃথক করে পড়া সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ. متفق عليه.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (ﷺ) এশা এবং ফজরের সলাতের মধ্যকার সময়ে এগার রাক'য়াত সলাত পড়তেন প্রত্যেক

---

[৩০২] বুখারী ৩৭, মুসলিম ৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮, ২১৯৯, ২২০০, আবূ দাউদ ১৩৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, দারেমী ১৭৭৬, মুখতাছারুল বুখারী-যুবায়দীঃ হাঃ-৩৫।

[৩০৩] বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, নাসায়ী ১৬৯৭, আবূ দাউদ ১৩৪১, আহমাদ ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ২৬৫

দু'রাক'য়াতের পর সালাম ফিরাতেন অতঃপর সব সলাতকে বিতর বানাতেন পৃথকভাবে এক রাক'য়াত পড়ে।[৩০৪]

মাসআলা- ৩৯৭: রাসূল কারীম (ﷺ) সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ)কে নিয়ে শুধু তিন দিন জামা'আতের সাথে তারাবীর সলাত পড়েছেন। এতে আট রাক'য়াত ব্যতীত তিন রাক'য়াত ও শামিল ছিল।

মাসআলা- ৩৯৮: এতিন দিনে রাসূল কারীম (ﷺ) আলাদাভাবে তাহাজ্জুদও পড়েননি এবং বিতর পড়েননি। জামা'আতের সাথে যা পড়েছেন তাই তাঁর জন্য সবকিছু ছিল।

মাসআলা- ৩৯৯: মহিলারা তারাবীর সলাতের জন্য মসজিদে যেতে পারবে।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ. رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وصححه الترمذى (صحيح)

আবু যর (ﷺ) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সওম রেখেছি। রাসূল কারীম (ﷺ) আমাদেরকে তারাবীর সলাত পড়িয়েছেন। যখন রমজানের সাত দিন বাকী ছিল অর্থাৎ তেইশ তারিখে রাত্রি তৃতীয়াংশ যখন চলে গেছিল তখন রাসূল কারীম (ﷺ) আমাদেরকে তারাবী পড়িয়েছেন। চব্বিশ তারিখে আর পড়াননি পাঁচিশ তারিখের রাত যখন অর্ধেক হয় তখন তারাবী পড়িয়েছেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কতই না ভাল হত যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে সারা রাত নফল সলাত পড়াতেন। রাসূল কারীম (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি ইমাম মসজিদ থেকে চলে আসা পর্যন্ত ইমামের সাথে জামা'আতে সলাত পড়েছে সে সারারাত ইবাদত করার সাওয়াব পাবে। এরপর যখন সাতাশ তারিখ হয়ে গেছে তখন আবার সলাত পড়িয়েছেন এবার পরিবারবর্গ মহিলা সবাইকে সলাতের জন্য আহবান করেছিলেন। আর সুবহে সাদেক পর্যন্ত সলাত পড়তেই ছিলেন।[৩০৫]

---

[৩০৪] বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৬৪, তিরমিযী ৪৪০, ৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৬৯৬, আবূ দাউদ ১৩৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৫, ইবনু মাজাহ ১৩৫৮, ১৩৫৯, আহমাদ ২৩৫৫০, ২৩৫৫৩, মুওয়াত্তা মালিক ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮১

[৩০৫] তিরমিযী ৮০৬, ১৩৭৫, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ১৩২৭, আহমাদ ২০৯১০, ২০৯৩৬, দারেমী ১৭৭৭, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযীঃ১ম খণ্ড, হাঃ-৬৪৬।

মাসআলা- ৪০০: ফরয ব্যতীত অন্য সলাতে দেখে দেখে কুরআন পড়া জায়েয।

كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ. رواه البخاري تعليقا.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর দাস যকওয়ান কুরআন মাজীদ দেখে দেখে সলাত পড়াতেন।[৩০৬]

মাসআলা- ৪০১: তিন দিনের কম সময়ে কোর্আন খত্ম করা অপছন্দনিয় কাজ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما اَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاث لَيَالٍ رواه أبو داود. (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন রাত্রের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে সে কুরআন বুঝেনি।[৩০৭]

মাসআলা- ৪০২: একরাত্রে কুরআন মাজীদ খতম করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ حَتَّى الصَّبَاحِ. رواه إبن ماجة. (صحيح)

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একরাত্রে কুরআন খতম করেছেন বলে আমার জানা নেই।[৩০৮]

মাসআলা- ৪০৩: প্রত্যেক দু' অথবা চার তারাবীর পর তাসবীহ পড়ার জন্য বিরতী দেয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ৪০৪: তারাবীর সলাতের পর উচ্চৈঃস্বরে দরূদ শরীফ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

صلاة السفر

কসরের সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৪০৫: সফরে সলাত কসর (অর্থাৎ চার রাক'য়াতকে দু' রাক'য়াত) করে পড়তে হবে।

---

[৩০৬] বুখারী, তালীক, তাগলীকুত তালীক-ইবনে হাজার আসকালানীঃ ২/২৯০, ২৯১, সহীহ আল্ বুখারীঃ ১/৩০৬।

[৩০৭] বুখারী ১৯৭৮, ৫০৫২, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ২৯৪৯, নাসায়ী ২৩৯০, ২৪০০, আবূ দাউদ ১৩৯০, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৭০, ৬৪৮০, ৬৪৯১, দারেমী ১৪৯৩, ৩৪৮৮, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১২৪২।

[৩০৮] মুসলিম ৭৪৬, নাসায়ী ১৬০১, ১৬৪১, ইবনু মাজাহ ১৩৪৮, আহমাদ ২৪১১৫, দারেমী ১৪৭৫, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-১১০৮।

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ. رواه مسلم.

ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে আরজ করলাম, আল্লাহ তা'আলাতো বলেছেন, "যদি তোমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে কোন রকম ফিতনার আংশকা কর তাহলে সলাত কসর করাতে কোন দোষ দেবে না।" এখন তো নিরাপত্তার যুগ (সুতরাং কসর না করা দরকার) 'উমার (রাঃ) বললেন, তুমি যে কথায় আশ্চার্যান্বিত হয়েছে আমিও সে ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করেছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম উত্তরে তিনি বললেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি ছদকা। তোমরা আল্লাহর ছদকা গ্রহণ কর।"[৩০৯]

মাসআলা- ৪০৬: দীর্ঘ সফর সামনে থাকলে শহর থেকে বের হওয়ার পর কসর করা যেতে পারে।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. متفق عليه.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনা শরীফে যুহরের সলাত চার রাক'য়াত পড়েছেন এবং জুলহুলাইফা গিয়ে আসরের সলাত দু'রাক'য়াত পড়েছেন।[৩১০]

বিঃদ্রঃ 'জুলহুলাইফা' মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

মাসআলা- ৪০৭: কসরের জন্য দূরত্বের নির্দিষ্ট সীমা বর্ণনা করেননি। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে ৯, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৫ এবং ৪৮ মাইল এর বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

মাসআলা- ৪০৮: এসকল বর্ণনার মধ্যে ৯ মাইলের বর্ণনাটি অধিক সহীহ মনে হয়।

---

[৩০৯] মুসলিম ৬৮৬, তিরমিযী ৩০৩৪, নাসায়ী ১৪৩৩, আবূ দাউদ ১১৯৯, ইবনু মাজাহ ১০৬৫, আহমাদ ১৭৫, ২৪৬, দারেমী ১৫০৫

[৩১০] বুখারী ১৫৪৭, মুসলিম ৬৯০, ১২৩২, ১২৫০, ১২০২, ১৯৬৬, তিরমিযী ৫৪৬, ৮২১, ৯৫৬, নাসায়ী ৪৬৯, ৪৭৭, আবূ দাউদ ১২০২, ১৭৭৩, ১৭৯৫, ইবনু মাজাহ ২৯১৭, আহমাদ ১১৫৪৭, দারেমী ১৫০৭, ১৫০৮

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيْدَ الْهُنَائِيِّ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ الشَّاكُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. (صحيح)

শুবা ইয়াহ্য়া ইবনে ইয়াযীদ হুনায়ী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করতেছেন, ইয়াহয়া বলেছেন, আমি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করেছি কসরের সলাত সম্পর্কে, তদউত্তরের আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তিন মাইল অথবা তিন ফরসখ (নয় মাইল) সফর করতেন তখন সলাতকে কসর করতেন। মাইল নাকি ফারসখ এব্যাপারে ইয়াহ্য়ার শাগরিদ শু'বার সন্দেহ আছে।[৩১১]

عَنْ وَهْبٍ ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. رواه البخارى.

ওয়াহাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনার নিরাপত্তার সময়কালে আমাদেরকে কসরের সাথে সলাত পড়িয়েছেন।[৩১২]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِيْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ. أخرجه الحافظ فى فتح البارى.

ইবনে 'উমার ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) চার 'বুরদ' (অর্থাৎ ৪৮ মাইল) গেলে কসর করতেন এবং সওম রাখা ছেড়ে দিতেন।[৩১৩]

মাসআলা- ৪০৯: কসরের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্ধারণ করে যাননি। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে ৪, ১৫ এবং ১৯ এর বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এর মধ্যে ১৯ দিনের রেওয়ায়েতটি অধিক সত্য মনে হচ্ছে আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মাসআলা- ৪১০: *১৯ দিনের চেয়ে বেশী কোথাও অবস্থান করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে তখন সলাত পূর্ণ পড়া চাই।*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. رواه البخارى.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে এক জায়গায় ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন তখন রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতকে কসর অর্থাৎ

---

[৩১১] মুসলিম ৬৯১, আবূ দাউদ ১২০১, আহমাদ ১১৯০৪

[৩১২] বুখারী ১০৮৩, মুসলিম ৯৬৯, তিরমিযী ৮৮২, নাসায়ী ১৪৪৫, আবূ দাউদ ১৯৬৫, আহমাদ ১৮২৫২

[৩১৩] ফত্হুল বারীঃ ২/৫৬৫।

দু দু'রাক'য়াত পড়েছেন। তাই আমরাও কোথাও এসে ১৯ দিন অবস্থান করলে সলাত কসর করতাম। তবে ১৯ দিনের চেয়ে বেশী অবস্থান করলে তখন সলাত পূর্ণ পড়ে নিতাম।[৩১৪]

মাসআলা- ৪১১: সফরকালে যুহর আছর এবং মাগরিব এশা একত্রে পড়া জায়েয।

মাসআলা- ৪১২: যুহরের সময় সফর শুরু করলে যুহর এবং আসরের সলাত এক সাথে পড়তে পারবে। আর যদি যুহরের পূর্বে সফর শুরু করে তখন যুহরের সলাত বিলম্ব করে আসরের সময় উভয় সলাত এক সাথে পড়া জায়েয হবে। এরূপভাবে মাগরিব ও এশার সলাত এক সাথে পড়তে পারবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. رواه أبو داود والترمذى. (صحيح)

মু'আয ইবনে জবল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তাবুক ' যুদ্ধের সময় যখন সফর শুরু করার পূর্বে সূর্য ঢলে যেত তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জোহর-আছর একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ঢলার পূর্বে সফরের ইচ্ছা করতেন তখন যুহরের সলাতকে বিলম্ব করে আসরের সময় উভয় সলাত একসাথে পড়তেন। এমনিভাবে যদি সফর শুরু করার পূর্বে সূর্য ডুবে যেত তখন মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে সফর শুরু করতেন তখন মাগরিবের সলাত বিলম্ব করতেন এবং এশার সময় উভয় সলাত পড়ে নিতেন।[৩১৫]

মাসআলা- ৪১৩: জামা'আতের সাথে দু'সলাত এক সাথে আদায় করার সুন্নাত তরীকা নিম্নরূপে।

عَنْ جَابِرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رواه أحمد ومسلم والنسائى.

---

[৩১৪] বুখারী ১০৮০, তিরমিযী ৫৪৯, নাসায়ী ১৪৫৩, আবূ দাউদ ১২৩০, ১২৩১, ১২৩২, ইবনু মাজাহ ১০৭৫

[৩১৫] মুসলিম ৭০৬, তিরমিযী ৫৫৩, নাসায়ী ৫৮৭, আবূ দাউদ ১২০৮ইবনু মাজাহ ১০৭০, আহমাদ ২১৫৬৫, মুওয়াত্তা মালিক ৩৩০, দারেমী ১৫১৫, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৬৭।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যখন 'মুযদালিফায়' আসলেন তখন মাগরিব-এশা এক আযান ও দু'একামত দিয়ে পড়েছিলেন। উভয় সলাতের মধ্যে কোন সুন্নাত পড়েননি।[৩১৬]

মাসআলা- ৪১৪: কসরে ফজর, জোহর, আছর এবং এশা সলাত দু'দুরাক'য়াত। আর মাগরিবের সলাত তিন রাক'য়াত।

মাসআলা- ৪১৫: মুসাফির মুকীমের ইমাম হতে পারবে।

মাসআলা- ৪১৬: মুসাফির ইমাম সলাত কসর করবে কিন্তু মুকীম মুক্তাদিগণ পরে সলাত পূর্ণ করে দিবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ:مَاسَفَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا صَلَّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّي يَرْجِعَ وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنِ الْفَتْحِ ثَمَانِ عَشَرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُوْلُ: (يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ اٰخِرَتَيْنِ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ) .رواه أحمد

ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক সফরে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত সলাতকে কসর করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল কারীম (ﷺ) আঠার দিন মক্কা শরীফে ছিলেন। সেখানে মাগরিব ব্যতীত সব সলাত দু'দু রাক'য়াত পড়াতেন। সালাম ফিরার পর বলতেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা নিজ নিজ সলাত পুরা কর, আমরা মুসাফির।[৩১৭]

মাসআলা- ৪১৭: সফরে বিতর পড়া জরুরী।এব্যাপারে হাদীসের জন্য 'বেতরের সলাত' অধ্যায়ে মাসআলা নং- ৩৬৬ দ্রষ্টব্য।

সফরকালে ফরয সলাত সমূহের রাক'য়াতের সংখ্যা

সলাত	ফরয	সুন্নাত
ফরয	২	২
জোহর	২	-
আছর	২	-
মাগরিব	৩	-
এশা	২	১ বিতর
জুমা	২	-

[৩১৬] বুখারী ১৫১৬, ১৫৬৮, ১৬৫১, মুসলিম ১২১৮, তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬, নাসায়ী ২৯১, ৪২৯, আবূ দাউদ ১৭৮৭, ১৭৮৮, ১৭৮৯, ইবনু মাজাহ ২৯১৩, ২৯১৯, আহমাদ ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, মুওয়াত্তা মালিক ৮১৬, ৮৩৫, দারেমী ১৮৫০, ১৮৯৯

[৩১৭] আহমদঃ 8/8৩১।

বিঃদ্রঃ- সফরকালে মুসাফিরকে জুমু'আহর সলাতের পরিবর্তে যুহরের সলাতের কসর আদায় করা উচিত। তবে মুসাফির যদি জামে মসজিদে সলাত আদায় করে তখন অন্যান্যদের সাথে সেও জুমাই আদায় করবে।

মাসআলা- ৪১৮: জলপথ, আকাশ পথ ও স্থলপথের যে কোন যানবাহনে ফরয সলাত আদায় করা যাবে।

মাসআলা- ৪১৯: কোন ভয় না থাকলে সওয়ারীর উপর দাঁড়িয়ে সলাত পড়া চাই। অন্যথায় বসে পড়তে পারবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ كَيْفَ أُصَلِّيْ فِي السَّفِيْنَةِ قَالَ:صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرْقَ.رواه الدارمي والبزار. (صحيح)

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) থেকে কিস্তিতে (নৌকায়) সলাত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "যদি ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় কর।"[৩১৮]

মাসআলা- ৪২০: সুন্নাত এবং নফলসমূহ সওয়ারীর উপর বসে পড়া যায়।

মাসআলা- ৪২১: সলাত শুরু করার পূর্বে সওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে করে নেওয়া চাই। পরে যেদিকেই হোক তাতে কোন অসুবিধে হয় না।

মাসআলা- ৪২২: যদি সওয়ারীরমুখ কেবলার দিকে করা সম্ভব না হয় তাহলে যে দিকে আছে সেদিক হয়ে সলাত আদায় করতে পারবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. رواه أحمد وأبو داود. (حسن)

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সওয়ারীর উপর সলাত পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন অনেক তাকে কেবলামুখী করে নিতেন। নিয়ত বাঁধার পর সওয়ারী যেদিকে যেতে চাইত যেতে দিতেন এবং নিজে সলাত পড়ে নিতেন।[৩১৯]

মাসআলা- ৪২৩: সফরে দু'ব্যক্তি হলে তাদেরকেও আযান দিয়ে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করতে হবে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. رواه البخارى.

---

[৩১৮] দারাকুতনী, সহীহু জামিউস সাগীরঃ ৩য় খণ্ড, হাঃ-৩৬৭১।

[৩১৯] বুখারী ১১০০, মুসলিম ৭০২, নাসায়ী ৭৪১, আবূ দাউদ ১২২৫, আহমাদ ১২৬৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ৩৫৭, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৮৪।

Contents

মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, দু'ব্যক্তি নবী (ﷺ) এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাসূল কারীম (ﷺ) তাদেরকে বললেন, যখন সলাতের সময় হবে তখন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে সলাত পড়াবে।[৩২০]

মাসআলা- ৪২৪: সফরে সুন্নাতসমূহ নফলের সমমান হয়ে যায়।

كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ فَقَالَ حَفْصٌ أَيْ عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لَاتْمَمْتُ الصَّلَاةَ. رواه مسلم.

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাঃ) মিনায় সলাত কসর করে নিজের বিছানায় চলে আসতেন। হাফ্স বললেন, চাচাজান! যদি কসর করার পর দু'রাক'য়াত সুন্নাত আদায় করতেন তাহলে কত ভাল হত। আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বলেন, যদি সুন্নাত পড়া দরকার হত তাহলে আমি ফরযকে পূর্ণ পড়ে নিতাম।[৩২১]

মাসআলা- ৪২৫: মুসাফির মুক্তাদিকে মুকীম ইমামের পিছনে সলাত পূর্ণ পড়তে হবে।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. رواه مالك.

নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাঃ) মক্কা শরীফে দশ রাত অবস্থান করেছিলেন তখন সলাত কসর করতেন। কিন্তু যখন ইমামের পিছনে পড়তেন তখন পূর্ণ পড়তেন।[৩২২]

---

[৩২০] বুখারী ৬৫৮, মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, আবূ দাউদ ৫৮৯, ৮৪২, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১, দারেমী ১২৫৩

[৩২১] বুখারী ১০৮২, ১৬৫৫, মুসলিম ৬৯৪, নাসায়ী ১৪৫০, ১৪৫১, আহমাদ ১-৪৫১৯, দারেমী ১৫০৬

[৩২২] মালিক ৩৪৭

جمع الصلاة

সলাত জমা করার মাসায়েল

মাসআলা- ৪২৬: বৃষ্টিরকারণে দু' সলাত জমা অর্থাৎ একত্রে পড়া যায়।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهم كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ. رواه مالك.

নাফে বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) শাসকবর্গের সাথে বৃষ্টির সময় মাগরিব এবং এশার সলাত একত্র পড়তেন।"[৩২৩]

মাসআলা- ৪২৭: অতীতের কাজা সলাতগুলোকে উপস্থিত সলাতের সাথে জমা করে পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা- ৪২৮: সফরের সময় দু' সলাত একত্রে পড়া জায়েয। হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৪১১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ৪২৯: দু' সলাতকে একত্রে পড়ার জন্য আযান একবার দিবে কিন্তু ইকামত পৃথক পৃথকভাবে দু'বার দিতে হবে।

মাসআলা- ৪৩০: সফরাবস্থায় কসর করে জমা করতে হবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং- ৪১৩ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা- ৪৩১: অসফর অবস্থায় সলাত জমা করলে পুরা পড়তে হবে।

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا. متفق عليه.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে (জুহুর এবং আসরের) আট রাক'য়াত এবং (মাগরিব ও এশার) সাত রাক'য়াত একসাথে পড়েছি।"[৩২৪]

---

[৩২৩] মালিক ৩৩৩, সালাত অধ্যায়, সফর ও অসফরে দু' সালাত একত্রে পড়া।

[৩২৪] বুখারী ৫৪৩, ৫৬২, ১১৭৪, মুসলিম ৭০৫, তিরমিযী ১৮৭, নাসায়ী ৫৮৯, আবূ দাউদ ১২১০, ১২১১, আহমাদ ১৯৯১, ১৯৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ৩৩২, আল্লু'লউ ওয়াল্মারজানঃ প্রথম খণ্ড, হাঃ-৪১১।

صلاة الجنائز

জানাযার সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৪৩২: জানাযার সলাতের ফজীলত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

رواه البخاري.

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হবে এবং সলাত পড়বে সে এক কীরাত সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে সে দু' কীরাত পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু' কীরাত অর্থ কি? উত্তরে বললেন, দু' কীরাত অর্থ বড় বড় দু' পাহাড়ের সমান সাওয়াব পাবে।"[৩২৫]

মাসআলা- ৪৩৩: জানাযার সলাতে শুধু কিয়াম ও চারটি তাকবীর আছে, রুকূ' সিজদা নেই।

মাসআলা- ৪৩৪: গায়েবী জানাযার সলাত পড়া জায়েয।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকজনকে নাজাশীর মৃত্যুর খবর সেদিনই দিয়েছিলেন যেদিন সে ইন্তেকাল করেছেন। তারপর সাহাবীদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গমন করলেন। অতঃপর তাঁদেরকে কাতারবন্দী করলেন এবং চারটি তাকবীর বলে জানাযার সলাত পড়ালেন।"[৩২৬]

মাসআলা- ৪৩৫: লোকজনের সংখ্যা দেখে কম-বেশী কাতার বানাতে হবে।

মাসআলা- ৪৩৬: জানাযার সলাতের কাতারের সংখ্যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوْفٌ. رواه البخاري.

---

[৩২৫] বুখারী ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫, নাসায়ী ১৯৯৪, ১৯৯৫, আবূ দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯

[৩২৬] বুখারী ১২৪৫, মুসলিম ৯৫১, তিরমিযী ১০২২, নাসায়ী ১৮৭৯, আবূ দাউদ ৩২০৪, ইবনু মাজাহ ১৫৩৪, আহমাদ ৭১০৭, মুওয়াত্তা মালিক ৫৩০

জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আজ আবিসিনিয়ার একজন পূণ্যবান ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন, চল তার জন্য জানাযার সলাত পড়ি। জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা কাতারবন্ধি হলাম। রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত পড়ালেন, আমরা কয়েক কাতার ছিলাম।[৩২৭]

মাসআলা- ৪৩৭: প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رواه الترمذی وأبو داود وابن ماجة. (صحيح)

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযার সলাতে সূরা ফাতেহা পড়েছেন।[৩২৮]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ﷺقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رواه البخاري.

তালহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছে জানাযার সলাত পড়েছি। তাতে তিনি সূরা ফাতেহা পড়লেন তারপর বললেন, স্মরণ রাখ, এটি সুন্নাত।[৩২৯]

মাসআলা- ৪৩৮: প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত।

মাসআলা- ৪৩৯: জানাযার সলাতে আস্তে বা জোরে উভয় নিয়মে ক্বিরায়াত পড়া জায়েয।

মাসআলা- ৪৪০: সূরা ফাতেহার পর কুরআন মজীদের কোন সূরা সাথে মিলানোওজায়েয।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنهما قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ قَالَ إنما جَهَرت لِيَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رواه البخاري وأبو داود والنسائی والترمذی. (صحيح)

---

[৩২৭] বুখারী ১৩২০, মুসলিম ৯৫২, নাসায়ী ১৯৭৩, আহমাদ ১৩৭৩৭, ১৪৮৬৮

[৩২৮] বুখারী ১৩৩৫, তিরমিযী ১০২৬, নাসায়ী ১৯৮৭, ১৯৮৮, আবূ দাঊদ ৩১৯৮, ইবনু মাজাহ ১৪৯৫, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-১২১৫।

[৩২৯] বুখারী ১৩৩৫, তিরমিযী ১০২৬, ১০২৭, নাসায়ী ১৯৮৭, ১৯৮৮, আবূ দাঊদ ৩১৯৮

তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পিছনে জানাযার সলাত পড়েছি সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন যা আমরাও শুনেছি। যখন সলাত শেষ করলেন, তখন আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাত ধরে ক্বিরায়াত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি উচ্চৈঃস্বরে এজন্যই ক্বিরায়াত পড়েছি যেন তোমরা জানতে পার যে এটি সুন্নাত।[৩৩০]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ﷺ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَي الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَي سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ وَ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ وَلَا يُقْرَأُ فِيْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ.رواه الشافعي. (صحيح)

আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করতেছেন, জানাযার সলাতে ইমামের জন্য প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতেহা পড়া, দ্বিতীয় তাকবীরের পর রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ পড়া, তৃতীয় তাকবীরের পর এখলাছের সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা, উচ্চৈঃস্বরে কিছু নাড়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত।[৩৩১]

মাসআলা- ৪৪১: দরূদ শরীফের পর তৃতীয় তাকবীরে নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি দোয়া পড়া দরকার।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُوْلُ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَه) . رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযার সলাতে এই দোয়া পড়তেন। 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে

---

[৩৩০] বুখারী ১৩৩৫, তিরমিযী ১০২৬, ১০২৭, নাসায়ী ১৯৮৭, আবূ দাঊদ ৩১৯৮, আহমামুল জানায়েয-শায়খ আলবানী, পৃঃ-১১৯।

[৩৩১] শাফেঈ

তাহার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।- আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি, [৩৩২]

عَنْ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ) . رواه مسلم.

আউফ ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক জানাযার সলাত পড়িয়েছিলেন, তাতে যে দোয়াটি পড়েছেন তা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। দোয়াটি হল এই 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটা প্রশস্থ করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান করো এবং তুমি তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। আউফ বলেন, এই দোয়া শুনে আমার আকাঙ্খা হয়েছিল যে, যদি আমিই হতাম সে মৃত ব্যক্তি।[৩৩৩]

মাসআলা- ৪৪২: ছোট শিশুর জানাযার সলাতে নিম্ন দোয়া পড়া সুন্নাত।

قَالَ الْحَسَنُ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُ (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا) . رواه البخاري تعليقا.

হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক শিশুর জানাযার সলাত পড়িয়েছেন তথায় সূরা ফাতেহার পর এই দোয়া পড়তেন, "হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সওয়াবের ওসীলা বানাও।[৩৩৪]

মাসআলা- ৪৪৩: জানাযার সলাত পড়ানোর জন্য ইমামকে পুরুষের মাথার বরাবর এবং মহিলাদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ানো উচিত।

---

[৩৩২] বুখারী ১৬৭, নাসায়ী ১৯৮৬, আহমাদ ১৭০৯২, ২২৮৮৪, ১০২৪, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-১২১৭, মেশকাত নং-১৫৮৫।

[৩৩৩] মুসলিম ৯৬৩, তিরমিযী ১০২৫, নাসায়ী ১৯৮৩, ১৯৮৪, ইবনু মাজাহ ১৫০০, আহমাদ ২৩৪৫৫

[৩৩৪] সহীহ আল্ বুখারীঃ ১/৫৪৩।

عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺصَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ فَجِيْءَ بِجِنَازَةِ أُخْرَى بِامْرَأَةٍ فَقَالُوْا يَا أَبَا حَمْزَةَ! صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ! هٰكَذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ وَقَامَ مِنَ الْمَرْأَةِ مُقَامَكَ مِنَ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ احْفَظُوْا. رواه ابن ماجة. (صحيح)

গালেব হান্নাথ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের সামনে একদা আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক পুরুষের জানাযার সলাত পড়ালেন এবং তিনি লাশের মাথার পার্শ্বে দাঁড়ালেন তার পর আর একটি মহিলার জানাযার সলাত পড়ালেন এবং তাতে লাশের মধ্যখানে দাঁড়ালেন। আমাদের সাথে তখন আলা ইবনে যিয়াদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষ-মহিলার মধ্যে ইমামের জায়গা পরিবর্তনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা! রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কি পুরুষ এবং মহিলার জানাযায় এভাবে দাঁড়াতেন? আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এভাবেই দাঁড়াতেন।[৩৩৫]

মাসআলা- ৪৪৪: জানাযার সলাতের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠান উচিত।

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ جَمِيْعِ تَكْبِيْرَاتِ الْجَنَازَةِ.رواه البخاري

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জানাযার সলাতের সকল তাকবীরে হাত উঠাতেন।[৩৩৬]

মাসআলা- ৪৪৫: জানাযার সলাতে উভয় হাত বক্ষে বাঁধা সুন্নাত।

عَنْ طَاوُسٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. رواه أبو داود. (صحيح)

তাউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে শক্তভাবে বক্ষে বাঁধতেন।"[৩৩৭]

মাসআলা- ৪৪৬: জানাযার সলাত এক সালাম দিয়ে শেষ করাও জায়েয।

---

[৩৩৫] তিরমিযী ১০৩৪, আবূ দাউদ ৩১৯৪, সহীহু ইবনে মাজাহ প্রথম খণ্ড, হাঃ-১২১৪।

[৩৩৬] বুখারী/তালীক। সহীহ আল্ বুখারীঃ ১/৫৩৯। *জানাযার সালাতের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠানোর কথাটি কোন মরফু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।বইয়ে উল্লেখিত হাদীসটি 'মওকুফ'তবে সহীহ সুতরাং হাত উঠানো ইচ্ছাধীন ব্যাপার।-অনুবাদক,

[৩৩৭] আবূ দাউদ, ৭৫৯, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৬৮৭। (হাদীসটি মুরসাল- অনুবাদক)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً.رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. (حسن)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার তাকবীর এবং এক সালামে জানাযার সলাত পড়ালেন।"[৩৩৮]

মাসআলা- ৪৪৭: মসজিদে জানাযার সলাত পড়া জায়েয।

মাসআলা- ৪৪৮: মহিলা মসজিদে জানাযার সলাত পড়তে পারে।

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ فَقَالَتْ ادْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيْهِ. رواه مسلم.

আবু সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "যখন সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তে কাল করলেন, তখন আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, জানাযা মসজিদে নিয়ে আস আমিও যেন পড়তে পারি। লোকজন তা খারাপ মনে করলেন, তখন আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'বয়দা' এর দু' ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদে পড়েছেন।"[৩৩৯]

মাসআলা- ৪৪৯: কবস্থানে জানাযার সলাত পড়া নিষেধ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.رواه الطبراني (حسن)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কবরস্থানে জানাযার সলাত পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। [৩৪০]

মাসআলা- ৪৫০: কবরস্থান থেকে পৃথক কবরেরর উপর জানাযা পড়া জায়েয।

মাসআলা- ৪৫১: লাশ দাফন করার পর করেরে উপর জানাযা পড়া জায়েয।

عَنْ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ انْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. متفق عليه.

---

[৩৩৮] দারাকুতনী, হাকিম, আহকামুল জানায়েয-শায়খ আলবানী, পৃ-১২৮।

[৩৩৯] মুসলিম ৯৭৩, তিরমিযী ১০৩৩, নাসায়ী ১৯৬৭, আবূ দাউদ ৩১৯০, ইবনু মাজাহ ১৫১৮, আহমাদ ২৩৯৭৭, ২৪৪৯৩, মুওয়াত্তা মালিক ৫৩৬

[৩৪০] তাবারানী, আহকামুল জানায়েয-শায়খ আলবানীঃ পৃঃ-১০৮।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক নতুন কবর দিয়ে গমন করলেন এবং সে কবরের উপর সলাত পড়লেন, সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) ও তাঁর পিছনে কাতার বেঁধে সলাত পড়লেন। রাসূল কারীম (ﷺ) সে জানাযার সলাতে চার তাকবীর বললেন।[৩৪১]

মাসআলা- ৪৫১/১: একাধিক লাশের উপর একবার সলাত পড়াও জায়েয।

মাসআলা- ৪৫২: একাধিক লাশের মধ্যে মহিলা পুরুষ উভয় থাকলে তখন পুরুষের লাশ ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলার লাশ কেবলার দিকে করতে হবে।

عَنْ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم كَانُوْا يُصَلُّوْنَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِيْنَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَجْعَلُوْنَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. رواه مالك.

ইমাম মালেক (রাহঃ) থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনে আফ্ফান, ইবনে 'উমার ও আবু হুরাইরা (রাঃ) মহিলা-পুরুষদের উপর একসাথে জানাযার সলাত পড়তেন। পুরুষদেরকে ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলাদেরকে কেবলার দিকে করে রাখতেন।[৩৪২]

صلاة العيدين

দু' ঈদের সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৪৫৩: ঈদুল ফিতরের সলাতের জন্য যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি দ্রব্য খাওয়া সুন্নাত।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. رواه البخارى.

আনাস (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদের দিন খেজুর না খেয়ে ঈদগাহে রওয়ানা করতেন না। আর তিনি বেজোড়া খেজুর খেতেন।"[৩৪৩]

মাসআলা- ৪৫৩/১: ঈদের সলাতের জন্য পায়ে হেঁটে আসা -যাওয়া সুন্নাত।

---

[৩৪১] বুখারী ৮৫৭, ১২৪৭, ৩১৯, মুসলিম ৯৫৪, তিরমিযী ১০৩৭, নাসায়ী ২০২৩, ২০২৪, আবূ দাউদ ৩১৯৬, ইবনু মাজাহ ১৫৩০, দারেমী ২৫৫০

[৩৪২] মুয়াত্তা ইমাম মালেক , পৃঃ- ১৫৩।

[৩৪৩] বুখারী ৯৫৩, তিরমিযী ৫৪৩, ইবনু মাজাহ ১৭৫৪, আহমাদ ১১৮৫৯, দারেমী ১৬০০

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. رواه إبن ماجة.

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে আসা-যাওয়া করতেন।"[৩৪৪]

মাসআলা- ৪৫৪: ঈদগাহে আসা এবং যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ. رواه البخارى.

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদগাহের আসা এবং যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করে নিতেন।[৩৪৫]

মাসআলা- ৪৫৫: ঈদের সলাত বসতির বাইরে খোলা মাঠে পড়া সুন্নাত।

মাসআলা- ৪৫৬: ঈদের সলাতের জন্য মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়া চাই।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. متفق عليه.

উম্মে আতিয়্যা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ দেন যেন আমরা দু'ঈদে ঋতুবতী এবং পর্দার আড়ালের মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে আসি। ফলে তারা যেন মুসলমানদের সাথে সলাত এবং দোয়ায় শরীক থাকতে পারেন। তবে ঋতুবতীরা সলাত পড়া থেকে বিরত থাকবে।[৩৪৬]

মাসআলা- ৪৫৭: ঈদের সলাতের জন্য আযান ও নেই একামতও নেই।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رواه مسلم وأبو داود والترمذى. (صحيح)

জাবের ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আযান-একামত বিহীন অনেকবার ঈদের সলাত পড়েছি।[৩৪৭]

---

[৩৪৪] ইবনু মাজাহ ১২৯৫, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৭১।

[৩৪৫] বুখারী ৯৮৬

[৩৪৬] বুখারী ৩৫১, মুসলিম ৮৯০, তিরমিযী ৫৩৯, নাসায়ী ৩৯০, ১৫৫৮, আবূ দাউদ ১১৩৬, ইবনু মাজাহ ১৩০৭, আহমাদ ২৬৭৫৫, দারেমী ১৬০৯

[৩৪৭] মুসলিম ৮৮৭, তিরমিযী ৫৩২, আবূ দাউদ ১১৪৮, আহমাদ ২০৩৩৬, ২০৩৮৪

মাসআলা- ৪৫৮: দু'ঈদের সলাতে বারটি তাকবীর বলতে হয়। প্রথম রাক'য়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে সাত, আর দ্বিতীয় রাক'য়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলা সুন্নাত।

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الاَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رواه مالك (إرواء الغليل:٣/١١٠) (صحيح)

নাফে বলেন, "আমি আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে ঈদুল ফিতর এবং কোরবানীর ঈদের সলাত পড়েছি। প্রথম রাক'য়াতে তিনি ক্বিরায়াতের পূর্বে সাত তাকবীর বললেন, আর শেষ রাক'য়াতে ক্বিরায়াতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বললেন।"[৩৪৮]

মাসআলা- ৪৫৯: উভয় ঈদের সলাতে প্রথমে সলাত অতঃপর খুতবা দেয়া সুন্নাত।

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. متفق عليه.

ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবুবকর ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) উভয় ঈদের সলাত খুতবার পূর্বে আদায় করতেন।"[৩৪৯]

মাসআলা- ৪৬০: ঈদের সলাতের পূর্বে ও পরে কোন সলাত নেই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. رواه أحمد والبخاري ومسلم.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের দিন সলাতের জন্য তাশরীফ নিলেন এবং দু'রাক'য়াত সলাত পড়ালেন এর পূর্বেও কোন সলাত পড়েননি এবং পরেও কোন সলাত পড়েননি।[৩৫০]

মাসআলা- ৪৬১: ঈদের সলাতের পর ঘরে ফিরে দু' রাক'য়াত সলাত পড়া মুস্তাহাব।

---

[৩৪৮] মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ সালাত অধ্যায়, ঈদের সালাতে কিরাত অনুচ্ছেদ, ইরওয়াউল গালীলঃ ৩/১১০।

[৩৪৯] বুখারী ৯৬৩, মুসলিম ৮৮৮, তিরমিযী ৫৩১, নাসায়ী ১৫৬৪, ইবনু মাজাহ ১২৭৬, আহমাদ ৫৬৩০, মুওয়াত্তা মালিক ৪৩৪

[৩৫০] বুখারী ৫৮৮১, মুসলিম ৮৮৪; ৩৩২৩, তিরমিযী ৫৩৭, ১১৮৭, নাসায়ী ১৫৬৯, আবূ দাউদ ১১৪৬, ইবনু মাজাহ ১২৭৩, দারেমী ১৬১০

Contents

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ:كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَي مَنْزِلِهِ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ.رواه ابن ماجه (حسن)

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লঅহ (ﷺ) ঈদের পূর্বে কোন সলাত পড়তেন না, যখন ঈদ পড়ে ঘরে ফিরতেন তখন দু' রাক'য়াত সলাত আদায় করতেন।"[৩৫১]

মাসআলা-৪৬২: যদি জুমু'আহর দিন ঈদ চলে আসে তখন উভয় সলাত পড়াই ভাল। কিন্তু ঈদের পর যদি জুমু'আহর স্থানে যুহরের সলাত আদায় করা হয় তাও জায়েয আছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ. رواه أبو داود وابن ماجة. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমাদের আজকের দিনে দু'ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে (এক ঈদ, দ্বিতীয় জুমা) কেউ চাইলে তার জন্য জুমু'আহর স্থানে ঈদের সলাত যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমরা ঈদ ও জুমু'আহ উভয় পড়ব।[৩৫২]

মাসআলা- ৪৬৩: মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না গেলে পরে সওম রাখার পর চাঁদ দেখা যাওয়ার খবর পাওয়া গেলে তখন সওম ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক।

মাসআলা- ৪৬৪: যদি সূর্য ঢলার পূর্বে চাঁদের খবর পাওয়া যায় তখন সেদিনেই ঈদের সলাত পড়ে নিবে। আর যদি সূর্য ঢলার পর খবর পাওয়া যায় তখন দ্বিতীয় দিন সলাত পড়ে নিবে।

عَنْ أَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الاَنصَارِ قَالُوْا أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالَامْسِ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوْا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرُجُوْا لِعِيْدِهِمْ مِنْ الْغَدِ. رواه الخمسة إلا الترمذى.

আবু উমাইর ইবনে আসন (রাঃ) আপন এক আনসারী চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বললেন, মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের চাঁদ দেখিনি তাই আমরা রোযা রেখেছি। পরে দিনের শেষভাগে এক কাফেলা আসল। তারা

[৩৫১] ইবনু মাজাহ ১২৯৩, আহমাদ ১০৮৪২, ১০৯৬২, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৬৯।

[৩৫২] আবূ দাঊদ ১০৭৩, ইবনু মাজাহ ১৩১১, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৮৩।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে রাত্রে চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষী দিল। রাসূল কারীম (ﷺ) লোকজনকে সে দিনের সওম ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং তার পরের দিন সকালে সলাতে আসার জন্য বললেন।[৩৫৩]

মাসআলা- ৪৬৫: উভয় ঈদের সলাত দেরীতে পড়া অপছন্দনীয়।

মাসআলা- ৪৬৬: ঈদুল ফিতরের সলাতের সময় এশরাকের সলাতের সময়ে হয়।

عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إنه خَرَجَ مَعَ النَّاسِ فِيْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ.

رواه أبو داود وابن ماجة. (صحيح)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার সলাতের জন্য লোকজনের সাথে ঈদগাহে গিয়েছিলেন ইমাম সাহেব সলাতে দেরী করছেন দেখে তিনি বৈরীভাব প্রকাশ করেছেন এবং বললেন, আমরাতো এসময়ে সলাত পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম। তখন এশরাকের সময় ছিল।[৩৫৪]

মাসআলা- ৪৬৭: ঈদগাহে আসা-যাওয়ার সময় তাকবীর বলা সুন্নাত।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَغْدُوْا إِلَي الْمُصَلَّي يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّي يَأْتِيَ الْمُصَلِّي ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلِّي حَتَّي إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيْرَ.رواه الشافعي.

ইবনে 'উমার (রাঃ) ঈদের দিন সকাল সকাল সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ঈদগাহে তাশরীফ আনয়ন করতেন এবং ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর বলতে বলতে যেতেন এবং ঈদগাহে পৌঁছার পরও তাকবীর বলতেন। যখন ইমাম বসে যেতেন তখন তাকবীর বলা ছেড়ে দিতেন।[৩৫৫]

মাসনূন তাকবীরঃ

الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر ألله أكبر ولله الحمد[৩৫৬]

---

[৩৫৩] মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী ১৫৫৭, আবূ দাঊদ ১১৫৭, আবূ দাঊদ ১৬৫৩, সহীহু সুনানি আবুদাউদঃ, ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৬২।

[৩৫৪] আবূ দাঊদ ১১৩৫, ইবনু মাজাহ ১৩১৭, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-১০০৫।

[৩৫৫] শাফেঈ, নায়লুল আওতারঃ ৩/৩৫১।

[৩৫৬] ইবনু আবিশায়বাঃ ২/২/২, শায়খ আলবানী ইবনে মাসউদ (রাঃ), এর এই আছারকে বিশুদ্ধ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীলঃ ৩/১২৫।

মাসআলা- ৪৬৮: যদি কেউ ঈদের সলাত না পায় অথবা রোগের কারণে ঈদগাহে যেতে না পারে তখন একা একা দু'রাক'য়াত সলাত পড়ে নিবে।

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ مَوْلَاهُ ابْنَ أَبِيْ عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيْهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه البخارى تعليقات.

আনাস (রাঃ) আপন দাস ইবনে আবী উত্বাকে 'যাবিয়া' গ্রামে সলাত পড়ার আদেশ দিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের একত্রিত করলেন। সবাই মিলে শহরবাসীদের ন্যায় সলাত আদায় করলেন এবং তাববীর বললেন। ইকরামা (রাঃ) বলেন, গ্রামবাসীরা ঈদের দিন জমা হবে এবং ইমামের ন্যায় দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করবে। আতা (রহঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তির ঈদের সলাত ছুটে যায় তখন সে দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করে নিবে।[৩৫৭]

صلاة الإستسقاء

এস্তেস্কার সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৪৬৯: এস্তেস্কা (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা) এর সলাতের জন্য নিতান্ত বিনয়তা, নম্রতা এবং লাঞ্ছনা অবস্থায় বের হওয়া চাই।

মাসআলা- ৪৭০: এস্তেস্কার সলাত বসতির বাইরে খোলা মাঠে জামা'আতে পড়া চাই।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الإِسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى. رواه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجة. (حسن)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এস্তেস্কার সলাতের জন্য অতি বিনয়তা, নম্রতা এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় বের হলেন এবং সেই অবস্থায় সলাতের স্থানে পৌঁছলেন।"[৩৫৮]

মাসআলা- ৪৭১: এস্তেস্কার সলাতে আযান ও ইকামত নেই।

মাসআলা- ৪৭২: এস্তেস্কার সলাত দু' রাক'য়াত।

মাসআলা- ৪৭৩: এস্তেস্কার সলাতে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরায়াত পড়তে হয়।

---

[৩৫৭] বুখারী/তালীক, বুখারী ঃ ১/৪১৪ (অনুচ্ছেদ), ।

[৩৫৮] তিরমিযী ৫৫৮, আবূ দাঊদ ১১৬৫, নাসায়ী ১৫০৬, ১৫০৮, ইবনু মাজাহ ১২৬৬, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৩২।

عن عبد الله بن زيد ﷺ قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. رواه البخاري.

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, "রাসূল কারীম (ﷺ) অতঃপর মানুষের দিকে পিঠ দিয়ে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন। তারপর চাদর উল্টালেন। অতঃপর দু' রাক'য়াত সলাত পড়ালেন, তাতে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরায়াত পড়লেন।"[৩৫৯]

মাসআলা- ৪৭৪: বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় হাত উঠান চাই।

মাসআলা- ৪৭৫: এস্তেস্কার সলাতের পর দোয়ায় হাত এতটুকু উঠাবে যেন হাতের পিঠ আসমানের দিকে হয়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. رواه مسلم.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) এস্তেস্কার সলাতে হাতের পিঠ আসমানের দিকে করতেন।"[৩৬০]

মাসআলা- ৪৭৬: বৃষ্টি প্রার্থনা করার মসনূন দোয়াসমূহঃ

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ. رواه أبو داود. (حسن)

আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) বৃষ্টির দোয়ায় বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে পানি পান করাও; তোমার রহমত পরিচালনা করো আর তোমার মৃত শহরকে সজীব করো।[৩৬১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أنه ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا)

. رواه البخاري.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল কারীম (ﷺ) উভয় হাত উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, "আল্লাহুম্মা আগিছ্না।"[৩৬২]

মাসআলা- ৪৭৭: বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া।

---

[৩৫৯] বুখারী ১০২৫, মুসলিম ৮৯৪, তিরমিযী ৫৫৬, নাসায়ী ১৫০৫, আবূ দাঊদ ১১৬১, ১১৬২, ইবনু মাজাহ ১২৬৭, আহমাদ ১৫৯৯৭, মুওয়াত্তা মালিক ৪৪৮, দারেমী ১৫৩৩, সহীহ আল্ বুখারীঃ ১/৪২৭, হাঃ-৯৬৩।

[৩৬০] মুসলিম ৮৯৬, আবূ দাউদ ১১৭১, ১৪৮৭, আহমাদ ১১৮৩০

[৩৬১] আবূ দাঊদ ১১৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ৪৪৯, সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৪৩।

[৩৬২] বুখারী ১০১৪, মুসলিম ৮৯৫, নাসায়ী ১৫০৩, ১৫০৪, আবূ দাঊদ ১১৭০, ১১৭১, ইবনু মাজাহ ১১৮০, আহমাদ ১১৬০৮, ১১৮৩০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬৮

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا) . متفق عليه.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বৃষ্টি হতে দেখতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও।[৩৬৩]

মাসআলা- ৪৭৮: বৃষ্টির আধিক্যের ক্ষতি থেকে বাঁচার দোয়াঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) . متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি বন্ধের জন্য হাত উঠিয়ে দোয়া করে বলতেন, "আল্লাহুম্মা হওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়াযযিরাবি ওয়া বুতুনিল আউদিয়াতি ওয়া মানাবিতিশ শাজারাতি।" (হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা বনাঞ্চলে বর্ষন করো।"[৩৬৪]

صلاة الخوف

আশঙ্কার সলাত

মাসআলা- ৪৭৯: ভয়ের সলাতের জন্য সফর শর্ত নয়।

মাসআলা- ৪৮০: ভয়ের সলাতের ব্যাপারে রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কয়েকটি নিয়ম প্রমাণিত আছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি সাপেক্ষে যেভাবে সুযোগ হয় সেইভাবে আদায় করবে।

মাসআলা- ৪৮১: যদি ভয় সফরে হয় তাহলে চার রাক'য়াত ওয়ালী সলাত (জোহর, আছর এবং এশা) কে দু' রাক'য়াত পড়বে। অর্ধেক সৈন্য ইমামের পিছনে এক রাক'য়াত পড়ে রণক্ষেত্রে চলে যাবে। এবং তথায় আর এক রাক'য়াত পড়ে নিবে। এসময়ে বাকী সৈন্যরা ইমামের পিছনে আসবে এবং এক রাক'য়াত পড়ে রণক্ষেত্রে চলে যাবে এবং বাকী সলাত তথায় আদায় করবে।

মাসআলা- ৪৮২: যদি ভয় অসফর অবস্থায় হয় তাহলে চার রাক'য়াত ওয়ালী সলাত পূর্ণ পড়বে। অর্ধেক সৈন্য ইমামের পিছনে দু' রাক'য়াত

---

[৩৬৩] বুখারী ১০৩২, নাসায়ী ১৫২৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৯০, আহমাদ ২৩৬২৪

[৩৬৪] বুখারী ৯৩২, ১০১৩, মুসলিম ৮৯৫, ৮৯৭, নাসায়ী ১৫০৩, ১৫০৪, আবূ দাউদ ১১৭০, ১১৭১, ইবনু মাজাহ ১১৮০, আহমাদ ১১৬০৮, ১১৮৩০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬৮

আদায় করে বাকী দু' রাক'য়াত যুদ্ধেক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে। ততক্ষণে বাকী সৈন্যরা এসে ইমামের পিছনে দু' রাক'য়াত পড়বে আর দু' রাক'য়াত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُوْلَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً. رواه مسلم.

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের সময় সেনাদলের একভাগকে নিয়ে এক রাক'য়াত সলাত পড়ালেন তখন বাকী সৈন্যরা শত্রুর সাথে মোকাবেলা করছিল। অতঃপর এক রাক'য়াত আদায়কারী সেনারা শত্রুর সামনে এল এবং অন্য সেনারা এসে রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে এক রাক'য়াত পড়ল। রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' রাক'য়াতের পর সালাম ফিরালেন। তারপর সাহাবীগণ প্রত্যেক পৃথক পৃথকভাবে এক রাক'য়াত আদায় করলেন।"[৩৬৫]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ وَأُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوْا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. متفق عليه.

জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রেকা যুদ্ধের সময় আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। সলাতের ইকামত হলে রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৈনিকদের অর্ধেক নিয়ে দু' রাক'য়াত সলাত পড়ালেন তারপর তারা চলে গেলেন। অতঃপর বাকী সৈন্যরা আসলে তাদেরকে নিয়ে আর দু' রাক'য়াত পড়ালেন। এমনিভাবে রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হলো চার রাক'য়াত আর সাহাবীদের হলো দু' রাক'য়াত দু' রাক'য়াত।[৩৬৬]

মাসআলা- ৪৮৩: বেশী ভয় হলে যেভাবে পারে সেভাবেই সলাত পড়বে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. رواه إبن ماجة. (صحيح)

---

[৩৬৫] বুখারী ৯৪২, ৯৪৩, মুসলিম ৮৩৯, তিরমিযী ৫৬৪, নাসায়ী ১৫৩৮, ১৫৩৯, আবূ দাউদ ১২৪৩, ইবনু মাজাহ ১২৫৮, আহমাদ ৬৩১৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪৪২, দারেমী ১৫২১

[৩৬৬] বুখারী ৪১৩৭, মুসলিম ৮৪৩, আহমাদ ১৩৯২৫, ১৪৫১১, মুনতাকাল আখবার, সালাতুল খাউফ অধ্যায়, হাঃ-১৭০৩।

ইবনে 'উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভয়ের সলাতের নিয়ম বলতে গিয়ে বলেছেন, "যদি আশঙ্খা বেশী হয় তাহলে পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারী অবস্থায় যেভাবেই সম্ভব হয় সলাত পড়ে নিবে।"[৩৬৭]

মাসআলা- ৪৮৪: যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝে সলাত কাজাও করতে পারে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ نَادَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْ الاَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ إِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُوْنَ بَنِيْ قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُوْنَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيْقَيْنِ. رواه مسلم.

ইবনে 'উমার (রাঃ) বলেন, "যেদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন সেদিন ঘোষণা দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বনু কুরায়যায় গিয়ে সলাত পড়বে। তখন কিছু লোক সলাত কাজা হওয়ার ভয়ে রাস্তাতেই সলাত পড়ে নিল কিন্তু অন্য কিছুরা বললঃ আমরা যেখানেই রাসূল কারীম (ﷺ) বলেছেন, সেখানেই সলাত পড়ব যদিও কাজা হয়ে যায়। রাসূল কারীম (ﷺ) উভয় দলের কাউকে কিছু বললেন না।[৩৬৮]

صلاة الكسوف والخسوف

কুসুফ খুসুফের সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৪৮৫: কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) অথবা খুসুফ (চন্দ্রগ্রহণ) এর সলাতের জন্য আযানও নেই, একামতও নেই।

মাসআলা- ৪৮৬: কুসুফ-খুসুফের সলাতের জন্য লোকজনকে একত্রিত করতে হলে 'আচ্ছালাতু জামেয়াতুন' বলা উচিত।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ) فَاجْتَمَعُوْا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. رواه مسلم.

---

[৩৬৭] বুখারী ৯৪২, ৯৪৩, মুসলিম ৮৩৯, তিরমিযী ৫৬৪, নাসায়ী ১৫৩৮, ১৫৩৯, আবূ দাউদ ১২৪৩, ইবনু মাজাহ ১২৫৮আহমাদ ৬৩৪১, মুওয়াত্তা মালিক ৪৪২, দারেমী ১৫২১, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ-১০৪৭।

[৩৬৮] বুখারী ৯৪৬, মুসলিম ১৭৭০

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জমানায় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন, রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন আহবানকারী পাঠালেন, সে 'আচ্ছালাতু জামেয়াতুন' বলে মানুষগণকে সলাতের দিকে আহবান করলেন। যখন লোকজন একত্রিত হয়ে গেলো তখন রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অগ্রসর হয়ে তাকবীর বললেন এবং দু' রাক'য়াতে চার রুকূ' এবং চার সিজদা করলেন।[৩৬৯]

মাসআলা- ৪৮৭: যখন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হবে তখন জামা'আতের সাথে দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করা চাই।

মাসআলা- ৪৮৮: সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণের সলাত দু'রাক'য়াত। প্রত্যেক রাক'য়াতে গ্রহণ অপেক্ষা কম বা বেশী সময় পর্যন্ত এক, দু' বা তিন রুকূ' করা যায়।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. رواه مسلم.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তীক্ষ্ণ রোদ্রের সময় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তখন রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের নিয়ে সলাত পড়েছিলেন, সে সলাতে তিনি দীর্ঘ কেয়াম করেছেন সাহাবীরা দাঁড়াতে দাঁড়াতে পড়ে যেতে লেগেছিলেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রুকূ' করলেন, তারপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর পুনরায় দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন। অতঃপর দু'টি সিজদা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক'য়াতও এভাবেই পড়লেন, ফলে দু'রাক'য়াতে চার রুকূ' এবং চার সিজদা হল।[৩৭০]

মাসআলা- ৪৮৯: কুসুফ অথবা খুসুফের সলাতে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরায়াত পড়তে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوْفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا.
رواه الترمذي. (صحيح)

---

[৩৬৯] বুখারী ১০৪৪, ১০৪৬, ১০৪৭, মুসলিম ৯০১, তিরমিযী ৬৫৬১, ৫৬৩, নাসায়ী ১৪৬৫, আবূ দাউদ ১১৭৭, ১১৮০, ইবনু মাজাহ ১২৬৩, আহমাদ ২৩৫২৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪৪৪, ৪৪৬, দারেমী ১৫২৭, ১৫২৯

[৩৭০] মুসলিম ৯০৪, নাসায়ী ১৪৭৮, আবূ দাউদ ১১৭৮, আহমাদ ১৪০০৮

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য গ্রহণের সলাত পড়ালেন, তাতে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরায়াত পড়লেন।"[৩৭১]

মাসআলা- ৪৯০: গ্রহণের সলাতের পরে খুতবা দেয়া সুন্নাত।

عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ: رواه البخاري.

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রহণের সলাত থেকে যখন ফারেগ হলেন তখন সূর্য পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। তারপর রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা প্রদান করলেন, আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মাবাদ' বলে শুরু করলেন।[৩৭২]

صـــلاة الإستخارة

এস্তেখারার সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৪৯১: দু' অথবা ততোধিক বৈধ কাজের মধ্য থেকে একটাকে নির্বাচন করতে হলে তখন এস্তেখারার দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে উত্তম কাজের প্রতি একাগ্রতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা সুন্নাত।

মাসআলা- ৪৯২: দু' রাক'য়াত সলাত পড়ে এই দোয়া পড়তে হবে।

মাসআলা- ৪৯৩: যদি একবারে মনকে স্থির করার ব্যাপারে একাগ্রতা সৃষ্টি না হয় তাহলে এ কাজটি বারবার করবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الاَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِيْ

---

[৩৭১] বুখারী ১০৪৪, ১০৫০, মুসলিম ৯০১, ৯০৩, তিরমিযী ৫৬৩, নাসায়ী ১৪৬৫, ১৪৬৬, আবূ দাউদ ১১৭৭, ১১৮০, ইবনু মাজাহ ১২৬৩, আহমাদ ২৩৬৫৮, সহীহু সুনানিত তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৪৬৩।

[৩৭২] সহীহ আল্ বুখারীঃ ১/৪৪৩, হাঃ-৯৯৬।

فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ. رواه البخارى.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সকল কাজের জন্য এস্তেখারার দোয়া এভাবেই শিখাতেন যেভাবে কুরআন মজীদের কোন সূরা শিখাতেন। রাসূল কারীম (ﷺ) বলতেন, যখন কোন লোক কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন দু' রাক'য়াত নফল আদায় করবে পরে এই দোয়া করবে। "হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি, কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে।) তোমার জ্ঞান মোতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়া, ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত কর এবং উহাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে এই কাজটি তোমার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি তা আমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে তা হতে দূরে সরিয়ে রাখ এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ঠ রাখ।"[৩৭৩]

صلاة الضحي

চাশ্‌তের সলাতের মাসায়েল

মাসআলা- ৪৯৪: ফজরের সলাত আদায় করার পর সেই জায়গায় বসে চাশতের সলাতের অপেক্ষা করা এবং দু' রাক'য়াত সলাত আদায় করার সাওয়াব এক হজ্জ্ব এবং এক ওমরার সমান।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. رواه الترمذى. (حسن)

---

[৩৭৩] বুখারী ১১৬৬, তিরমিযী ৪৮০, নাসায়ী ৩২৫৩, আবূ দাউদ ১৫৩৮, ইবনু মাজাহ ১৩৮৩, আহমাদ ১৪২৯৭

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের সলাত জামা'আতের সাথে পড়েছে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সে স্থানে বসে আল্লাহর যিকির করেছে এবং তারপর দু' রাক'য়াত সলাত পড়েছে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পূর্ণ এক হজ্জ্ব ও ওমরার সাওয়াব দান করবেন।"[৩৭৪]

عَنْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﷺ أَنَّه رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ الصَّلَاةَ فِيْ غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ. رواه مسلم.

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কিছু লোকজনকে চাশ্‌তের সলাত পড়তে দেখে বললেন, "লোকেরা কি জানে না যে সলাতের জন্য এই ওয়াক্তের চেয়ে অন্য ওয়াক্ত বেশী উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আওয়াবীন সলাতের সময় তখনই যখন উটের বাছুরের পা জ্বলে।"[৩৭৫]

মাসআলা- ৪৯৫: চাশতের সলাত চার রাক'য়াত পড়া উত্তম।

মাসআলা- ৪৯৬: চাশ্‌তের চার রাক'য়াত সলাত আদায়কারী সারা দিনের সকল দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়ে নেন।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنهما عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. رواه الترمذى. (صحيح)

আবুদ্দরদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তানগণ! দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাক'য়াত সলাত পড়, আমি তোমার সারাদিনের দায়িত্ব নিয়ে নিব।"[৩৭৬]

বিঃদ্রঃ- চাশ্‌তের সলাত কমে দু' রাক'য়াত আর বেশীতে বার রাক'য়াত পড়া যায়, কিন্তু চার রাক'য়াত পড়া বেশী উত্তম।

---

[৩৭৪] তিরমিযী ৫৮৬, সহীহ সুনানিত্ তিরমিযী-শায়খ আলবানী, প্রথম খণ্ড নং-৪৮০।

[৩৭৫] মুসলিম ৭৪৮, আহমাদ ১৮৭৭৮, ১৮৭৮৪, দারেমী ১৪৫৭, মুখতাছারু সহীহি মুসলিম-আলবানীঃ নং-৩৬৮।

[৩৭৬] তিরমিযী ৪৭৫, আহমাদ ২৬৯৩৪, ২৭০০২, সহীহ সুনানিত্ তিরমিযীঃ, প্রথম খণ্ড, হাঃ-৩৯৫।

صلاة التوبة

তাওবার সলাত

মাসআলা- ৪৯৭: কোন বিশেষ পাপ অথবা সাধারণ পাপ থেকে তাওবা করার নিয়তে ওযু করে দু' রাক'য়াত সলাত আদায় করার পর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

عَنْ عَلِيٍّ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَدِيْثًا نَفَعَنِي اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِيْ بِهِ وَإِذَا حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. رواه الترمذى. (حسن)

আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন হাদীস শুনতাম তা থেকে আল্লাহ তা'আলা যতটুকু উপকার আমাকে পৌঁছাতে চাইতেন তা আমি পেতাম। আর যখন কোন সাহাবী থেকে হাদীস শুনতাম তখন আমি তার থেকে শপথ করতাম। সে শপথ করে বললেন তা আমি বিশ্বাস করতাম। এই হাদীসটি আমাকে আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন এবং উনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়ে যায় অতঃপর ওযু করে দু' রাক'য়াত সলাত পড়ে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা-এস্তেগফার করে তখন আল্লাতা'আলা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর এই আয়তটি পড়লেন যার অর্থ হল "তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দকাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।"[৩৭৭]

[৩৭৭] তিরমিযী ৪০৬, ইবনু মাজাহ ১৩৯৫, আহমাদ ২, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৩৩৩।

تحية الوضوء المسجد

তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও তাহিয়্যাতুল ওযুর মাসায়েল

মাসআলা- ৪৯৮: ওযু করার পর দু' রাক'য়াত সলাত আদায় করা সুন্নাত।

মাসআলা- ৪৯৯: তাহিয়্যাতুল ওযু জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِيْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ফজরের পর বেলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কোন নফল আমলের উপর তোমার বড় আশা হয় যে, তোমায় ক্ষমা করে দেয়া হবে? কেননা, আমি বেহেশতে আগে আগে তোমার চলার আওয়াজ শুনেছি। বেলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি এর চেয়ে বেশী আশান্বিত কোন আমল করিনি যে, দিবারাত্র যখনই ওযু করি তখন যা তৌফিক হয় সলাত পড়ি।[৩৭৮]

মাসআলা- ৫০০: মসজিদে ঢুকে বসার পূর্বে দু'রাক'য়াত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. متفق عليه.

কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তখন বসার পূর্বে দু'রাক'য়াত সলাত পড়বে।"[৩৭৯]

---

[৩৭৮] বুখারী ১১৪৯, মুসলিম ২৪৫৮, আহমাদ ৮১৯৮, ৯৩৮০

[৩৭৯] বুখারী ৮৮৮, মুসলিম ৭১৪, তিরমিযী ৩১৬, নাসায়ী ৭৩০, আবূ দাউদ ৪৬৭, ইবনু মাজাহ ১০১৩, আহমাদ ২২০৭২, দারেমী ১৩৯৩

سجدة الشكر

সিজদায়ে শোকরের মাসায়েল

মাসআলা- ৫০১: কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে অথবা খুশীর শুভালগ্নে সিজদায়ে শোকর আদায় করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. رواه ابن ماجة. (حسن)

আবু বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আনন্দদায়ক কোন খবর আসলে তখন তিনি আল্লাহ তা'আলাকে শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সিজদাহ করতেন।"[৩৮০]

মাসআলা- ৫০২: দরূদ শরীফের প্রতিদান জানতে পেরে রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীর্ঘক্ষণ সিজদায়ে শোকর আদায় করেছেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتَّى خِفْتُ أَوْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِيْ أَلَا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ. رواه أحمد. (صحيح)

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ঘর থেকে বের হলেন এবং খেজুর বাগানে তশরীফ নিলেন। সেখানে অনেক্ষণ পর্যন্ত সিজদাবস্থায় ছিলেন। আমার মনে ভয় হল, হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহকাল থেকে নিয়ে গেছেন। আমি দেখতে আসলাম, তখন রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা উঠালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হল? তখন তিনি বললেন, জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে আমাকে বলেছে হে মুহাম্মদ! আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিব না? আল্লাহ তা'আলা বলছেন, "যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ পড়বে আমি তাঁকে দয়া করব যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম বলবে আমি তার উপর শান্তি অবতীর্ণ করব।"।[৩৮১]

---

[৩৮০] তিরমিযী ১৫৭৮, আবূ দাউদ ২৭৭৪, ইবনু মাজাহ ১৩৯৪, সহীহু সুনানি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, হাঃ- ১৪৪০।

[৩৮১] আহমাদ ১৬৬৫, ফাজলুস্সালাতি আলান্নবী-আলবানী, হাঃ-৭।

مسائل متفرقة

বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা- ৫০৩: অসুস্থ ব্যক্তি যেভাবেই পারে সলাত পড়বে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. رواه أحمد والبخاري وأبوداؤد والنسائي والترمذي وابن ماجه.

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি 'বাওয়াসীর ' রোগী ছিলাম। সলাত সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে পড়তে পারলে দাঁড়িয়ে পড়, বসে পড়তে পারলে বসে পড় অথবা শুয়ে পড়তে পারলে শুয়ে শুয়ে পড়।"[৩৮২]

মাসআলা- ৪০৪: নিদ্রার তাড়না থাকলে প্রথমে নিদ্রা পূর্ণ করবে তারপর সলাত পড়বে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ. رواه مسلم.

আ'য়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কারো সলাতে ঘুম আসে তখন তাকে প্রথম ঘুম পুরা করে নিতে হবে। কারণ ঘুমানোবস্থায় সলাত পড়লে হয়ত ক্ষমা প্রার্থনার স্তরে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।"[৩৮৩]

মাসআলা- ৪০৫: এশার পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা অপছন্দনীয়।

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. رواه البخارى.

আবু বরজা বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার পূর্বে শুয়ে পড়া এবং পরে কথাবার্তা বলাকে অপছন্দ করতেন।"[৩৮৪]

---

[৩৮২] বুখারী ১১১৭, তিরমিযী ৩৭১, নাসায়ী ১৬৬০, আবূ দাঊদ ৯৫১, ৯৫২, ইবনু মাজাহ ১২৩১, আহমাদ ১৯৩৮৬, ১৯৪৭২

[৩৮৩] বুখারী ২১২, মুসলিম ৭৮৬, তিরমিযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ দাঊদ ১৩১০, ইবনু মাজাহ ১৩৭০, আহমাদ ২৩৭৬৬, মুওয়াত্তা মালিক ২৫৯, দারেমী ১৩৮৩

[৩৮৪] বুখারী ৫৬৮, মুসলিম ৬৪৭, নাসায়ী ৪৯৫, ৫৩০, আবূ দাঊদ ৩৯৮, ইবনু মাজাহ ৬৭৪, দারেমী ১৩০০

মাসআলা- ৫০৬: এক ওয়াক্তের ফরয সলাত ফরয মনে করে দু'বার পড়া জায়েয নয়।

عَنْ ابْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُصَلُّوْا صَلَاةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. (صحيح)

ইবনে 'উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, একই দিনে একই ওয়াক্তের ফরয সলাত দু'বার পড়িও না।[৩৮৫]

মাসআলা- ৫০৭: ফরয আদায়ের পর সুন্নাতের জন্য স্থান পরিবর্তন করা চাই যেন ফরয-নফলের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. رواه أبو داود. (صحيح)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা কি (ফরয সলাতের পর) নিজেরা জায়গা থেকে আগে, পিছে বা ডানে-বামে সরে দাঁড়াতে পার না?"[৩৮৬]

মাসআলা- ৫০৮: নিদ্রার তাড়নার কারণে রাত্রের সলাত বা অন্য কোন আমল রয়ে গেলে তখন ফজর এবং যুহরের মধ্যখানে আদায় করা যেতে পারে।

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. رواه الترمذى. (صحيح)

'উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতের নিয়মিত আমল ছেড়ে ঘুমে পড়েছে অতঃপর ফজর এবং যুহরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে রাতের আমলের সাওয়াব দান করবেন।"[৩৮৭]

---

[৩৮৫] নাসায়ী ৮৬০, আবূ দাউদ ৫৭৯, আহমাদ ৪৬৭৫, ৪৯৭৪, সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-৫৪১।

[৩৮৬] আবূ দাউদ ১০০৬, ইবনু মাজাহ ১৪২৭, আহমাদ ৯২১২, সহীহু সুনানি আাবিদাউদঃ ১মখণ্ড, হাঃ-৮৮৫।

[৩৮৭] মুসলিম ৭৪৭, তিরমিযী ৫৮১, নাসায়ী ১৭৯০, ১৭৯১, আবূ দাউদ ১৩১৩, ইবনু মাজাহ ১৩৪৩, আহমাদ ২২০, ৩৭৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭০, দারেমী ১৪৭৭, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযীঃ ১ম খণ্ড, হাঃ-১১৬৫।

Contents

মাসআলা- ৫০৯: আঙ্গুল দিয়ে তাবসীহ পড়া সুন্নাত।

عَنْ يُسَيْرَةَ رضي الله عنها وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. رواه الترمذى وأبو داود. (حسن)

য়ুসাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা 'সুবহানাল্লাহ' 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস ' বলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং আঙ্গুল দিয়ে তা গুনা কর। কেননা, কিয়ামতের দিন আঙ্গুলসমূহ জিজ্ঞাসিত হবে এবং তাদের দ্বারা কথা বলানো হবে। সুতরাং তাসবীহ থেকে গাফিল হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।[৩৮৮]

মাসআলা- ৫১০: মরুভূমি বা জঙ্গলে একাকী সলাতের সাওয়াব।

عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ مَالَا يُرَي طَرَفَاهُ.رواه عبد الرزاق (صحيح)

সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি জঙ্গলে থাকে আর সলাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তখন সে ওযু করবে আর পানি না পাইলে তায়াম্মুম করবে অতঃপর ইকামত দিয়ে সলাত পড়লে তার দু' ফেরেশতা ও তার সাথে সলাত পড়ে। আর যদি আযান-ইকামত উভয় দিয়ে সলাত পড়ে তাহলে তার পিছনে এত বেশী আল্লাহর সৈনিকরা সলাত পড়েন যে, তাদের উভয় কেনারা দেখা যায় না।"[৩৮৯]

সমাপ্ত

---

[৩৮৮] তিরমিযী ৩৫৮৩, আবূ দাঊদ ১৫০১, আহমাদ ২৬৫৪৯, সহীহু সুনানিত্ তিরমিযী- ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৮৩৫।

[৩৮৯] আবদুর রাজ্জাক, মুখ্তাছারুত্ তারগীব ওয়াত্তারহীবঃ হাঃ-১০৮।

তাফহীমুস সুন্নাহ সিরিজের কয়েকটি বই

১. কিতাবুত্ তাওহীদ
২. ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মাসায়েল
৩. কিতাবুত্ ত্বাহারা
৪. কিতাবুস্ সলাহ (সলাতের মাসায়েল)
৫. কিতাবুস্ সিয়াম
৬. যাকাতের মাসায়েল
৭. কিতাবুস্ সালাত 'আলান্ নাবী (ﷺ) (দরূদ শরীফের মাসায়েল)
৮. কবরের বর্ণনা
৯. জান্নাতের বর্ণনা
১০. জাহান্নামের বর্ণনা
১১. কিয়ামতের আলামত
১২. কিয়ামতের বর্ণনা
১৩. ত্বালাকের মাসায়েল